অনুপূর্বা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

১৩৪৭

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

সাড়ে পাঁচ টাকা

প্রচ্ছদপট

শ্রী আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে সুমথনাথ ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত ও
কালিকা প্রেস লিঃ, ২৫, ডি. এল. রায় স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীশশধর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত।

রচনাকালানুক্রমিক সূচী

[এই সঙ্কলনগ্রন্থের কবিতানির্বাচন কবি নিজে করিয়াছেন]

অনুপূর্ব্বা

বহ্নিস্তুতি

তপন-তপ্ত, চিরঅতৃপ্ত, অনন্তরূপ বহ্নি!
শিবললাটিকা, প্রলয়াত্মিকা তুমি দীপশিখা তন্বী।
রক্তবসন, ভস্মআসন, বিশ্বশাসন জ্যোতি,
কান্ত ভয়াল, আঁধারের আলো, তোমায় করি গো নতি।
শিখায় শিখায় হেরি তব রূপ, রূপে রূপে তব শিখা,
তৃষিত মরুর নীরস অধরে তুমি ধরো মরীচিকা।
নিখিল বিশ্বে খুঁজে ফিরি' তোমা যত পতঙ্গ সবে,
হে বৈশ্বানর, অবিনশ্বর ভস্মে শান্তি লভে।
বিদ্যুতে তব ইঙ্গিত ঝলে, বজ্রে জাগিছে বাণী,
মানব-চিত্তে, আণব নৃত্যে তোমারি সে টানাটানি।
বুকে বুকে আর জঠরে জঠরে তোমারি কঠোর দাহ,
প্রাণ হ'তে প্রাণে প্রণয়তন্ত্রী, তোমারি সে পরিবাহ।
জীবনে কি বনে, মাঝে মাঝে তুমি জ্ব'লে ওঠো দাবানলে,
বক্ষে চক্ষে পেতেছ আসন তৃষ্ণার শতদলে!
ধুক্‌ধুক্ এই হৃদিমূলে তব ধিকিধিকি কৌতুক,
সাগরে ডুবেও দগ্ধগিরির সমান দহিছে বুক!
শনির আঁখিতে তোমারি দৃষ্টি নিয়ত হানিছে শ্লেষ;
অনাবৃষ্টিতে শুষিয়া জ্যৈষ্ঠে, ভাদ্রে ডুবাও দেশ।

দুর্ঘট মিল তুমিই মিলাও লোহায় লোহায় জুড়ে ;
চিতার ফুল্কি উড়ে লাগে পুনঃ চিত্তের জতুপুরে !
দুর্দিনে তোমা সাধিয়া জ্বালাই সুদিনের সঞ্চয়ে,
সব সম্বল ভস্ম করিয়া ওঠো যে দীপ্ত হয়ে।

আজ ভাবিতেছি তাই—
সকল জ্বালার সব দীপ্তির পরিণাম শুধু ছাই।
মিলন বিরহ, ভাব ও অভাব, যোগবিয়োগের কাজ,
থেমে গিয়ে যবে এ বিশ্ব হবে ভস্মের মহাতাজ,
বিভূতিভূষণ শঙ্কর একা রহিবেন যেই কালে,
তখনো কি তুমি আপন জ্বালায় জ্বলিবে তাঁহারি ভালে ?
হে সর্বভুক্, এ দীন শমীর লক্ষ প্রণাম লহ,
কঠিন শীতল অন্তর তার আশিস্-দাহনে দহ।

শিবের গাজন

পাগলা শিবের বছুরে গাজনে
বেজেছে ঢাক !
কাল হবে দেনা-পাওনার কথা,
আজকে থাক্।
আগুন জ্বালিয়ে সন্ন্যাসী সবে
ওই 'ফুল' খেলে ব্যোম্ ব্যোম্ রবে ;
পিঠমোড়া-বাঁধা খায় ওরা বুঝি
চড়ক পাক !
থেকে থেকে থেকে বাজে ঝোঁকে ঝোঁকে
গাজনে ঢাক।

শিবের গাজন

ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোমে লেগেছে রে ঐ
চড়ক পাক!
বন্ বন্ ঘোরে অনন্ত জুড়ে
কালের চাক।
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারাদল
লুটিয়া লুটিয়া ঘোরে নভতল
আগুন ফুল্‌কি উল্কা উড়ায়ে
লাখের লাখ।
রশি ছিঁড়ে ছুটে ধূমকেতু দেয়
আগুনে পাক।

মাঝখানে তার রুদ্র পুরুষ
কে নাচে ওই,
মরা বছরের বুকের উপর—
তাথৈ থৈ!
চরণে ধ্বনিছে প্রলয় ছন্দ,
নিমীল নয়নে সৃজনানন্দ,
ধবল অঙ্গে বিভল ভঙ্গী
মরণজয়ী।
ডম্বরু ডিমি মিশায়ে বিষাণে
কে নাচে ওই!

দিগন্ত হ'তে সভয়ে ইন্দ্র
জুড়িছে কর;
অরুণ বরুণ ধরণী নমিছে
চরণ 'পর।
আলোক-ছায়ায় বাঘছাল ওরে,
খসিয়া লুটায় বনে প্রান্তরে,

সিন্ধু-ফণায় ফুঁসিয়া ফেনায়
মরণ-চর।
নাচে শিব, নাচে রুদ্র, নাচে রে
মহেশ্বর।
নাচে শিব, নাচে সুন্দর, নাচে
রুদ্র কাল!
জটায় গঙ্গা, ভালে শশী, গলে
অস্থিমাল।
সাথে নেচে ফিরে আদি ও অন্ত,
ঘোরে দিক ওরে ঘোরে দিগন্ত,
সুখে দুখে ঠুকে ঘুরপাকে বাজে
রুদ্রতাল।
উছলে গঙ্গা, হাসে শশী, দোলে
অস্থিমাল।
জড়জীব তাঁর চড়কে ঘুরিয়া
হ'ল 'বেভুল';
তথাপি পড়ে না পাগল শিবের
মাথার ফুল!
বল্ সন্ন্যাসী মুখ ফুটে বল্,
কে কোথা ডুবিয়া খেয়েছিস জল?
রক্তনয়ন ডুবিছে তপন
না পেয়ে কূল,
দিন যায়, কেন পড়ে না শিবের
মাথার ফুল।

ঘুমের ঘোরে

(প্রথম ঝোঁক)

এসো তো বন্ধু, আবার আজিকে বেড়েছে বুকের ব্যথা ;
তোমায় আমায় হয়ে যাক্ ছুটো কাটাছাঁটা সোজা কথা।
জগৎ একটা হেঁয়ালি—
যত বা নিয়ম তত অনিয়ম গোঁজামিল খাম-খেয়ালী !
পৃথিবী ঘুরিছে বেমালুম যেন মাখন-মাখানো পথে,
ছোট বড় কত টানে অবিরত, টলে না সে কোনো মতে।
সৃষ্টি চমৎকার—
ঠোকাঠুকি নাই, গতি-বিজ্ঞানে বাঁধা আছে চারিধার।
•সেদিন বন্ধু, পথে পড়েছিনু, ছুটাইলে তুমি ঘোড়া,
লোহা-বাঁধা তার পদাঘাতে মোর ঠ্যাংটি হইল খোঁড়া !
দেখি চলিবার কালে,
গতি-বিজ্ঞানে লেখা নাই তবু খোঁড়া ঠ্যাংই পড়ে খালে।

সেদিন আবার টেনে নিয়ে গেলে ভক্তের সভাতলে,
"ঠাকুরের, আহা ! অপার করুণা" কেঁদে কেঁদে তারা বলে,
"দেখিছ যেটারে দুঃখ—
ঠাওর করিয়া দেখ—সেটা সুখ অতিমাত্রায় সূক্ষ্ম।"
ঠাওর করিতে দুখ সুখ হ'ল, সুখ হয়ে গেল দুখ,
মোটের উপরে বুঝিতে নারিনু লাভ হ'ল কতটুক্ !
একাকী ফিরিনু ঘরে,
প্রাণের দুঃখ যায় না কিছুতে আঁখি আসে জলে ভ'রে !

অনুপূর্বা

ঘুমের আড়ালে এলে তুমি ধীরে কহিলে হরিয়া জ্ঞান,
"প্রাণের দুঃখ না যাক্ কিন্তু যাবে দুঃখের প্রাণ।"
বন্ধু, প্রণাম হই,—
শীতের বাতাসে জ'মে যায় দেহ—ছেঁড়া কাঁথাখানা কই ?

শান্ত রাত্রি, জ্যোৎস্না শীতল, বনভূমি নিঝ্‌ঝুম,
সেই পথ দিয়ে আমার চক্ষে আসুক গভীর ঘুম !
সেই জুড়াবার ঠাঁই ;
কঠিন সৃষ্টি ধোঁয়া হয়ে আসে কোথা কিছু বাধা নাই।
যুগ যুগ ধ'রে কেন এ প্রয়াস গরমিলে মিলাইতে ?
কোনো যম নাই হিসাব করিয়া সুখ ও দুঃখ দিতে।
মুক্তির চাবি আঁটা ;
এ জগৎ মাঝে সেই তত সুখী, যার গায়ে যত ঝাঁটা।
বন্ধু গো, আমি জানি হেথা চির ভোটহীন অধীনতা,
নিরুপায় হয়ে কেহ বলে তোমা পিতা, কেহ বলে মাতা !
আমি বলি, কিনে কুলো
পিঠে বেঁধে, দাও গভীর নিদ্রা দু'কানে গুঁজিয়া তুলো।

কেন ভাই রবি, বিরক্ত করো ? তুমি দেখি সব-ওঁচা,
কিরণ-ঝাঁটার হিরণ-কাঠিতে কেন চোখে মারো খোঁচা।
জানি তুমি ভালো ছেলে,
ঘড়িটি তোমার কাঁটায় কাঁটায় ঠিক যায় বিনা তেলে !
তব জয় জয় চারিদিকে হয়, আলোক পাইল লোক,
শুধাই তোমায়—কী আলো পেয়েছে জন্মান্ধের চোখ ?
চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পারো গোবি-সাহারার বুকে ?

সবার খাদ্য প্রতিদিন তুমি বহি' আনো ডালা ভরি' ;
ক্ষুধিত মানব কেঁদে বলে, "তাঁর অপার করুণা, মরি !"
ক্ষুধা দিয়ে দেওয়া অন্ন,
'গোরুমেরে জুতা দান' অপেক্ষা নহে কভু বেশি পুণ্য !

প্রভাতে উঠিয়া বাহির হইনু সিক্ত গ্রাম্য পথে,
ঘুম ভেঙেছিল, এমন শপথ করিব না কোনো মতে।
ছেলেরা লাট্টু খেলে,
লেত্তিতে জড়ায়ে মুঠায় ঘুরায়ে বোঁও ক'রে ছুঁড়ে ফেলে।
বন্‌-বন্‌-বন্‌ ঘুর-ঘুর-পাক চিতেন কেতেন সোজা ;
লাট্টু বলিছে, "হায় হায় হায় ! ঘুরে ঘুরে কারে খোঁজা !
জীবন যে আসে ফুরায়ে,"—
বলিতে বলিতে ফুরালো ঘুরন—বালক লইল কুড়ায়ে।
আবার লেত্তিতে জড়ায়ে লাট্টু গপ্‌চা মারিয়া ফেলে,
একটার ঘায়ে অন্যে ফাটায়ে ছেলেরা লাট্টু খেলে।
দেখিনু দাঁড়ায়ে কোণে,—
ফাটা লাট্টুটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে কণ্টকবনে।

বন্ধু, এখনো ঘুম দাও, নহে কহিব অনেক কথা,
অনেকের 'পরে হইবে সেটা যে কঠোর নির্মমতা ;
ইসা, মুসা আর বুদ্ধ,
কন্‌ফুসিয়াস মহম্মদ বা কৃষ্ণ নিমাই সুদ্ধ,
সবাই বলেছে, পাঠালেন মোরে নিজে তিনি ভগবান,
তোমাদের তরে প্রাণ কাঁদে তাঁর—তোমাদেরি তিনি চান ;
উপায় পেয়েছি মুখ্য,—
র'বে না নরের জরা ব্যাধি শোক পাপ তাপ আদি দুঃখ !

যেমন জগৎ তেমনি রহিল, নড়িল না একচুল ;
ভগবান চান আমাদের শুভ—একথা হইল ভুল !
কি হবে কথার ছলে ?
ভগবান চান—তবু হয়নাকো, একথা পাগলে বলে !

বড় কৃতজ্ঞ র'ব তোমা কাছে, হৃদয়-বন্ধু মোর,
চিরতরে যদি বুলাও নয়নে বিস্মৃতি-ঘুমঘোর !
থাক্ বা না থাক্ স্রষ্টা—
নিখিল বিশ্ব ঘুরে ঘুরে মরে, তুমি তার চির-দ্রষ্টা।
ঘুরনের পাকে কেউ কাছে থাকে, কেউ চ'লে যায় দূরে,
তব আনন্দ রয়েছে কেবল তোমারি হৃদয় জুড়ে।
অনিমেষ আঁখি 'পরে
তোমার অশ্রু তোমার হাস্য নহে সে মোদের তরে।
মোরা ভুল ক'রে প্রণমি তোমায়, ভুল ক'রে করি রোষ,
তোমার তাহাতে নাহি আনন্দ, নাহিকো অসন্তোষ।
আমরা তোমায় ডাকি,—
যন্ত্রণা পাই, সান্ত্বনা চাই—আপনারে দিই ফাঁকি !

আমরা যখন সুখে সুখী হই—সে নহে তোমার দান,
তোমার বিধান নহে যে—আমরা দুখে হই ম্রিয়মাণ।
কেন যে এসব আছে,
সে কৈফিয়ৎ তুমি কোনোদিন দেবে না কাহারো কাছে !
সাগরের কূলে পুরী তব, দারু-মূরতি জগন্নাথ,—
রথের চাকায় লোক পিষে যায়, তোমার নাহিকো হাত !
তুমি শালগ্রাম শিলা ;—
শোওয়া বসা যার সকলি সমান, তারে নিয়ে রাসলীলা !

ছুটেছে তোমার মৃত্যুতিলক মুক্ত যজ্ঞ-ঘোড়া ;
মোদেরি পাকানো প্রেমের দড়িতে বাঁধিতে চলেছি মোরা।
ছিন্ন গিঁঠানো দড়ি ;
তারি সাহায্যে বাসনা—তোমার যজ্ঞ-অশ্ব ধরি !

বন্ধু, আমার হৃদয়-বন্ধু, তবু তোমা ভালবাসি ;
স্বপ্নবিহীন ঘুমের আড়ালে তুমি দেখা দাও আসি।
তখন তোমাতে থাকি,
বিয়ের বাজনা মরার কান্না মিছে করে ডাকাডাকি ;
শান্ত তখন শ্রান্ত হৃদয়, ক্ষান্ত তখন মন,
নাহি আশা প্রেম নাহি আশঙ্কা, সাঙ্গ সকল রণ।
মরণে কে হবে সাথী,
প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশি রাতি !
প্রেমে ও ধর্মে নাহি প্রয়োজন—বলিনে আমি এ কথা,
মিথ্যামাত্র বৃথা নহে যদি ঘুচে তাহে কারো ব্যথা।

অসীম জড়ের মাঝে
চেতনাশক্তি—ঘুমের ভিতর স্বপ্নের মতো রাজে।
শক্তি নিয়ত জড়ের মাঝারে বিরাম লভিতে চায় ;
তন্দ্রা যেমন এলোমেলো পথে সুষুপ্তি পানে ধায়।
বন্ধু, বন্ধুবর !
সকল শক্তি সংহত ক'রে হয়ে আছ মহাজড়।
সেই মহাঘুমে সাঁতারি' বেড়াই মোরা স্বপনের ফেনা ;
পলকে ফুটিয়া মিছে ঘাড়ে করি তোমারি প্রেমের দেনা
জগতের শৃঙ্খলা,—
স্বপ্নেরি মতো উপরে উপরে গোঁজামিল দিয়ে মেলা !

বিচারে যখন ভিতরে ভিতরে ধরা পড়ে লাখো ফাঁকি,
তোমার সে ত্রুটি নিরুপায় হয়ে প্রেমের আড়ালে ঢাকি।
প্রেম ব'লে কিছু নাই—
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।

(দ্বিতীয় ঝোঁক)

আজি দুর্দিনে ঝড়ে
তোমায় আমায় দেখা গো বন্ধু, পুনঃ বহুদিন পরে।
জলদগর্জে ভাঙালে নিদ্রা বিদ্যুতে ধাধি' আঁখি,
শোনো মোর কথা—ওসবের আমি তোয়াক্কা নাহি রাখি।
হানো বর্ষার জল,
নীরন্ধ্র মেঘে ঘেরিয়া বজ্রে ভেঙে ফেলো ধরাতল।
ও তর্জনের অর্থ বুঝিতে হয় না আমার ক্লেশ ;
আমি বেশ জানি—সুখ ও দুঃখ জীবনে দুটাই শ্লেষ।
জোড় করি' দুটি কর,
মাগিব না আমি তুষ্টি তোমার যতই বহুক ঝড়।
আমাদের কাছে তুমিও যে কিছু চাহো না, সে জানি আমি ;
আপন খেয়ালে ঢালিয়া বর্ষা আপনিই যাবে থামি।

এ ধরা গোরস্তান ;—
মরণের ভিতে স্মরণের ঢিপি দু'দিনে ভূমি-সমান।
কত না অশ্রু কত হাহুতাশ কত হাতে পায়ে ধরা,
শ্রান্ত হইয়া শান্তি লভিতে কত না ফন্দি করা।

সব হয়ে যায় বৃথা,
আসে, হাসে, কাঁদে, চ'লে যায় ঘুরে বায়োস্কোপের ফিতা।
আমারি মতন এসেছে হেসেছে কেঁদেছে কত না প্রাণী,
আজ তাহাদের একটিরও কেহ সন্ধান নাহি জানি।
আমারও দুঃখ সুখ
ধুলা হয়ে যাবে—চাহি বা না চাহি তোমার পাষাণ মুখ।

তোমারে নাহিকো দূষি ;
নিজ ধন নিয়ে পারো করিবারে যখন যা তব খুশি।
একটি নিয়ম মানো তুমি, সেটি কোনো নিয়ম না রাখা ;
আঁখি মুদে দেখি, পাগলের মতো ঘুরিছে কালের চাকা।
যে দিকেই আমি যাই—
তার সাথে দেখা হবে পথে একা সহসা মরণ ঠাঁই।
অতঃপর যে কী হবে তা নিয়ে নাহিকো চিন্তালেশ,
সহজ সত্য আমার পক্ষে ইহকালেরই সে শেষ ;
চাহি না প্যাঁচালো যুক্তি—
অদৃষ্টসাথে উপায়হীনের নিত্য নূতন চুক্তি !
পূর্বকালে যা ছিনু আজ তার হয় না তো প্রয়োজন,
পরকালেতেও যা হবে তা হবে—কেন বৃথা আয়োজন ?

মিছে দিন যায় ব'য়ে ;
উপরে ও নীচে ঘুমের তুলসী—শুই শালগ্রাম হয়ে !
বন্ধু আমার, সব নিয়ে দাও তোফা ঘুম দিনে রেতে ;
নাকের বদলে নরুন যে পায়—ব্যবসায় সেই জেতে।
বন্ধু, ত্বরিত যাও—
ঘুম-পাড়ানিয়া মাসীপিসীদের মোর পাশে ডেকে দাও

তন্দ্রিত চোখে দেখিতেছি তব স্বরূপ খোলস-ছাড়া—
দেবতা গড়িলে পাষাণে আর সে ঢালে না নির্ঝর-ধারা ,
চিতার বহ্নি যত বিধবার সিঁথার সিঁদুর চেটে
বিশ্বম্ভর হে গণেশবর, যোগায় তোমারি পেটে !
গোরু-পোষানির প্রায়—
জননীর কোলে ছেলে বড় ক'রে কে পুনঃ কাড়িছে হায় !
ব্যাপার দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া জ্ঞানী পরিহরে শোক,
দেঁতো হেসে বলে, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হোক ;
অস্য অর্থটি—
যাহার পাঁঠা সে যেদিকে কাটুক্, তা'তে অপরের কি ?
ছোলা কলা খেয়ে সন্ধিক্ষণে এককোপে বলিদান—
পাঁঠার মধ্যে সে পাঁঠাটি—আহা কত না ভাগ্যবান্ !
পাঁঠার দুঃখ সুখ—
মার পায়ে দিতে নূতন সরায় রক্তে জমায়ে থুক !

চারিদিক দেখে চারিদিকে ঠেকে বুঝিয়াছি আমি তাই,
নাকে শাঁখ বেঁধে ঘুম দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই ।
যদি বলো তুমি, সুখদুখ নাই—দুটাই মনের ভ্রম,
এও তবে এই ঘুমেরি একটা আফিং মিশানো ক্রম !
জারি করো তবে খ্যাতি,
এ ভব-রোগের নব চিকিৎসা আমার "ঘুমিওপ্যাথি" ।

ঝুম্ ঝুম্ নিঝ্ঝুম—
মেঘের উপরে মেঘ জ'মে আয়—ঘুমের উপরে ঘুম !
ঝিম্ ঝিম্ নিশ্চিন্ত—
নাকের ডগায় মশাটা মশাই আস্তে উড়িয়ে দিন্ তো !

রিম্ রিম্ ঝিম্ ঝিম্—
পাকে পাকে কসে কিসের বাঁধন সাপের মতন হিম!
ঘর্ ঘর্ শাঁই শাঁই,
আর ভয় নাই নাই;
আঁধারের ঢেউয়ে ঐ ভেসে এল জমাট ঘুমের চাঁই!
নাই উঁচুনীচু নাই আগুপিছু—
নাই সুখদুখ আলো কালো কিছু;
নিতল হইয়া ডুবে নেমে যাই—দাঁড়াবার নাই ঠাঁই!
ডা'নে বাঁয়ে মোর ব্যাস বাল্মীকি
ছেড়ে বকাবকি মিছে লেখালিখি,
সব সাধনার অন্তে বুঝেছে ঘুম পদার্থটি কি!
কেন আর গোলমাল?
বন্ধু, এবার বন্ধ হ'ল কি বুকের কামারশাল!
চির নীরবতা চাই—
দোহাই তোমার, মাঝে মাঝে আর ঘুম ভাঙিও না ভাই

(তৃতীয় ঝোঁক)

আজিকে সুখের দিনে,
তোমার দুয়ারে এসেছি বন্ধু, স্বপ্নের পথ চিনে।
পথের দু'ধারে দুলিছে দেখিনু ঘনছায়া তরুশ্রেণী
এলায়ে দিয়েছে পিঠের উপরে পুষ্পিত লতাবেণী;
পিক পাপিয়ার দল
হৃদয়-মাতানো মধু সঙ্গীতে ভরে অম্বরতল।
খেয়ালের বশে কুড়াইনু ধূলি, হ'ল সে সোনার কুচি,
ক্ষুধা না পেতেই কোথা হ'তে এল গরম ফুল্কো লুচি।

এ হেন সুখের দিনে
খোশখবরটা শুনা'ব কাহারে বন্ধু গো তোমা বিনে ?
আজিকার শুভরাতে
বদ্ধ হইব পরিণয়-ডোরে সৌভাগ্যের সাথে।

আমার প্রাসাদে জ্বালাও লক্ষ নক্ষত্রের বাতি,
রাহুকে বলো—সে গিলুক সূর্যে, না কাটে যেন এ রাতি
বজ্রে বাঁকায়ে মেঘের মুকুট পরাও প্রিয়ার শিরে,
কণ্ঠের হার রচো গো তাহার তড়িতের তার ছিঁড়ে।
পূরাও প্রিয়ার আশ,
রামধনু দিয়ে জ্যোৎস্না ধুনিয়ে রচো তাহে রাঙা বাস
সোহাগে গলিয়া অঙ্গে ঢলিয়া প্রিয়া কানে কানে বলে,
'তোমাতে আমাতে বদ্ধ হইনু অক্ষয় শৃঙ্খলে।'
বন্ধু, ভুলিনি আমি—
পবন করিছে ব্যজন তবুও ললাট ওঠে যে ঘামি'।

কোথা হ'তে তুমি এলে গো লক্ষ্মি! কোথা ছিলে এতদিন ?
আমার প্রমোদ-ভবনের তরে কারা হ'ল ভিটাহীন ?
আমার দীপালি রাতি,
উজ্জ্বল আজি কত না জীবের নিবায়ে জীবন-বাতি!
অশ্রু-সাগরে শোভে সহস্র নয়ন-কমলদল,
তারি 'পরে ওই রেখেছ তোমার রক্ত চরণতল!
তব প্রসন্ন আঁখির আলোকে আমার পিছন ভরি',
যে ছায়া পড়েছে, তাহাতে লুকায় কত শোক-বিভাবরী!

ভরেছ আতর-দানি,
কত প্রভাতের আধফোটা ফুল-মর্ম্ম নিঙাড়ি' ছানি?
কণ্ঠে দুলালে মিলন-মালিকা নব সুগন্ধ ঢালা—
সদ্য ছিন্ন শিশু-কুসুমের কচি মুণ্ডের মালা!

মিটেছে সকল আশা—
দিয়েছি নিয়েছি হরেক রকম সুখ দুখ ভালবাসা।
ফুরায়েছে সব অশ্রু ও হাসি, জুড়ায়েছে বহু জ্বালা,
আর কেন বৃথা করি বক্তৃতা—এ যে বারোয়ারিতলা!
প্রকাণ্ড ধরা ভাড়াটে মহল—মরণ আদায়কারী,
পলে পলে তার চোখরাঙানিতে জীবন যাপিতে নারি।
সহে না এ বেঁচে থাকা—
বাপ পিতাম'র মামুলি ধরনে প্রতিদিন ম'রে রাখা!
মরণও, সে যদি এইরূপই হয় তিলে তিলে বেঁচে যাওয়া!
অন্ত কোথায় ভেবে হাসি পায়,—এল কি ঘুমের হাওয়া?

ঐ যায় বুঝি শোনা—
খস্ খস্ ঠক্ চলেছে চলেছে তাঁতীদের তাঁত বোনা!
এ হাত ও হাত ফিরিতেছে মাকু—ধৈর্য্যের নাহি চ্যুতি,
কার সুতা খুলে দিয়ে বুক থেকে কার তরে বুনে ধুতি!
কোনো মাকুটায় দশ টাকা জোড়া কোনোটায় দশ সিকা—
লোহার মাকু সে লোহাই রয়েছে জন্মায় অহমিকা!
দেখিনু তন্দ্রাভরে—
তাঁতীর টাকার বড় দরকার, মাকু ছুটাছুটি করে।

(চতুর্থ ঝোঁক)

হায় রে ভ্রান্ত কবি !
নয়নের আলো ম্লান হয়ে এল আঁকিতে মিছার ছবি।
সারা জীবন এ কোন্ অলক্ষ্য লক্ষ্মীর আরাধনা ;
জগৎ ভরিয়া দিয়ে যাও হৃদি-রক্তের আলিপনা ?
দহিলে আপন রূপ
কোন্ অজানার পূজা-উপচারে অমল গন্ধধূপ !
এই অফুরান স্নেহ,
পঞ্চ প্রদীপ ভরিয়া জ্বালায়ে ধরিলে আপন দেহ !
পেয়েছ কি সেই লক্ষ্মীর দেখা, হয়েছে কি বর চাওয়া ?
কত দক্ষিণা মিলিল গো বিনা ফাঁকা দক্ষিণা হাওয়া ?
ছেঁদো কথা কয়ে গেল দিন বয়ে আপন ছন্দে বন্দী,
পেয়েছ তৃপ্তি ? প্রবলের সাথে এক তরফা সে সন্ধি।
অজানাটা অজানাই—
কেন ছোটাছুটি, শোনো মোটামুটি, কোনোখানে সে যে নাই।
সে কেবল মরীচিকা !
বাহিরে শ্রান্তি ভিতরে ভ্রান্তি, না থাকাই তার থাকা।

প্রভাত হইতে যে কথা কহিতে সাধিতেছি নিজ গলা,
সন্ধ্যাবেলাও ভগ্নকণ্ঠে সে কথা হবে না বলা !
কেন এ প্রয়াস ভাই ?
যে কথা তোমার হ'লনাকো বলা, নেই সেই কথাটাই।
অসীমেরে তুমি বাঁধিবে সীমায় অচেনারে লবে চিনে ;
নূতন নূতন কথার ছলনে মরণে লইবে জিনে !

দুঃখেরে তুমি দেবে না আমল, ভাবি' দেবতার দান ;
জীবনের এই কোলাহলে তুমি শুনিবে গভীর গান !
—এ সবই রঙিন কথার বিম্ব, মিথ্যা আশায় ফাঁপা,
গভীর নিঠুর সত্যের সুর দিনে দিনে পড়ে চাপা !
কে গাবে নূতন গীতা—
কে ঘুচাবে এই সুখ-সন্ন্যাস—গেরুয়ার বিলাসিতা ?
কোথা সে অগ্নিবাণী—
জ্বালিয়া সত্য, দেখাবে দুখের নগ্ন মূর্তিখানি ?
কালোকে দেখাবে কালো ক'রে আর বুড়োকে দেখাবে বুড়ো ;
পুড়ে উড়ে যাবে বাজারের যত বর্ণ-ফেরানো গুঁড়ো !
খেলোয়াড়ী প্যাঁচ দূরে গিয়ে ক'বে তীরের মতন কথা,
বর্ম ভেদিয়া মর্ম ছেদিয়া বুঝাবে মর্ম-ব্যথা ?
এ কথা বুঝিব কবে—
ধান ভানা ছাড়া কোনো উঁচু মানে থাকে না ঢেঁকির রবে !

বন্ধু, কোথায় ছিলে ?
স্বপনের ঝোঁকে এক ঝাঁক পাখী মেরেছি একটি ঢিলে !
উড়ে গেল পাশ দিয়ে,—
কিন্তু এবার ত্রাণ পাওয়া ভার—মরিবে বাসায় গিয়ে।
বন্ধু গো, আর ভাঙায়ো না ঘুম, কত বার বলো বলি ?
মার খেয়ে কবে হাড় গুঁড়ো হবে, যেমন অপথে চলি।
বন্ধু, বন্ধু, গো,
গর্জিয়া আসে আমার পাশে কি মরণ-সিন্ধু ও ?
নিষেধ করো সে অত ক'রে যেন সোরগোল নাহি করে ;
ঘুমের অতলে টেনে নিক্ বলে—যেমন কুমীরে ধরে !

(পঞ্চম ঝোঁক)

তোমাতে আমাতে বহুদিন হ'তে হয়নিকো কোনো কথা,
ইদানি, বন্ধু, পাঁজরে একটা ধরেছে নূতন ব্যথা !
ডাকি ডাক্তারে, শুনে ঘাড় নাড়ে, কবিরাজ বলে 'হুঁউ' !
সহিয়াছি সাঁঝে মাখম সেখের মুখামৃতমাখা ফুঁউ !
কিছুতে কমেনি ভাই—
এই প্রসঙ্গে তোমার সঙ্গে কথা ক'ব দুটো তাই।
গোপনে তোমারে কহিব কারণ, ব্যাপার হচ্ছে এই—
গত বসন্তে গলা ভিজাইতে একটি চুমুক নেই !
কি ক'ব তাহার জোর—
বছর কাটিল, কাটিল না তবু বিষম নেশার ঘোর।

সহসা সেদিন—বেজায় কুদিন, সন্ধ্যা-অন্ধকারে,
ঘাড়-মোড় ভেঙে ড্রেনের ভিতর পড়িলাম একেবারে !
কাদা মেখে উঠি' নেশা গেল ছুটি', পাঁজরে বিষম ব্যথা ;
গুনে দেখি ভাই, একখানা হাড় খসিয়া পড়েছে কোথা !
কথা নহে বলিবার ;—
আপনিই তাই গোপনে সেখানে জুড়িনু ভেড়ার হাড় !
উপরে মিলেছে বেমালুম হয়ে সিঙানো চামড়া-পটি ;
ভিতরে কিন্তু নর-ভেড়া-হাড়ে দিনরাত খটাখটি !
হ'ল হাড় জ্বালাতন ;
তোমায় আমায় প্রাণের কথায় হবে তাই প্রলাপন।
প্রাণের কথা যে কয়ে যাই নিজে—বাজে কি তোমার প্রাণে ?
প্রাণের কথার অর্থ খুঁজিলে মিলে তব অভিধানে ?

জানি জানি সব ফাঁকি!
তবুও খোঁচাই; তোমা ছেড়ে মোর থাকে না কিছুই বাকি।
আমার প্রাণটা যত দূর যায়, যত দূর যেতে পারে,
তুমি ছাড়া আর সাধ্য কাহার সেথা সাথে যাইবারে?
জীবনের মূল খুঁড়িতে খুঁড়িতে যত তলাইয়া যাই,
জীবনের ফুল খুঁজিতে যখনি আকাশটা হাত্‌ড়াই,
সকল সময়, রহস্যময়! তুমি রহ পাছে পাছে,
হে চিরপ্রহরী, তোমারেই প্রাণ বন্ধু বলিয়া বাঁচে।
বার বার জাগরণে,
যন্ত্রণা যত বাড়ে অবিরত তোমারেই পড়ে মনে।

গুপ্ত ব্যথায় সুপ্তি না হয়, সন্ধ্যা-তন্দ্রাভারে,
হেরিলাম কাল—নির্জীব আমি প'ড়ে আছি একধারে;
চারিপাশে ঘেরা অসীমের বেড়া নীলের প্রাচীর খাড়া,
আলো-আঁধারের গরাদে বসানো অপার বিশ্ব কারা!
এরি মাঝে ঘোরে তারকা তপন বহিয়া কাহার বোঝা;
এরি মাঝে ওড়ে কোকিল, পাপিয়া, হাঁড়িচাঁচা, কাদাখোঁচা
পথ নাই পালাবার;
উঠে প'ড়ে ছুটে, ঘুরে ঘুরে লুটে, কেবল শ্রান্তি সার।
যুগযুগান্ত ভ্রমণক্লান্ত নিশ্চল কত গতি,
ফাঁকি খুঁজে কত মহা-তপনের নিবিল আঁখির জ্যোতি!
তবু নাই কারো ছুটি
অভ্যাস ঘোরে হাতাড়িয়া মরে আঁধারেতে মাথা কুটি।
অসীমের কারাগার,—
যত যেতে চাও তত যাও, শুধু বেড়ার মিলে না পার।

মশার কামড়ে শুই পাশ ফিরে, নিঃশ্বাস লই টানি' ;
দেখিনু সকলে সে অকূল 'জেল'-এ টানিছে বিপুল ঘানি !
কট্ কট্ কট্ চোখ-বাঁধা গোরু দূরে দূরে ঘুরে মরে,
খুঁটির চরণে বিশ্রামহীন বিশ্বের তেল ঝরে ;
খুঁটি সে নির্বিকার !
ভাবটা এমনি, তেলে কিছু যেন প্রয়োজন নাই তাঁর ।
অনেক দিনের আলাপ আমার, বন্ধু, তোমার সনে,
ঘানির উপরে শুতে দাও মোরে, গাহিব আপন মনে ;
গাহিব ঘানির গান,—
পাষাণের ভারে কেমনে যে বাড়ে তৈলের পরিমাণ ।
তোমারি সে পরামর্শে,
গত বৎসরে প্রাণের ভিটায় পাইনু যে ক'টা সর্ষে ;
মনে ভাবিতেছি ঢেলে দিব আজ তোমার ঘানির খোলে,
ভীষণ পেষণে টোপাবে তৈল তোমারি পায়ের কোলে !

তন্দ্রার ভারে পাশ ফিরে চোখে পড়িল পুনর্বার,
আলো-আঁধারের গরাদে বসানো অনন্ত কারাগার ।
ওঠে চারিদিকে চিরবন্ধনে ক্রন্দন কোলাহল,
চরণে চরণে বাজে ঝন্ ঝন্ সুকঠিন শৃঙ্খল ।
বন্ধু, কী তব ফন্দি,—
প্রহরে প্রহরে প্রহরায় ফিরে—তারাও কারারই বন্দী ।
সবই কারাগার, কোথা যাবে আর, যত পারে দেয় উঁকি ।
শ্যাওড়া-তলায় ফুটে চেয়ে থাকে সখের সূর্যমুখী !
বন্ধু, আমারে খাটো পিঞ্জরে বন্দী করিয়া রাখো,
এত বড় খাঁচা মুক্তির ধাঁচা—বিদ্রূপ কোরোনাকো ।

সীমা নাই যার, নাহিকো দুয়ার, না বন্ধ নহে খোলা,
গাছে গাছে দাঁড় হাজার হাজার, দাঁড়ে দাঁড়ে দেওয়া ছোলা।
এ ব্যঙ্গ কিসে সহি ?
কয়েদে যখন—ব্যবস্থা করো—কয়েদীরই মতো রহি।

নচেৎ মুক্তি দাও

চারিদিকে এই অসীমের সীমা একেবারে খুলে নাও।
জীবনে মরণে কর্মে ও জ্ঞানে থাকিব না পরাধীন,
আমার আদেশ না পাইয়া যেন কাটে না আমার দিন ;
নাহি যবে প্রয়োজন,
আমার মাথায় আকাশের মেঘ করিবে না গরজন।
বুঝি প্রয়োজন বহিবে পবন, প্রয়োজনে ঝরে বৃষ্টি,
আপনারে ঘিরে প্রতি মুহূর্তে গড়িব আপন সৃষ্টি।
যবে পুনঃ হবে সাধ,
প্রাণ ভ'রে কেঁদে ধুয়ে মুছে দেবো নিজে-গড়া অপরাধ।
যদি ভালো লাগে, ভালবেসে তোমা ডাকিব বন্ধু ব'লে
সমানে সমানে ছলনা-বিহীন দিন যাবে কুতূহলে।

চাহিতে মুক্তি হাসি আসে, হায়! পাকাইতে কাঁচা হাত-
কোন্ অধিকারে আমারে সৃষ্টি করিলে জগন্নাথ ?
কেমনে আমারে বুঝাবে বন্ধু, কেমনে বুঝি এ কথা,
কোমল গড়ানো যে বুক, সেখানে কেন সুকঠিন ব্যথা ?
মোর চেয়ে কেবা জানে
হাতুড়ি পেটার পূর্বে লোহারে আগুনে দেওয়ার মানে ?

কিন্তু আমি যে মেপেছি, বন্ধু, লোহার প্রাণের তাপ,
চৌদিকে তার দেখেছি ছড়ানো ফুল্‌কির অভিশাপ!
যে রয়েছে জেগে তার কাছে, ভাই, যুক্তিটা নহে খাঁটি,
ঝাঁঝরা গড়ানো, পুড়িয়ে পিটিয়ে আস্ত লোহার পাটি!
বন্ধু, করুণা করো;—
তন্দ্রার জাল ছিঁড়িয়া ডুবাও ঘুমেতে গভীরতর।

(ষষ্ঠ ঝোঁক)

ক' বছর ধ'রে বন্ধুর দোরে প'ড়ে আছি দিয়ে ধন্না,
বন্ধু বোধ হয় নারেন চিনিতে, ফিরেও তো কথা কন্ না!
রাজা-রাজড়ার কাণ্ড সকলি—স্তুতি প্রণতি ও ভক্তি,
জয় জয় জয় সবাই চেঁচায় কণ্ঠে যতটা শক্তি।
দেখাশোনা নেই তবু সকলেই ভক্তি ও প্রেমে হারা,
যেখানে যা পায়, খুঁটে খুঁটে খায়, চোখে বহে জলধারা।
না হয় আজিকে কাঙাল হয়েছি, ক্যাঙালি তো আমি নই,
সকলের সাথে পাতাপাতি ক'রে প্রসাদ বাঁটিয়া লই।
হেথা হ'তে মোর পলা'তে হইল, আগাগোড়া সব মিছে,
অশ্রু জমায়ে গড়ায় যে আঁখি, কেন ঘোরা তারি পিছে!
ঘুমের শরণ নিয়েছিনু আগে, সেটাও দেখি যে ফাঁকি,
ঘুম আসা আর না আসা—সেখানে আমারি বা হাতটা কি?

উড়ে যায় আয়ু কালের আকাশে—ডানায় শব্দ নাই,
খ'সে পড়ে বুঝি দেহের পালখ, সে ভয় সর্বদাই;

ওগো কল্পনা, সাথে সাথে চলো – হালকা তোমার পাখা,
কানে কানে তারে ব'লে দাও, ও রে ! সামনে সকলি ফাঁকা !
ধীরে গো বন্ধু, ধীরে !
দেহটা পিছায়ে প'ড়ে গেল কিনা—দেখা ভালো ফিরে ফিরে।
অকূলের মাঝে বারেক হারালে, আর বৃথা তারে খোঁজা !
যার যৌবনে ফাগুন কাটালে সেটা কি এমনি বোঝা ?
কল্পনা, তুমি শ্রান্ত হয়েছ ঘন বহে দেখি শ্বাস,
বারোমাস খেটে লক্ষ কবির একঘেয়ে ফরমাস !
সেই উপবন, মলয় পবন, সেই ফুলে ফুলে অলি,
প্রণয়ের বাঁশি, বিরহের ফাঁসি, হাসা কাঁদা গলাগলি !
নব ফরমাস দেই তোমা, সাজো কল্‌কের পর কল্‌কে,
বুকের রক্ত ছল্‌কে উঠুক, হাড়গুলো যাক্ পল্‌কে !
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ওই ছুটে যায়—লক্ষ মরণ ঘোড়া,
প্রেমের বল্‌গা বৃথাই কসিছে সোয়ার সে জোড়া জোড়া।
ঢেলে সাজো, সেজে ঢালো,
সকল দুঃখ স্বপ্ন হউক, যত সাদা সব কালো !

(সপ্তম ঝোঁক)

তন্দ্রা টুটিয়া সহসা আজি যে সন্দেহ মনে জাগে,
হয়তো তোমায় বৃথা অনুযোগ করিয়াছি আগে আগে !
যাহা আছে যার, তাহা ছাড়া আর কী পারে সে পরে দিতে ?
অপার দুঃখ তোমা হ'তে তাই ঝ'রে পড়ে চারিভিতে !
হে বিরাট ! আজ হেরি যেন তব দুঃখের নাহি ওর ;
চির বর্ষণে ফুরায় না তবু অফুরান আঁখিলোর !

ওগো অক্ষয় বট !
যত বেড়ে যাও আপনি ছড়াও শত দুঃখের জট।
তাই কাঁদাকাটি মাথা কোটাকুটি সকল জগৎময়,
দুঃখ হইতে জনম এদের দুঃখেই পরিচয় !
সকল দুখের খনি !
শিহরিয়া উঠে পরান, তোমার ব্যথার অঙ্ক গনি'।
সারা বিশ্বের বেদনা বহিয়া কেমনে জীবন চলে !
বুঝেছি প্রাণটা ঠাণ্ডা রেখেছ 'ঘুমিওপ্যাথি'র বলে।

আনন্দ নহ নহ ;
দিচ্ছ দুঃখ নিচ্ছ দুঃখ—দুঃখেরি ফেরি বহ !
যা প্রত্যক্ষ নিঠুর দুঃখ, তারে মায়া ভ্রম বলি,
টেনে বুনে তাঁরে আনন্দ ব'লে আপনারে কেন ছলি ?
চোখ বুঁজে যারে আনন্দ ব'লে আনন্দ করো দাদা,
চোখ চেয়ে যদি দুঃখই বলি, কি তাহে এমন বাধা ?
বেদ বেদান্ত প্রাণ প্রাণান্ত আফিং গাঁজার চাষ,—
খুব সম্ভব তাঁর আশেপাশে হয়নাকো বারো মাস।
কিছু আনন্দ কিছু সুখ আর বাকি আঁখিভরা জল,
তোমার আমার যেমন কাটিছে তাঁরো তাই অবিকল !
অশ্রু পরশি' অগত্যা আজ করিলাম আধাসন্ধি ;
হে চিরদুঃখী ! ব্যথার বাঁধনে ব্যথিতে করিলে বন্দী !
প্রণাম প্রণাম—ভাই !
শত ঝঞ্ঝাটে তোমা হেন যেন অঘোরে ঘুমাতে পাই।

চামড়ার কারখানা

এতদিন হেথা ঘুরি ফিরি—কই, ছিল না তো মোর জানা,
গোপনে এখানে খুলেছ, বন্ধু, চামড়ার কারখানা!
বৃষ্টি শিশিরে নয়নের নীরে লোনা মিঠা কস্ জলে,
দিনরাত শুধু কাঁচা চামড়ার শত প্রসাধন চলে।
ব্যথার গুমটে এ ধরণী সদা পচিয়া উঠিতে চায়,
পবন তপন কত রসায়ন লেপন করিছে তায়।
আকাশে ও মেঘে উদয়ে অস্তে গাছে গাছে ঘরে ঘরে,
নানা চামড়ার রঙিন পসরা খুলে রাখো থরে থরে।
প্রেমের প্রলেপ ঘষিয়া ঘষিয়া চক্‌চকে ক'রে রাখা,
থেকে থেকে সেই আদিম গন্ধ তবুও পড়ে না ঢাকা।
গোপনে আড়ালে কাটাইছ দিন এ হীন ব্যবসা ধ'রে;—
প্রাণের বন্ধু তুমি যে—না হ'লে করিতাম 'একঘরে'!

'বউ কথা কও'

কথা কও, বউ, কথা কও!
চিরবঞ্চিত বাঞ্ছিত এল—
দুয়ার খুলিয়া ডেকে লও।
ঘরকর্‌নার এতই কী কাজ,
সাঁঝের আঁধারে এত বা কী লাজ?
কত যতনের কবরীর সাজ
গুণ্ঠনে কেন ঢেকে রও?
কথা-ভরা প্রাণে অভিমান ঝাঁপি'
ব্যাকুলিত ব্যথা কেন সও—
বউ, কথা কও।

কথা কও, নারী, কথা কও !
কত কল্পের কবি-কল্পিত
কাহিনীর ভার কেন বও ?
লজ্জাজড়ানো অঙ্গের বাসে
ইঙ্গিত শুধু কাঁপিছে আভাসে ;
শত কবি গাহে সহস্র ভাষে—
মনে মনে হেসে সারা হও।
কেন ইঙ্গিত ? সুখে ও দুঃখে,
কী তার অর্থ ? কথা কও—
নারী, কথা কও।

কথা কও, গোপী, কথা কও !
আকুল বাঁশরী কাঁদিয়া সাধিছে—
কেমনে এমন স্থির রও ?
গাছে গাছে ওই কদম্ব ফুটে,
নদীতে নদীতে কালিন্দী ছুটে !
তব শ্যামে ধরা শ্যাম হয়ে উঠে—
সুন্দরী, তারে চিনে লও।
কত সোহাগের বুকের ধন যে
চরণে লুটায় ; কথা কও—
রাই, কথা কও।

কথা কও, দেবী, কথা কও!
কত পূজারীর পূজা শেষ হ'ল—
পাষাণী, পাষাণই কভু নও।
কত না কুসুম চরণে শুকায়,
চন্দন মরে ঘ'ষে নিজ কায়;
ধূপ দীপ কত দ'হে জ্ব'লে যায়,
মৌন তুমি যে চেয়ে রও!
মিছা যদি পূজা, বৃথা আয়োজন,
মুখ ফুটে সেই কথা কও,—
দেবী, কথা কও।

কথা কও, সতী, কথা কও!
মৃত্যুঞ্জয় নিরুপায় ব'লে
মৃত্যুর আড়ে নাহি রও।
বিরাট বিরাগী শোকে সারা হয়ে,
ধরাময় তোমা দিল ছড়াইয়ে;
খুঁজে ফিরে আজ মহাউন্মাদ,
জননী, তাহারে ডেকে লও।
নিদাঘ জ্বালিয়া ব্যোমকেশ পুনঃ
তপে বসে বুঝি, কথা কও—
সতী, কথা কও!

কথা কও, বউ, কথা কও।
বিশ্বমর্ম-অন্তঃপুরিকা,

ভোগী ভাবে ওই, কবি সাধে গানে,
একই কথা জপে যোগী প্রাণে প্রাণে ;
যুগযুগান্ত ফুকারিব কত ?
চির মৌন তো তুমি নও !
সতী, সুন্দরী, দেবী, বধূ, নারী,
নিখিল হৃদয়ে কথা কও—
'বউ, কথা কও'॥

ডাক-হরকরা

প্রভাতে ছুটিয়া আসি, অপরাহ্ণে ছুটে যাই আমি
পুলিন্দা বহিয়া ;
মধ্যাহ্নের তপ্ত বায়ু উড়ায় বিদগ্ধ বালুকণা
রহিয়া রহিয়া।
জ্বরক্লিষ্টা ধরণীর শীর্ণ তীব্র তপ্ত নাড়ী, তার
স্পন্দনের মতো,
দীর্ঘ দগ্ধ রাজপথে আমার দুর্ভর পদক্ষেপ
পড়ে অবিরত।
পান্থ! তুমি ভাবিতেছ বটচ্ছায়ে বসি',—কে ছুটে রে
কী আশার টানে ?
আমার সময় নাই ভেবে নিতে—কেন ছুটে যাই,
কিসের সন্ধানে !

শুধু জানি, যেতে হবে—সেই সেথা নদীর ওপারে,
শূন্য রণভূমে ;
বৃদ্ধ ক্লান্ত দিবা যেথা লক্ষ-রক্তকর-বিদ্ধ হয়ে
শরশয্যা চুমে !
রাত্রি যেথা ছেয়ে আসে একটানা লয়ের মতন
ছন্দ-তাল-হীন ;
পুলিন্দা নামায়ে সেথা একবার মুছিব ললাট,
ঘর্মাক্ত মলিন।

সেথায় পড়িয়া আছে অপর নূতন বাঁধা বোঝা—
স্কন্ধে তুলি' ল'ব ;
প্রভাতের পানে ফিরি, নৌকা খুলি সেই রাতে পুনঃ
নদী পার হ'ব।
বধু, তুমি ভাবিতেছ, 'ঝম্ ঝম্ ঝম্—কে যায় রে
কার অভিসারে ?'
কোথা যাই ? থাক্ চিন্তা, ওই উষা রাঙাইছে আঁখি
পূর্বাশার দ্বারে।

যে বোঝা বহিয়া আনি, শুনিয়াছি আছে এর মাঝে
নূতন বারতা ;
কত বিরহের শান্তি, হৃদয়ের কত না স্পন্দন—
মিলনের কথা !
শুনিয়াছি জগতের সব চেয়ে তীব্র প্রয়োজন
আছে এরি মাঝে ;
ত্রস্তে পথ ছাড়ে সবে, ডেকে কথা শুধায় না কেহ,
দেরী হয় পাছে !

কে জানে, কাহার বোঝা কেন সর্ব বিপদ হইতে
প্রাণ দিয়ে রাখি।
দুর্দিনের বৃষ্টিধারে নিজ শির হ'তে ছত্র লয়ে
কেন তারে ঢাকি ?
ওগো, একদিন কেহ পথপার্শ্বে বাতায়ন হ'তে
ডেকে কথা কও ;
চির আনাগোনা হ'তে একদিন কোনো ছলে মোরে
ছিনাইয়ে লও।
ক্ষণিক বিশ্রামে মোরে দাও বুঝাইয়ে, কত শ্রান্তি
সঞ্চিয়াছে প্রাণে !
আমারে লওয়াও ছুটি এ অনন্ত ছুটাছুটি হ'তে
ব্যর্থ শূন্য পানে ॥

হাট

দূরে দূরে গ্রাম দশবারোখানি,
মাঝে একখানি হাট,
সন্ধ্যায় সেথা জ্বলে না প্রদীপ
প্রভাতে পড়ে না ঝাঁট।
বেচা-কেনা সেরে বিকাল বেলায়
যে যাহার সবে ঘরে ফিরে যায় ;
বকের পাখায় আলোক লুকায়
ছাড়িয়া পূবের মাঠ ;
দূরে দূরে গ্রামে জ্ব'লে ওঠে দীপ—
আঁধারেতে থাকে হাট।

নিশা নামে দূরে শ্রেণীহারা একা
ক্লান্ত কাকের পাখে ;
নদীর বাতাস ছাড়ে নিশ্বাস
পার্শ্বে পাকুড় শাখে।
হাটের দোচালা মুদিল নয়ান,
কারো তরে তার নাই আহ্বান ;
বাজে বায়ু আসি' বিদ্রূপ-বাঁশী
জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে ;
নির্জন হাটে রাত্রি নামিল
একক কাকের ডাকে।

দিবসেতে সেথা কত কোলাহল
চেনা-অচেনার ভিড়ে ;
কত না ছিন্ন চরণচিহ্ন
ছড়ানো সে ঠাঁই ঘিরে।
মাল চেনাচিনি, দর জানাজানি,
কাণাকড়ি নিয়ে কত টানাটানি ;
হানাহানি ক'রে কেউ নিল ভ'রে,
কেউ গেল খালি ফিরে।
দিবসে থাকে না কথার অন্ত
চেনা-অচেনার ভিড়ে।

কত কে আসিল, কত বা আসিছে,
কত না আসিবে হেথা ;
ওপারের লোক নামালে পসরা
ছুটে এপারের ক্রেতা।
শিশির-বিমল প্রভাতের ফল,
শত হাতে সহি' পরখের ছল—
বিকাল বেলায় বিকায় হেলায়
সহিয়া নীরব ব্যথা।
হিসাব নাহি রে—এল আর গেল
কত ক্রেতা বিক্রেতা।

নূতন করিয়া বসা আর ভাঙা
পুরানো হাটের মেলা ;
দিবসরাত্রি নূতন যাত্রী,
নিত্য নাটের খেলা।
খোলা আছে হাট মুক্ত বাতাসে,
বাধা নাই ওগো—যে যায় যে আসে,
কেহ কাঁদে, কেহ গাঁ'টে কড়ি বাঁধে
ঘরে ফিরিবার বেলা।
উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে
চিরকাল একই খেলা॥

সাগরতীরের পাখী

কুটো দিয়ে এরা বাঁধিয়াছে নীড়
তমাল তরুর শিরে,
মহাসাগরের তীরে।
অরুণ জাগালে তবে
জাগে এরা কলরবে ;
সোণার আলোকে পালক মেলিয়া
উধাও উড়িয়া ফিরে ;
মাটির কণাটি খুঁটে খেতে পুনঃ
ধরণীতে নামে ধীরে।

উড়ে ব'লে এরা—পাখা নাড়ি' নাড়ি',
কুলাবার নাহি ঠাঁই—
আরো চাই, আরো চাই
শ্রান্ত সন্ধ্যাকালে,
ফিরিয়া তরুর ডালে,
এত বড় নীড় কেন রচেছিল,
দুইজনে ভাবে তাই।
প্রভাতে যে তারা আকাশে ধরেনি—
সে কথা স্মরণে নাই।

আঁখিতে যখন ঘোরনীল ঘন
মরণাঞ্জন আঁকে
শ্যাম পল্লব ফাঁকে ;—

কাল-বৈশাখী ঝড়ে
নীড় টল'মল করে,—
গরজি' সিন্ধু উচ্ছুসি' আসি'
তরুমূল ধরি' ঝাঁকে ;—
কি দূর দুরাশে তৃণে গড়া বাসে
মৌন বসিয়া থাকে !

কোথা তীর, আর কোথা নীর, দুয়ে
মিশেছে বা কোন্‌খানে,
এরা সে সকলি জানে।
তথাপি থাকিতে বেলা,
শেষ হয়নাকো খেলা ;
লক্ষ্য হারানো পক্ষ ঝাপটি'
সন্ধ্যা আঁধার টানে !
কোথা নীর-শেষ, কোথা তীরদেশ,
নীড়, হায়, কোন্‌খানে ?

হেঁয়ালীর মতো জীবন এদের
কুটো-বাঁধা ছোট নীড়ে,
মহাসাগরের তীরে।
কখনো নীলিমামগ্ন,
কভু মৃত্তিকালগ্ন,
অনেক দেখিয়া অনেক ঠেকিয়া
বুঝিয়াছে এরা কি রে
এ পাখা বৃথাই, মুক্তি ত নাই,
উড়ে বসা ফিরে ফিরে ?

শীত

বিশ্বের বিরাট বক্ষে পাতি' শবাসন,
সাধিতেছ প্রলয়-সাধন —
কে তুমি সন্ন্যাসী ?
বর্ণ-গন্ধ-গীত-বিচিত্রিত জগতের নিত্য প্রাণস্পন্দ,
কি স্বতন্ত্র মায়ামন্ত্র-বলে পলে পলে হয়ে আসে বন্ধ !
মরণের আবাহন তরে কেন এই তীব্র আরাধন,
চেষ্টা সর্বনাশী ?
বর্ষ পরে বিশ্ব জুড়ে বসিলে আবার, হে রুদ্র সন্ন্যাসী

তোমার বিশাল বক্ষ উঠিছে পড়িছে
রেচকে পূরকে দীর্ঘশ্বাসে,
ওগো যোগীশ্বর !
তব প্রতি পূরকপ্রশ্বাস আকর্ষিছে দুর্নিবার টানে,
মৃত্যুভয়ভীত সর্বজনে, তব বক্ষোগহ্বরের পানে !
হি হি কম্প লাগিয়াছে বিশ্বে সন্ সন্ নিশ্বাসে তোমার,
শীত ভয়ঙ্কর !
আকর্ষিছ মরণের পানে, শবাসন কে গো যোগীশ্বর !

রেচক নিশ্বাস তব ছড়ায় চৌদিকে
কর্মহীন নির্মম নির্বেদ
শূন্যে জলে স্থলে

পত্রপুষ্পলতাবন্ধহীন বন—যেন সন্ন্যাসীর মেলা !
স্তব্ধ সিন্ধু ভাবে—বালুতটে শুক্তি লয়ে মিছে ছেলেখেলা।
নিরুদ্ধ নির্ঝর গিরি ; শৈলসিন্ধুময়ী পৃথ্বী লয়ে যেন
দণ্ড কমণ্ডলে,
বাহিরায় ম্লান জ্যোৎস্নারাতে ব্যোমচারী ভৈরবীর দলে !

সদ্যপ্রজ্বালনধূমায়িত তব চিতা
উদ্গারিছে রাশি রাশি রাশি
কবোষ্ণ কুজ্ঝটি।
পীত পাণ্ডু শ্যামলতা, শীর্ণ জরাজীর্ণ যৌবন নবীন,
মৃত প্রাণ, দগ্ধ আশা, স্তব্ধ শব্দ, চূর্ণ পূর্ণতা প্রবীণ,
কোন্ মহা আকর্ষণবলে পড়ে তব চিতা 'পরে আসি'
দলে দলে ছুটি',
স্পর্শ করি' মৃত্যুমন্ত্রপূত চিতোত্থিত কবোষ্ণ কুজ্ঝটি !

কবে শেষ হবে এই রুদ্র আহরণ—
যজ্ঞাগ্নির ইন্ধন সম্ভার,
হে মহাঋত্বিক ?
কবে তব একটি ফুৎকারে, এই ঘন ধূমপুঞ্জ ছেদি'
লেলিহান প্রলয়াগ্নিশিখা সহসা উঠিবে অভ্রভেদী ?
দহনান্তে রবে প'ড়ে চির হাহাকার, করি' ভস্মসার
নিত্য নৈমিত্তিক !
কত দিনে যজ্ঞে তব দিবে পূর্ণাহুতি হে মহাঋত্বিক !

নব নিদাঘ

অঙ্গে আমার লেগেছে রে আজ
নব নিদাঘের ঘোর ;
ওরে মন, আয় সাঙ্গ করিয়া
সকল কর্ম্ম তোর !
বিছায়ে নে মোর শিথিল শরীর
শ্লথ আঁচলের প্রায় ;
চেয়ে থাক্ দূরে, অর্দ্ধ শয়নে
আধখোলা জানালায়।

দু'পর বেলার রূপালি রৌদ্রে
ফুলদল পড়ে নুয়ে,
মৌমাছিগুলি গুঞ্জন তুলি'
উড়ে যায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে ;
ফুলের গন্ধ ফুলেরে ঘেরিয়া
গুমট করিয়া আছে,
অমনি গান কি গন্ধের মতো
ঘুরে বেড়া মোর কাছে !

দূরে বালুচরে কাঁপিছে রৌদ্র
ঝিঁঝির পাখার মতো,
অগ্নিকুণ্ড জ্বালি' কে হাপরে
ফুঁ দিতেছে অবিরত!
দিকে দিকে দিকে, জানি না কী পাখী
হাতুড়ি ঠুকিছে তালে,
কোন্ রূপসীর স্বপ্ন-মেখলা
গড়িছে বিশ্বশালে!

কালো দীঘিজলে গাহন করিতে
নেমেছে গাছের ছায়া,
নিদ্রিত মাঠে নির্জন ঘাটে
জাগিছে এ কার মায়া?
মরীচিকা চাহি' শ্রান্ত পথিক
ফুকারে ফটিক জল,
অঙ্গে আলস আসে জড়াইয়ে
ছাড়ে না অশথতল।

আজি রে বিশ্ব কী মধু-মধুর
মদির নেশায় ভোর!
মাথায় তাহার ঘুরিছে হাজার
ঘূর্ণিহাওয়ার ঘোর।
বাসনা তাহার মরীচিকা হয়ে
আঁকা পড়ে দূর পটে;
কল্পনা তার গুন্ গুন্ ক'রে
অলিগুঞ্জনে রটে!



শীতল শিলায় শ্রান্তি বিছায়ে
শিথিল অঙ্গ রেখে,
নিমীল নয়নে মলিন বিরহ
মিলন-স্বপন দেখে !
সুদূর অতীত কাছে আসে আজ
কি গোপন সেতু বাহি' ;
অদেখা অগম দাঁড়ায়েছে যেন
মোর মুখপানে চাহি' !

এসেছে তাহারা দিগন্ত-হারা
সাহারা প্রান্ত হ'তে,
এসেছে রে তারা কোন্ বসোরার
খর্জুরবীথি পথে ;
কত বেদূয়ীন্ পার ক'রে মরু
দীপ্ত-অগ্নি-ঢালা,
নামায় আমার হৃদয়ের হাটে
তরুণী ইরানী বালা !

মর্ম্মরে গাঁথা মর্ম্মবেদীতে,
কে পাতি' পদ্মপাতা,
পত্রলেখায় লিখিতে অঙ্গ
ঘুমে ঢুলে' পড়ে মাথা !
আঁখি মুদে একা প'ড়ে আছি এই
সুখস্মৃতি-ঘেরা নীড়ে,
প্রাণ ভ'রে যায় চেনা অচেনার
মিলনমধুর ভিড়ে !

বেলা প'ড়ে আসে, বধূ চলে ঘাটে
ভরিতে সাঁঝের জল,
পথপাশে তরু গায়ে তুলে নিল
চ্যুত ছায়া-অঞ্চল!
স্বপ্নান্তরে নিয়ে চলে মোরে
নিদাঘ নিশীথ ঘোর,
ওরে মন, আয়, ছিঁড়ে ফেলে আয়
সকল কর্ম-ডোর॥

বারনারী

ধরণী তোমার প্রমোদপ্রবাস
বাঁধনিকো হেথা ঘর;
বিশ্বসুদ্ধ বুকে টেনে, বলো—
সবাই আমার পর।

নিষ্কলঙ্ক নিকষ-হৃদয়
প্রেমলেখা-রেখাহীন;
রূপের গরব ভেঙেছ, করিয়া
রূপা হ'তে তারে দীন।

অজেয় অতনু ফুলধনু টানি'
এসেছিল তব পাশ,
রুষিয়া ভস্ম করনি, আছে সে
দ্বারে বাঁধা ক্রীতদাস।

মায়ার অতীত অয়ি মায়াবিনি,
কতই না রূপ ধরো ;
যৌবনখানি বসনের মতো
খুলে রাখো, তুলে' পরো।

কার কল্যাণে করে কঙ্কণ
সিন্দুর সিঁথা 'পরে ?
অমর কাহারে বরিয়া লয়েছ
বিশ্ব-স্বয়ংবরে ?

ধরণীর বুকে চরণ আঘাতি'
নাচো যবে নানা ছাঁদে,
পা-ছুটি জড়ায়ে মায়া-মমতার
নূপুর বৃথাই কাঁদে।

ফুলধূলিমাখা অয়ি ভৈরবি,
কোথা তব বাসভূমি ?
প্রেমে নেমে এল মন্দাকিনী যে,
তাহারও ঊর্দ্ধে তুমি ?

হে বহ্নি ! ওই লালসা লইয়া
পুড়ে পতঙ্গদল ;
সমিধ্ যোগালে জ্বলিত তোমাতে
উজ্জ্বল হোমানল !

স্নেহ-প্রেমাতীতা হে নির্লিপ্তা,
নাহি তব সুখদুখ ;
পুণ্য তোমারে করে না লুব্ধ,
পাপে নাহি কাঁপে বুক।

নহ মা ঘৃণ্য, কৃপার পাত্র,
আজ যে বুঝেছি খাঁটি-
মায়ের পূজায় কেন লাগে তোর
চরণে দলিত মাটি ॥

মানুষ

পাঁচনি লইয়া গরুর পালের পিছনে যারা
চলেছে দূরের মাঠে ;
ছিন্ন বসন, নিবারিতে ঘন শ্রাবণধারা
মাথায় নাহিক আঁটে।
গাভীর পুচ্ছ ধরি' যারা তরে বর্ষানদী,
জুটে না পারের কড়ি ;
হারা বাছুরের সন্ধানে ফেরে সন্ধ্যাবধি,
কাদায় কাঁটায় পড়ি'।

ক্ষুধার অন্ন, পরণের বাস, বাসের গেহ,
তাদের যদি না মেলে,
ঘৃণা কি করুণা কোরো না তাদের করো গো স্নেহ–
তারা মানুষেরি ছেলে।

জ্যৈষ্ঠ দু'পরে গলদ্‌ঘর্ম, বলদ লয়ে
চষে যারা রাঙা মাটি,
কত-না ঝঞ্ঝা মুষলের ধারা মাথায় বয়ে
ক্ষেত করে পরিপাটী ;
আশা যার ভাসে আকাশে আকাশে মেঘের বুকে,
ধরণীগর্ভে ধন ;
বোকামি পড়ে না ন্যাকামিতে ঢাকা যাদের মুখে,
ধুলা কাদা আভরণ ;
অট্টালিকার উপায় থাকিতে হাজারতর
যার চালা ঘুচে নাই,—
ঘৃণা কি করুণা কোরো না তাদের শ্রদ্ধা করো,
তারা মানুষেরি ভাই।

শোভন করিয়া ঢাকিবে আপন লজ্জাটুক্—
জুটে নাই হেন বাস,
তারি খুঁটে যারা পিঠে ছেলে বেঁধে, রক্তমুখ,
তুলিছে মাটির রাশ,

যার নিরুপায় রূপের শিলায় নিয়ত ঝরে
ঘর্মের নির্ঝর,
সহ্য-অদ্রি সমান যে সহে বক্ষ'পরে
লক্ষ দুঃখ ঝড় ;
মাঝপথে যার শিরে নিজ বোঝা দিতেছে পতি,
থাক্ বা না থাক্ শ্রী—
ঘৃণা কি কামনা কোরো না তাদের করো গো নতি,
তারা মানুষেরি স্ত্রী !

নির্বোধ যারা, দুর্বোধ যারা পল্লীপারে,
অশ্লীল যার ভাষা ;
আশী শতাব্দী ধরিয়া যাদের দৈন্য বাড়ে—
চির নাবালক চাষা !
হলের ফলকে লক্ষ্মী উঠিলে, করিয়া দান
লক্ষ্মীমানের ঘরে,
দুর্ভিক্ষের ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া, প্রাণ
দেয় যারা নিজ করে ;
বেতসের মতো সভ্যশিক্ষা শেখেনি যারা
হাওয়ার নেশায় মাতি—
বটের মতন খোলামাঠে আজও রয়েছে খাড়া,
তারা মানুষেরি জাতি ॥

চাষার বেগার

রাজার পাইক বেগার ধরেছে,
        ক্ষেতে যাওয়া বন্ধ হ'ল আজ ;
পরের কাজে কাট্‌বে সারাদিন,
        রইল প'ড়ে ঘরের যত কাজ।
আষাঢ় মাসে চাষের ক্ষেতে
খাট্‌চে সবে দিনে রেতে,
শেষ 'জো'য়েতে রুইব ব'লে
        বেরিয়েছিলাম আজ ;—
হঠাৎ প'ল রাজার বাড়ী কাজ।

লোকের ক্ষেতে নূতন চারাগুলি
        সবুজ, যেন টিয়ে পাখীর পাখা ;
পাটের ডগা লক্‌লকিয়ে উঠে
        বালুরঘাটের বাজার দিল ঢাকা।
গাঙের জল বানের টানে,
আসলো ধেয়ে গ্রামের পানে ;
পল্লীপথ গরুর ক্ষুরে
        হ'ল যে কাদামাখা ;
শস্যভারে পড়লো চরা ঢাকা।

উপর্ঝরণ দারুণ বাদলে
ভাসছে জলে জীর্ণ কুঁড়েখান ;
মোড়লের ঝি ভাব্‌ছে অধোমুখে—
বাঁচবে কিসে ছেলে দুটির প্রাণ
'শ্যামলা' মোর দুঃখ বুঝে
দাঁড়িয়ে ভেজে চক্ষু বুঁজে,
সুদের দায়ে দাদাঠাকুর
গোয়ালে দিল টান ;
রুইতে পেলে হ'ত ক'বিশ ধান।

জীর্ণ চালে হ'ল না আর দেওয়া
কোথাও দু'টি পচা খড়ের গুঁজি,
রাজার কাজে বেগার দিতে লোক
মিললো না কি পল্লীখানি খুঁজি' ?
সারা সনের অন্ন ছাড়ি'
যেতেই হবে রাজার বাড়ী!
স্বর্ণচূড়ার বর্ণ সেথায়
মলিন হ'ল বুঝি!
যাচ্ছি চলো চক্ষু কান বুঁজি'॥

পথের চাকরি

বৈশাখে চূতশাখে ডাকে পিককুল,
তরুছায়ে মধুবায়ে ফুটে কত ফুল।
ছু'পরে দারুণ রোদে
মাছুরে নয়ন মোদে—
কবি সনে কবিপ্রিয়া প্রেমে মশগুল!
আমি কি করি?
যা' তা' উদরে ভরি,
খুঁজিতে পথের ক্রটি
'বাই-সাইকেলে' উঠি
সাড়ে-দশ ক্রোশ ছুটি;—এই চাকুরি!

জ্যৈষ্ঠে দেশটা যবে তৃষ্ণা-বিকল,
ছুটি নাই, ছুটে তবু এ 'বাইসিকল'!
শুকায় সরিৎ কূপ,
ছুটে ঘাম ফুটে ধূপ,
ডানে বাঁয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে নাই নাই জল।

আমি কি করি ?
যত মোড়লে ধরি'
হেঁকে কই 'শুন সবে—
এ গাঁয়ে ইঁদারা হবে,
কত চাঁদা দেবে ?'—মোর এই চাকুরি !

আষাঢ়ে চাষার আশা বাড়ে জেয়াদা—
দাদন ছাঁদনে ছেঁদে ঘোরে পেয়াদা।
শহরে বরষা ঝরে,
মেঘদূত ঘরে ঘরে,
গাঁয়ে মাঠে কাঠ ফাটে, এ বড় ধাঁধা !
আমি কি করি ?
ঘুরি 'বাইকে' চড়ি',
আল্-পথে টাল রেখে,
বেড়াই ইঁদারা দেখে ;
যোগাই যে চায় তারে কলসী দড়ি।

শ্রাবণে আমন কিছু হয়েছে রোয়া ;
নূতন পাটের ডগা সবুজে ধোয়া।
অবিরল ঝরে জল,
কবিদল চঞ্চল,
পাকা পথে থাক্ দেওয়া সাজানো খোয়া !

দো-চাকা দাঁড়ে,
'বর্ষাতি'টি ঘাড়ে,
পন্ পন্ চ'লে যাই
পড়ি-পড়ি—সামলাই,
নিজে ভিজে সুখে রাখি চাকুরিটারে!

ভাদ্রেতে ভদ্রতা চলেনাকো আর,
কাদায় দো-চাকা ঠেলা—বিষম ব্যাপার
উপায় 'গরুর গাড়ী,
—হোক্ না শ্বশুরবাড়ী!
ঘাটে বাটে ধানে পাটে বানে একাকার।
সেবন করি
চা—এবং বড়ি;
কোন্ পথে কত জল?
বন্ধ কি চলাচল?—
তদন্তে প্রাণান্ত;—এই চাকুরি!

আশ্বিনে আস্মানে আলোর খেলা,
নদীকূলে কাশফুলে শাদার মেলা।
প্রবাসী স্ববাসে আসি',
উভয়তঃ কত হাসি;
আগমনী গায় বাঁশী ভোরের বেলা।

তারি বিকেলে,
শোভি 'বাই-সিকেলে' !
আমি কভু তার 'পরে,
সে কভু আমাতে চড়ে,
রাখি এ চাকুরিটারে এ ওরে ঠেলে !

কার্তিকে চারদিকে পেকে উঠে ধান,
মাঝপথে ছুটে মোর দ্বিচক্র-যান।
উড়ে ধূলি ঘুরে চাকা,
অঘ্রাণ দেয় দেখা,
শীতে হিমে আসে জ'মে কুলিদের প্রাণ।
ভোরে বেরিয়ে,
আর—কত ঘুরি হে !
পাগ্‌লা খেজুর গাছে,
এত রসও জ'মে আছে !
'কুমার'-কুমারী পিয়ে গলা জড়িয়ে।

অঘ্রাণ পেয়ে ত্রাণ ক্রমে দিল পাশ ;
আমা ছাড়া সকলেরই এল পোষমাস।
ছুটে ছুটে দিকভুল,
ফুটে সরিষার ফুল !
কুয়াশায় ঢাকা গায় মাঘের প্রকাশ।

আমি কি করি,
সেই পা-গাড়ি চড়ি,
পথগুলি দেখি ঘাঁটি'
মাটি বিনা হয় মাটি,
কভু ছুটি কভু হাঁটি, এই চাকুরি !

ফাল্গুন ঝাল-নুন দু'হাতে ছিটায়,
নিস্তার নাই যার পড়ে কাটা ঘায় !
হায় হায় উহু আহা,—
'হুঁহু' সব চায় দোঁহা,
কুহু কুহু পিয়া কাঁহা—বহে মধু বায় !
আশঙ্কা কি ?
মোর পরণে থাকি ;
শ্রীচরণে সু-ভীষণ
ঘুরে দু' সুদর্শন,
খাদ মেপে দেখি—প্রেমে সকলই ফাঁকি

চৈত্রের ক্ষেত্রে যা ফলিল ফসল,
কেটে মেড়ে মেপে দেখি—উঠেনি আসল
ধূ ধূ করে চারিদিক,
তখনো ডাকিছে পিক—
নূতনে ও পুরাতনে শুধায় কুশল।

আমার যা হয়—
কহ-তব্য তা নয়।
ক্রিং ক্রিং—সরো ভাই,
নহে যে আছাড় খাই!
যা করি চাকরি করি—জয় তারি জয়!

মন-কবি

কাব্য-বিহীন মন-কবি রে!
ডুবে থাক্ এই ডোবা গভীরে!
নূতন সত্য আর
নাই তোর শোনাবার—
সে কথা চেঁচিয়ে ব'লে অপমান হবি রে!
লেখা তোর ছাই—সে তো
জানে তবু চাইছে তো,
এঁকে যাও, বেপরোয়া হিজিবিজি ছবি রে।
'বাক্য' উলটি' নিলে
'কাব্য' আপনি মিলে—
এ কাজও না পারো যদি, মরো গে আফিং গিলে।

বঙ্গবাণীর সাথ
যে দিন অকস্মাৎ
কমল-দ্বীপান্তরে হয়ে গেল সাক্ষাৎ,
যেমন ছুঁয়েছি পা,
চমকি উঠিল মা ;
কঠিন পরশে মা'র চরণে লাগিল ঘা।
কমল হ'তেও যার অধিক কোমল পাণি-
তারাই পূজেছে আর পুজিবে বঙ্গবাণী।
তা ব'লে কি করবি—
ওরে হতগর্বী ?
কিছু দিন ধ'রে হাতে লাগা তেল চর্বি।
পেতে নে রে শয্যা,
দেখে শেখ্ চারদিকে ঘট্‌তেছে রোজ যা।
অভাবের লাখো ফুটো বাক্যের ফাঁসে বুনে
মামুলি প্রেমের নেট্-মশারিটা টাঙিয়ে নে।
তার মাঝে শুয়ে বল্ মশারির নেই আদি—
অনন্ত, অমধ্য, অভেদ্য ইত্যাদি।

যদিও এ জগতের কল্‌জেটা জ্বলছে,
মিথ্যে মিষ্টি কথা সবাই তো বলছে ;
তুইও তাই বল্‌বি ;
বাঁধা পথে চল্‌বি—
আগে পিছে আগাগোড়া আপনাকে ছল্‌বি ?
যত কথা লিখে যায় মহাজন অন্য,
তুই না টুকিবি যদি, সে কথা কি জন্য ?

এ কথাটা বোঝোনি—
যাই করো—কেটে যাবে জীবনের রজনী।
মাঝে মাঝে সাঁঝ বেলা
ভিতরে কি দেয় ঠেলা—
হ'লেও তা হ'তে পারে মহাকাব্যের ডেলা।
প্রথমেতে না পোষায় না পোষাক খরচা—
ছেড়োনাকো ছেড়োনাকো ছেড়োনাকো চর্চা।
হাতে থাকে সঙ্গতি, কাণে যদি ছন্দ—
না হয় হইলে কবি, কথাটা কি মন্দ!
ভয় কি, না ভুলে যদি ভবিষ্য-ভবী রে,
তুই তো তখন নাহি র'বি রে—
কাব্যবিহীন মন-কবি রে॥

অভাগার ভাগ্য

কি নক্ষত্রে জনমি' পড়িনু
বিধাতার আক্রোশে,
যাহা চাই তাহা পাই না, যা পাই
হারাই কপাল-দোষে!
মুঠা ক'রে যত চেপে ধরি এই
জীবনটাকে,
পথের ধূলায় ছিটাইয়ে যায়
হাতের ফাঁকে।

সমুখ হইতে তাড়াই মরণে,
পিছনে সে ফেরে চরণে চরণে
দারুণ রোষে ;—
যাহা চাই তার বিপরীত পাই
কপাল-দোষে।

ভালবেসে যারে বুকে রাখি, কভু
চরণে সাধি ;
আদর-দোলায় সে যবে ঘুমায়,
লুকায়ে কাঁদি ;
ভরা গান ভেঙে বীণা যায় থামি,
সহসা সে বলে—আসি তবে আমি-
কাঁদি যে ব'সে ;
যারে চাই তারে পেলেও হারাই
কপাল-দোষে।

চাই ধনজন স্বাস্থ্য শক্তি,
অভাবে পাই—
রুগ্ণা পত্নী, মূর্খ পুত্র,
গোঁয়ার ভাই !
তোমারে জীবনে চাবো কি চাবো না,
ভুলেও কখনো এমন ভাবনা
ভাবিনে ব'সে—
তাই, চাইনে বলিয়া পেয়ে বসো যদি
কপাল-দোষে॥

জীবন

প্রভাতে হৃদয়-বনে ছুটে মায়ামৃগ,
দু'পরে বুকের মরুপারে মরীচিকা,
আঁখির 'জলা'য় সাঁঝে আলেয়ার খেলা,
নিশীথে হারায় পথ প্রাণ-খদ্যোতিকা।
হায় কবি, কথা কেটে কোন ফল নেই,
দুঃখ বল', সুখই বল', জীবন ত এই ॥

শিব-স্তোত্র

'জয় শিব, জয় শঙ্কর, জয় স্বর্গ-মোক্ষ-দাতা,
জয় কৃপাময়, মৃত্যুঞ্জয়, সর্বদুঃখ-ত্রাতা,
চির-সুন্দর, হে শুভঙ্কর, জয় হর ব্যথাহারী,
চন্দ্রশেখর, পাপ-তাপহর, জয় ভবকাণ্ডারী!'—

এ সব মন্ত্রে জাগে না হৃদয়, লাগে যেন পরিহাস;
ব্যথার দেবতা, কহ গো গোপন বেদনার ইতিহাস।
ভালে ছিল লিখা সুধাকর টীকা, ফলে মিলে কালকূট;
তরুণ ললাট ঘেরি বাঁধা কেন দুঃখের জটাজুট?
সে জটার বাঁধে কুলুকুলু নাদে কাঁদে চির-ক্রন্দন!
চাপা বেদনার হাসি কাঁপে মুখে, ব্যথাতুর ত্রিনয়ন;
নবনী-নিন্দী সুন্দর তনু—কামেরও কামনা-ঠাঁই,
কত অভিমানে লেপিলে কে জানে অজানা চিতার ছাই!

কত মরণের স্মরণ গাঁথিয়া পরেছ হাড়ের মালা,
কটির কাপড় দিয়েছ ফেলিয়া—না জানি সে কত জ্বালা!
বেছে বেছে তুলে ধুতুরার ফুলে ভরা বসন্ত-রাতে,
কি জানি কি মনে ভ্রমো হে কিশোর ভূত-ভুজঙ্গ সাথে!
সুরের জনম যার কণ্ঠে, সে বেণু বীণা তেয়াগিয়া
সাধারণ দুখে কাটায় কি দিন শিঙা ডুগ্‌ডুগি নিয়া?
কি জ্বালা ভুলিতে, জ্ঞানের আকর, ধরেছ ভাঙের নেশা?
অন্নপূর্ণা-পতি কম দুখে ভিক্ষা করেনি পেশা!
কহ কহ দিগ্‌বাস!
পূজার অর্ঘ্যে চাপা-পড়া যত বেদনার ইতিহাস।

সুখের দেবতা মরে যুগে যুগে, তুমি চির দুখময়,
সুখ বাঁচে মরে, দুঃখ অমর,—তুমি মৃত্যুঞ্জয়।
বিরাট বক্ষে চিরনিরুপায় বিশ্বের ব্যথা বহি',
মাঝে মাঝে বুঝি ববম্ ববম্ জেগে ওঠে বিদ্রোহী!
পূজা পেয়ে হেসে আবার ঘুমাও আশুতোষ উদাসীন
তোমার ব্যথার ম্লান সায়াহ্নে মিলায় দীনের দিন।

তবু শেষ হবে খেলা,
—এই চির অবহেলা—
প্রলয়-সন্ধ্যাবেলা

যবে—দুঃখ-সিন্ধু ছাপায়ে উঠিবে তোমারও ধৈর্য-বেলা।
তখন জাগিবে রাঙা কল্লোল ভীষণ বিষাণ-রবে,
লণ্ডভণ্ড এ ব্রহ্মাণ্ড হবে শিব-তাণ্ডবে!

সহস্র-ফণ অনন্ত ফণী আস্ফালি' লাঙ্গুল
তোমার নৃত্য-ঘূর্ণাবর্তে হবে বিচূর্ণ ধূল।
পলকে জ্বলিয়া লেলিহ শিখায় লক্ষ সুখের বাতি
পলকে নিভিয়া আনিবে প্রলয়-চিরান্ধ দুখ-রাতি।
জাগিবে একক বিরাট দুঃখী রাখি' দুঃখের মান,
মহাশব-বুকে মহাশিব সুখে জাগাবে মহাশ্মশান।
সে দিনের আশে পরম নিরাশে বাজা রে বগল বাজা,
—জয় শঙ্কর, প্রলয়ঙ্কর, জয় দুঃখের রাজা॥

অন্ধকার

অন্ধকার, ওগো অন্ধকার!
আজি ভাদ্র-অমানিশাযোগে
ক্ষুদ্র ঘরে বন্ধ করি দ্বার,
তোমারে করিব আবাহন,
তোমারে করিব নমস্কার।
অন্ধকার, ওগো অন্ধকার।

জ্যোতিঃরূপ এ বিশ্বের তুমি সুনিশ্চিত মহাভবিষ্যৎ;
অজ্ঞাত গহনে তব একদিন সমগ্র জগৎ
ছুটাইয়া সপ্তরশ্মি-রথ
অন্ধবৎ হারাইবে পথ।

বিচিত্র আলোকচিত্র করি একাকার
দিকে দিকে ব্যাপিবে তোমার
সর্বগ্রাসী স্থির কৃষ্ণহাসি ;
অন্ধকার, ওগো অন্ধকার !

তোমার নিঃশূন্য গর্ভ হ'তে,
রক্তালোক-স্রোতে
ভরি দিয়া ব্যোম
যে দিন প্রথম
জন্মমাত্র শিশু-বিশ্ব করিল ক্রন্দন
ওম্ ওম্ ওম্,—
তুমি মাতা মূর্ছাগতা কে করে সান্ত্বন ?
অদ্যাবধি তাই,
বিশ্ব হায়
কেঁদে কেঁদে ফিরে নিঃসহায় ;
কেঁদে ফিরি আমরা সবাই ।

সম্মুখে আলোকে খুঁজে যতটুকু পাই,
পিছনে ছায়ায়
অনন্তব্যাপিনী তব ঘুমন্ত মায়ায়
দ্বিগুণ হারাই ।
জনম-ক্ষণের সেই অশান্ত ক্রন্দন
যুগে যুগে জীবে জীবে হ'ল চিরন্তন ।

দিশাহারা বিদেশী সবাই
কেহ নাই
ঘুচাইতে ভ্রমণের ভ্রম,
যত কাঁদি তত জপি আদি আলোকের
ক্রন্দনের বীজ,—ওম্ ওম্ ওম্।

অন্ধকার, ওগো অন্ধকার!
আঁখির এ ক্ষুদ্র তরণীতে যে হয়েছে পার
আলো-পারাবার,
শুধু তার কাছে ধরা দেছে অপরূপ
তব কালোরূপ।
সে দেখেছে,—
আলোরূপী শিবে করি শব চরণে চাপিয়া
কালরূপী মহাকালী নৃত্যপরা নিখিল ব্যাপিয়া।
আঁখি মুদে
সে বলেছে কেঁদে,
তিমিরে তিমিরহারা সর্বনাশী তুমি মা আমার;
অন্ধকার, ওগো অন্ধকার।

তাহার শ্রবণে
জীবনের বাদল পবনে
কেবলই পশিছে আসি
তমঃপুঞ্জ তমালের কুঞ্জবন হ'তে
তোমারই সুদূর সেই আহ্বানের বাঁশী।

ঘনঘোর ভাদরের রাতে
সুরের পশ্চাতে
তোমারই গহনে এসে
পেয়েছে সে
নবঘন-শ্যাম শ্যামে তার।
অন্ধকার, ওগো অন্ধকার

অন্ধকার, ওগো অন্ধকার!
বন্ধ ঘরে মুক্ত করি দ্বার,
আজি এ অনিদ্র আঁখি-তারা
হেরিছে অগণ্য তারা তোমার মাঝার।
ওরা নাকি নহে ক্ষুদ্র, সব সুবৃহৎ,
তেজে ও বিদ্যুতে ভরা জনে জনে বিশাল জগৎ?
এত শক্তি, এত তেজ আলো,
না জানি তাহারা
তোমার সাহারা-গা'য় বিন্দু বিন্দু বারি-প্রায়
কোথায় মিলালো?
শত সূর্য নাকি
তব মহারণ্যপুরে
দূরে দূরে হয়েছে জোনাকি?
তাই ভাবি আমি,—
আলোরে করেছে ক্ষুদ্র আলোকের স্বামী;
তোমা-'পরে তাঁর
নাই বুঝি কোন অধিকার!

আঁখি-তারা হ'তে
গগন-তারার পথে পথে
নিত্য অনুভূত তব প্রসারিত বিরাট বিস্তার !
নিদ্রিতা-জননী-বক্ষে সুপ্তোত্থিত শিশু
খেলা করে ল'য়ে কণ্ঠহার ;—
কোন্ মহাশিশু ক্রীড়াসুখে,
তব বুকে
ঘুরাইছে জ্যোতির্মালা বিশ্বশৃঙ্খলার !
অন্ধকার, মহা অন্ধকার !

অন্ধকার, মোর অন্ধকার !
অসীম মানসাকাশে মম
জনম জনম
কোটি কোটি বৃহৎ জ্বালার
জ্বলে যে নক্ষত্ররাজি, ক্ষুদ্র হ'য়ে বিস্মৃতির পার,
তা'রি 'পরে তব
দাও টানি কৃষ্ণ যবনিকা !
লভুক্ নির্বাণ সেথা শেষ রশ্মি-শিখা !
দাও সমাপন-শান্তি, দাও সুপ্তি মহাসান্ত্বনার !
শব্দ-স্পর্শ-রূপ-গন্ধ-হীন
রসেভরা তোমার পাথারে
হউক বিলীন
সত্তা মোর, মোর অহঙ্কার !
অন্ধকার, চির অন্ধকার ॥

লোহার ব্যথা

ও ভাই কর্মকার,—
আমারে পুড়িয়ে পিটানো ছাড়া কি নাইক কর্ম আর?
কোন্ ভোরে সেই ধ'রেছ হাতুড়ি, রাত্রি গভীর হোলো,
ঝিল্লীমুখর স্তব্ধ পল্লী, তোলো গো যন্ত্র তোলো।
ঠকা ঠাঁই ঠাঁই কাঁদিছে নেহাই, আগুন ঢুলিছে ঘুমে,
শ্রান্ত শাঁড়াসি ক্লান্ত ওষ্ঠে আল্‌গোছে ছেনি চুমে,
দেখগো হোথায় হাপর হাঁপায়, হাতুড়ি মাগিছে ছুটি;
ক্লান্ত নিখিল, করগো শিথিল তোমার বজ্রমুঠি।

রাত্রি দু'পরে মনে নাহি পড়ে কি ছিলাম আমি ভোরে,
ভাঙিলে গড়িলে সিধা বাঁকা গোল লম্বা চৌকা ক'রে;
কভু আতপ্ত, কভু লাল, কভু উজ্জ্বল রবিসম,
কভু বা সলিলে করিলে শীতল অসহ্য দাহ মম।
অজানা দুজনে গলায়ে আগুনে জুড়িয়া মিটালে সাধ,
ধড় হ'তে কভু বাহুল্যবোধে মাথা কেটে দিলে বাদ।
ঘন ঘন ঘন পরিবর্তনে আপনা চিনিতে নারি,
স্থির হয়ে যাই ভাবিবারে চাই, পড়ে হাতুড়ির বাড়ি।

আগুনের তাপে শাঁড়াসির চাপে আমি চির নিরুপায়,
তবু সগর্বে ভুলিনি ফিরাতে প্রতি হাতুড়ির ঘায়।
যাহা অন্যায়, হোক্ না প্রবল, করিয়াছি প্রতিবাদ;
আমার বুকের কোমল অংশ, কে বলিল তারে খাদ?

তোমার হস্তে ইস্পাত হ'য়ে সহি' শান, পান, পোড়,
রামের শত্রু শ্যামে কাটি যদি, তাহে কিবা সুখ মোর ?
তোমার হাতের যন্ত্র যাহারা দিনরাত মরে খেটে,
না বুঝে চাতুরী নেহাই হাতুড়ি ভাই হ'য়ে ভায়ে পেটে,

ও ভাই কর্ম্মকার !
রাত্রি সাক্ষী, তোমার উপরে দিলাম ধর্ম্মভার,—
কহ গো বন্ধু কহ কানে কানে, আপনার প্রাণে বুঝি,
আমি না থাকিলে মারা যেতো কিনা তোমার দিনের রুজি ?
তুমি না থাকিলে আমার বন্ধু কিবা হ'ত তাহে ক্ষতি ?
কৃতজ্ঞতা কি পাঠাইছ তাই হাতুড়ির মারফতি !
কি কহিছ ভাই, আমি হবো তুমি এই প্রেম সহি যদি ?
পিটনের গুণে লোহা কবে হায় পায় কামারের গদি !

ভক্তির ভারে

বন্ধু,

বহুকাল পরে এসেছি দুয়ারে পরমভক্তবৎ,
ত্রিসন্ধ্যা জপি গায়ত্রী আর নাকে কানে দিই খৎ।
কোঁটা মালা শিখা ত্রিপুণ্ড্র-রেখা মাদুলি ও রুদ্রাক্ষ,
তুলসীর ফুল কুশ-কাশমূল, এরা দিবে তার সাক্ষ্য।
তোমার নিন্দা করিয়া যেদিন মুখে উঠে তাজা রক্ত,
শপথ করিয়া সেদিন বন্ধু হয়েছি তোমার ভক্ত।

সিঁদুর-মাখানো পাথর দেখিলে তখনই নোয়াই ঘাড়,
পায়ে ধোরে সাধি শীতলার গাধী বিরূপাক্ষের ষাঁড়।
প্রাণপণে অবিরাম
জপি,—হনুমান, মুস্কিল-আসান, শিব শনি কালী রাম।

মিটায়েছ তার সাধ—
জলে বাস ক'রে যে মূঢ় করিল কুমীরের সাথে বাদ।
তোমার উপরে সিধা সত্যেরে গর্বে যে দিল ঠাঁই,
ভিতরের যত চাপা পচা ক্ষত বাহিরে দেখাল তাই,
সৃষ্টির পচা ঝুনা নারিকেল যেজনা দেখিল নাড়ি',
হাটের মাঝারে স্পর্ধা করিয়া যেজন ভাঙিল হাঁড়ি,
তোমার বিধান,—অঙ্কুশ 'পরে হানি ঘন অঙ্কুশ
মত্তহস্তিসম সে চিত্তে করিয়াছে কাপুরুষ।
আজি দুর্বল অক্ষম আমি ভয়-সংশয়-যুত,
প্রেমের পন্থা এই কি বন্ধু? হ'ল কি মনঃপুত?
কণ্ঠ চাপিয়া ক্ষুদ্রের 'পরে হানিছ রুদ্র রোষ,
ঘাড়ে ধোরে মোরে প্রেমিক করিছ, এত বড় আক্রোশ!

নব নব তব অত্যাচারের মানিনিক বে-আইন,
বাহির হইতে অন্তরে তাই করিলে অন্তরীন্।
বাহিরের হাসি বাহিরের আলো চলে বিপরীত মুখে,
ভুলেও দেয় না সান্ত্বনা-কণা থ্যাৎলানো এই বুকে।
নিবাইলে সব আলো,
নির্জন পুরী, অন্তর ভরি কল্লোলি আসে কালো।
শ্মশানের খাটে বাঁধা কাটে চির-অনিদ্র আঁধা রাত,
আচমকা পিঠে শুড়্‌শুড়ি দেয় মৃত্যুর হিমহাত।

মনে মনে যদি দৃঢ় কোরে বাঁধি মনটারে যথাসাধ্য
বেজে উঠে ঘন ভরিয়া শ্রবণ বক্ষে বলির বাদ্য।
আঁধারের স্রোতে ফেনার মতন থেকে থেকে আসে ভাসি,
বিদ্রূপভরা সুহৃৎকণ্ঠে ওপারের কালো হাসি।

তবু মাঝে মাঝে হাসি পায় তব হেরিয়া রসজ্ঞান,
'ঘুমিওপ্যাথি'র আবিষ্কর্তা অনিদ্রা-ম্রিয়মাণ!
চারহাত খাড়া মানুষে ভরিয়া সাড়ে তিন হাত ঘরে
কৌতুক দেখ কেমনে নিয়ত মাথা ঠুকে ঠুকে মরে।
প্রেমমন্দিরে তাহারই বিপদ যেজন দাঁড়াবে সোজা,
শিরদাঁড়াভাঙা যত কোলকুঁজো ঘাড়-গুঁজোদেরই মজা।
নমি জুড়ি' করপুট,—
হে রসিক, তব চরম সৃষ্টি ঘোড়া পিটাইয়ে উট।
আমি তাই হ'তে চাই,—
তব নিদারুণ প্রেমিক, বারেক নিষ্কৃতি যদি পাই।
সাষ্টাঙ্গের প্রণামে প্রণামে হইব অষ্টাবক্র,
বুকের দুগ্ধপিয়াসা মিটাবে তোমার চরণতক্র।
ভক্ত হবার সকল রকম সাধিতেছি কসরৎ,
দোহাই বন্ধু, আঘাতের মাঝে দাও কিছু ফুরসৎ।
অসহ্য এই নিজ অন্তরে নিজের নির্বাসন,
ঘুমের আশায় অসীম রাত্রি একাকী এ জাগরণ;
অসহ্য এই বিস্মৃতি-আশে নিয়ত স্মৃতির জ্বালা,
বুকের উপর হারানো মুখের জপের মুণ্ডমালা!

দুঃখবাদী

তারই 'পরে তব কোপ গো বন্ধু, তারই 'পরে তব কোপ,
যেজন কিছুতে গিলিতে চায় না এই প্রকৃতির টোপ্।
সুনীল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস, বিমল নদীর জল,
গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি, সুন্দর ধরাতল!
ছবি ও ছন্দে তোমারি দালালি করিছে স্বভাবকবি,
সমসুন্দর দেখে তারা গিরি সিন্ধু সাহারা গোবি।
তেলে সিন্দুরে এ সৌন্দর্যে 'ভবি' ভুলিবার নয়;
সুখ-দুন্দুভি ছাপায়ে বন্ধু ওঠে দুঃখেরি জয়।

অতল দুঃখ-সিন্ধু,
হাল্কা সুখের তরঙ্গ তাহে নাচিয়া ভাঙিছে ইন্দু।
তাই দেখে যারা হয় মাতোয়ারা তীরে ব'সে গাহে গান,
হায় গো বন্ধু, তোমার সভায় তাহাদেরি বহুমান।
দিগন্তপারে তরঙ্গ-আড়ে যারা হাবুডুবু খায়,
তাদের বেদনা ঢাকে কি বন্ধু, তরঙ্গ-সুষমায়?
বজ্রে যে জনা মরে,
নবঘন শ্যাম শোভার তারিফ্ সে বংশে কেবা করে?
ঝড়ে যার কুঁড়ে উড়ে,—
মলয়ভক্ত হয় যদি, বলো কি বলিব সেই মূঢ়ে!
ফাল্গুনে হেরি নবকিসলয় যারা আনন্দে ভাসে,
শীতে শীতে ঝরা জীর্ণ-পাতার কাহিনী না মনে আসে,
ফল দেখে যার নাহি কাঁদে প্রাণ ঝরা ফুলদল লাগি,
তারা সভাকবি, আমরা বন্ধু, দুখবাদী বৈরাগী!

এই বিশ্বের ব্যবসার লাভ বন্ধু তুমি তো জানো,
একা ব'সে যবে রাতের খাতায় দুঃখের জের টানো।
জমাখরচের কৈফ্যৎ কেটে বাকী যে ফাজিল কত,
বাহিরে 'বিজ্ঞাপনে' যাই বলো,—অন্তরে বুঝিছ তো!
বজায় থাকিতে খ্যাতি,—
সহসা জ্বালাবে কোন্ সন্ধ্যায় প্রলয়ের লাল বাতি!
সুখে মোড়া দুখে ভরা কতবড় রচিয়াছ কৌশল,
এ ব্রহ্মাণ্ড ঝুলে প্রকাণ্ড রঙিন মাকাল ফল!
সৌন্দর্যের পূজারী হইয়া জীবন কাটায় যারা,
সত্যের শাঁস কালো ব'লে খাসা রাঙা খোসা চোষে তারা।

বাহিরের এই প্রকৃতির কাছে মানুষ শিখিবে কিবা?
মায়াবিনী নরে বিপথযাত্রী করিছে রাত্রি দিবা।
চটক বা চখা কি জানে প্রেমের? বকে কি শিখাবে ধর্ম?
সহজ-স্বাধীন হিংস্র শ্বাপদ বুঝাবে জীবন-মর্ম!
অরণ্যতরু জপিছে অন্ধ ঠেলাঠেলি অবিরাম,
কুসুম অলির অবাধ প্রণয়, উভয়তঃ কি আরাম!
বজ্র লুকায়ে রাঙা মেঘ হাসে পশ্চিমে আন্‌মনা—
রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধ'রে রঙিন্ বারাঙ্গনা!
খাদ্যে খাদকে বাদ্যে বাদকে প্রকৃতির ঐশ্বর্য,
ষড়ঋতু-ছলে ষড়রিপু খেলে কাম হ'তে মাৎসর্য।
ছলে বলে কলে দুর্বলে হেথা প্রবল অত্যাচার;
এ যদি বন্ধু হয় তব ছায়া, কায়া তো চমৎকার!

শুনহ মানুষ ভাই !
সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা আছে বা নাই !
যদিও তোমারে ঘেরিয়া রয়েছে মৃত্যুর মহারাত্রি,
সৃষ্টির মাঝে তুমিই সৃষ্টি-ছাড়া দুখ-পথ-যাত্রী !
তোমাদেরি মাঝে আসে মাঝে মাঝে রাজার দুলাল ছেলে,
পরের দুঃখে কেঁদে কেঁদে যায় শত সুখ পায়ে ঠেলে।
কবি-আরাধ্য প্রকৃতির মাঝে কোথা আছে এর জুড়ি ?
অবিচারে মেঘ ঢালে জল, তাও সমুদ্র হ'তে চুরি !
সৃষ্টির সুখে মহাখুশি যারা, তারা নর নহে, জড় ;
যারা চিরদিন কেঁদে কাটাইল তারাই শ্রেষ্ঠতর।
মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন সুখ ;
সত্য সত্য সহস্রগুণ সত্য জীবের দুখ !
সত্য দুখের আগুনে বন্ধু পরাণ যখন জ্বলে,
তোমার হাতের শখ-দুখ-দান ফিরায়ে দিলেও চলে ॥

নবপন্থা

সহসা আজিকে মিলেছে বন্ধু, বহুকাল পথ চলি',
পৌঁছিতে যশসৌধ-দেউড়ি অতিশয় সিধে গলি।
সংস্কারহীন যদিও মলিন সঙ্কীর্ণ এ পথ,
দৃশ্যে গন্ধে আন্ পান্থের খোয়া যায় ইজ্জৎ,—
তবুও বন্ধু নবাবিষ্কৃত এ গলি এমনই সিধা,
মোর মতো যশোলিপ্সুর তাহে পশিবারে নাহি দ্বিধা

পথটা হচ্ছে এই ;
গলা ছেড়ে শুধু তোমারে বন্ধু বেপরোয়া গালি দেই।
অল্প দিনের পরীক্ষা হ'তে লভেছি এমনই ফল,
এই পন্থায় জন্মেছে মোর আস্থা অচঞ্চল !
বন্ধুগো তব হেন সুশাসন, যখনই তোমায় দুষি,
জিভ্‌ কেটে কানে হাত দেয় বটে, মনে মনে সব খুশি !
তাই বুঝিয়াছি সহজ উপায়, যশ তার করতলে,
বিশ্বের মুখে মৌন যে দুখ বুক ঠুকে যেবা বলে।

স্থির করিয়াছি মনে,
সৃষ্টিবিচারে স্রষ্টামহিমা প্রচারিব ত্রিভুবনে।
যোগাড় করিয়া খোল করতাল, সঙ্গী দু'একজন,
পথে পথে গেয়ে বেড়াব তোমার বদ্‌নামকীর্তন।
প্রথম প্রথম ভীরু ও ভক্ত হবে বটে কিছু রুষ্ট ;
হয়ত বেজায় বেগ পেতে হবে এ দল করিতে পুষ্ট।
কিন্তু এ কথা জানি,
হেন সমাদরই লভে যুগে যুগে মহাপুরুষের বাণী !
কালে সব দিক হ'য়ে যাবে ঠিক, বুঝেছি প্রাণের প্রাণে
আবালবৃদ্ধ হইবে মত্ত বদ্‌নামামৃত পানে !

মধুর এ বদ্‌নাম ;
দাবদগ্ধের স্নিগ্ধ প্রলেপ, অবিরাম ঝরে ঘাম।
নামমাহাত্ম্য দু'আনা সত্য—তাই সকলের জানা ;
কিন্তু বন্ধু বদ্‌নাম তব সত্য চৌদ্দ আনা।
নামকীর্তনে স্বেদ পুলক তো বাহিরের ত্বকে জাগে,
বদ্‌নামসংকীর্তনে ভাই হাড়ে যে বাতাস লাগে !

বন্ধু, এ কার পাপ ?
এত দোষ, ত্রুটি, এত অন্যায়, এত যে দুঃখ তাপ !
গগনে গগনে জীবনে জীবনে জ্বলিতেছে যত জ্বালা,
গাঁথা হয় কোন্ দিগ্‌বিজয়ীর নিষ্ঠুর জয়মালা।
দোষী নহ যদি কহ গো বন্ধু, দেখাও না কেন মুখ ?
নির্দোষ চির লুকায়ে বেড়ায় এ তো বড় কৌতুক !

ভক্তেরা কহে আসো যুগে যুগে প্রচারিতে নিজ নাম,
হায় গো বন্ধু, কিবা হ'তে পারে এর বাড়া বদ্‌নাম ?
এমন স্রষ্টা, এমনই সৃষ্টি, হেন তার কৌশল,
এ যুগে ও যুগে এবেলা ওবেলা বিগড়িয়ে যায় কল !
নিজে এসে এসে ছদ্মবেশে যে ঠুকে-ঠেকে দাও জোড় ;—
দুদিন না যেতে 'ঢিল' হ'য়ে যায়, হেন বিদ্যার দৌড় !
বার বার নিজ অক্ষমতায় আপনি লজ্জা মানি'
কল্পে কল্পে ভেঙে গুঁড়ো করো সাধের সৃষ্টিখানি ;
বন্ধু গো, তুমি আর যাই হও, শিশু কি পাগল নহ ;
মনের মতন গড়িতে পারিলে কেবা তারে ভাঙে কহ ?
যা কিছু গড়েছ যা কিছু করেছ দশ দিকে দু'শো দোষ,—
তাই তব প্রাণে জাগে বিফলের অসীম অসন্তোষ।
এক ভুল হ'তে নিষ্কৃতি পেতে ক'রে ফেল আর ভুল,
ভ্রম হ'তে ভ্রমে এ মৃগতৃষাই জগৎ-গতির মূল।
এ নহে সৃজন-আনন্দ-লীলা, বিবর্তনের ধারা,—
পাথরের বুকে যে ভুল তুলিলে বুকের পাথরে সারা !

হৃদয়ে হৃদয়ে থাকো যদি সখা জানো তো হৃদয়-ব্যথা ;
হৃদয় লইয়া শিক্ষানবিশী—কতটা নিষ্ঠুরতা !
এ ব্রহ্মাণ্ডে নিজ ব্রহ্মেরই লাগেনি কি ভাই ধোঁকা ?
আপন ভুলের জটিল গুটিতে অদৃশ্য গুটি-পোকা।
বাঁচাইতে গেলে পোকার জীবন, থাকে না গুটির দাম ;
গুটি যদি গোটা পেতে চাই তবে লুপ্ত পোকার নাম।

বন্ধু, বন্ধুগো!
ভালো চেয়ে হেথা মন্দ যে বেশী নাহি তো সন্দেহ।
আরও ভালো গড়া সম্ভব কিনা নহে আজ সে বিচার,
না যদি পারিবে, গড়িতে বন্ধু কিবা ছিল অধিকার ?
যাহা কিছু পাইলাম,
তাই নিয়ে যদি মূঢ়ের মতন নেচে নেচে গাহি নাম,
তবে তোমা হ'তে, সত্য হইতে, দূরে স'রে যাব ভাই,
মিথ্যা নামের বদলে সত্য বদ্‌নাম তাই গাই।
তিক্ত সত্যে চ'টে যান যদি ভক্তের ভগবান,
মোরে ছেড়ে তিনি বাকী সাধুদের করুন পরিত্রাণ।
আমি র'য়ে গেনু বিনাশের আশে দুষ্কৃতদের দলে,
দেখিব বন্ধু, মড়ার উপরে কত খাঁড়ার ঘা চলে॥

কাণ্ডারী

যত শৌখিন জীবন-তরীর তুমি চিরকাণ্ডারী ;
পারিবে বন্ধু চালাতে কি মোর জীবন-গোরুরগাড়ী ?
আমার পন্থা নহে মসৃণ পিচ্ছিল জলপথ ;
পগার ভাগাড় ভাঙন ভাঙিয়া চলে এ পুষ্পরথ।
উঠে না এখানে কভু সুবাতাস, কভু বা ঝড়ের দোল,
ফুটে না এখানে কুলু কুলু গীতি, কলকল্লোল রোল।
দাঁড়ের আঘাতে আড়ে তাল রেখে দাঁড়ীরা গাহে না সারি,
ভরা উড়োপালে ক'সে-ধরা হালে তুফানে জমে না পাড়ি।
খেলে না হেথায় জোয়ার কি ভাটা ঘূর্ণা বন্যা ঢেউ।
সাঁঝঘাটে ঘট ভরিবার ছলে দোলায় না এরে কেউ।
তরঙ্গচূড়ে নাচিয়া রঙ্গে যুঝিয়া ঝঞ্ঝাসাথে
লভে না শীতল সুনীল মরণ কালবৈশাখী রাতে।

এ মম গোরুর গাড়ী,—
এ টে-বাঁধা টুটা পাঁজরা বন্ধু ভাড়াটিয়া ভারে ভারী।
আমার মতন কত মহাজন যে পথে হইল গত,
ব্যথাভারে আঁকি চক্রনেমিতে দীর্ঘ গভীর ক্ষত,
সে অনাদি লিক্ ঠিক রেখে রেখে এ গাড়ী চালাতে হবে,
সহিয়া সঘন ঝাঁকানি, চাকার করুণ আর্ত রবে।
হালের ঈষৎ ইঙ্গিত পেলে ফিরে তরণীর মুখ ;
সে সব বালাই কিছু ইথে নাই, নাই কোন ভুলচুক।
নাই ঝড় জল বর্ষা বাদল, ধূপ, ছায়া, রাত, দিন,—
পুরাতন পথে সনাতন যান চলিবে বিরামহীন।

তুমি শুধু ভাই জোয়াল চাপিয়া নিমীলিত আঁখে বসি'
ঝিমাতে ঝিমাতে দক্ষিণে বামে পাচন চালাবে কসি'।
গোরুর গাড়ীর গোরু এ বন্ধু, বোঝাই গাড়ীর গোরু ;
এদের চালাতে লাগিবে না ভাই শিঙা বেণু ডম্বরু।
হাতের গোড়ায় যে কচা মিলিবে পথের পাশের বনে,
তারি ঘায় ঘায় যাবে ঠায় ঠায় পরম তুষ্ট মনে।
কভু ওলা কভু দাবা হবে গাড়ী, কখনো চলিবে বেঁকে,
চিহ্নিত পথে অবিচ্ছিন্ন চলার বেদনা এঁকে।
নূতন ভাঙনে সনাতন পথ গেছে বা কোথাও ফাটি',
মাঝে মাঝে নিক্ এমন গভীর বুকে ঠেকে যাবে মাটি,
তথাপি বন্ধু হতাশ হ'য়ো না, গোরুর গাড়ীর গোরু
জাবর কাটিয়া পার হোতে পারে মরীচিকাহীন মরু।

কাণ্ডারী, কাণ্ডারী !

নিরুপায়, তাই স'পি তব হাতে এ মোর গোরুর গাড়ী।
জানা আছে তব কালবোশেখীতে হাল ধোরে ঢেউএ দোলা,
জান কি বন্ধু কাঁধে চাকা মেরে দকে-পড়া গাড়ী তোলা ?
তরী বাওয়া আর গাড়ী খেদানোয় অনেক তফাৎ ভাই,
এর বাড়া আর গৌরবহারা হীন কাজ কিছু নাই।
যা থাক্ আমার বরাতে বন্ধু, করিব না অপমান
চিরদিবসের কাণ্ডারী ধোরে কোরে দিয়ে গাড়োয়ান ॥

ভাড়াটিয়া বাড়ী

ওগো ভাড়াটিয়া বাড়ী!
সেদিন যাহারা এসেছিল ভাড়া, আজই গেল তারা ছাড়ি?
বৃথা হ'ল যত রং-চূণ-কাম, ঝাড়পোঁচ, ঘষামাজা,
ভাঙা খসা ফুটা মেরামতে ঢাকি নবযৌবনে সাজা।
মিছা ফোটে ফুল, পাতার বাহার সদর আঙিনা ভরি',
বন্ধ দুয়ার অন্দরপথে শেফালি পড়িছে ঝরি'।
অদীপ সন্ধ্যা মিলাইয়া যায় রজনী-অন্ধকারে,
মিছে ফুটে উঠে নিশার স্বপন রজনীগন্ধা-ঝাড়ে।

সেদিনও হেরিনু উদ্দাম তুমি জীবনের উৎসবে,
কৈশোরলীলা, যৌবন-রস, শৈশব-কলরবে।
উদার তোমার ভরা হৃদয়ের সকল দুয়ার খোলা,
সূক্ষ্ম স্বচ্ছ পর্দার বুকে লাগে দখিনার দোলা!
বাঁকা খিলানের আঁকা জ্রর নীচে চকিত-চাহনিপ্রায়
খোলা বাতায়নে চপল চরণে তরুণীরা আসে যায়।
গভীর নিশীথে উজ্জ্বল আলো ঘরে ঘরে নিভে আসে
ঘুমভারে নত নয়নের মতো বাঞ্ছিত-বাহুপাশে।
—সহসা আজিকে হেরিনু তোমার একি পরিবর্তন,
অন্ধ আঁখির পিছনে বন্ধ জীবনের স্পন্দন!

হায় গো বন্ধু, তোমার ভাগ্যে হেন দশা চিরদিন,
কভু যৌবনপুলকাঞ্চিত, কখনো জীবন-হীন।
কত এল গেল, জাগিল ঘুমা'ল কত সুখদুখরোল,
কত হুলুরব, শঙ্খধ্বনি, 'বল হরি হরি বোল'।

কত ওষ্ঠের চাপা হাসি, কত কণ্ঠের ক্রন্দন,
মর্মছেদন কত বিচ্ছেদ, কত ভুজ-বন্ধন,—
গাঁথা হ'য়ে গেছে বন্ধু গো তব গাঁথনীর স্তরে স্তরে,
তারই চাড়ে চাড়ে ধরিয়াছে ফাট্, বালি চূণ খ'সে পড়ে।
ভিতরে ভিতরে ঝাঁঝরা হয়েছ ভাড়াটের সুখে দুখে,
উপরে এখনও রংতালি তবু দাও ভাই কোন্ মুখে?

তোমারও বন্ধু দেখিতেছি প্রায় আমারি মতন হায়া,
হাড়ে যত লাগে মরণের ঘুণ, বাড়ে চামড়ার মায়া।
জর্জর বুক ভেরে আসে যত ভাড়াটে স্মৃতির ভারে,
অনাগত নব ভাড়াটের আশে জাগে সে অন্ধকারে।
চিরকাল বুঝি চাহিব বন্ধু ভাড়াটের আনাগোনা;
এক সাথে হবে সমাধি মোদের বাসুকি নাড়িলে ফনা।

জীবন ও মৃত্যু

জীবন-তত্ত্ব যত ভাবি মোরা নহে তত বেশী কূট;
জীবনের মানে,—মরণ-তাড়নে উঠে-প'ড়ে শুধু ছুট্।
বেদ-বেদাঙ্গ, দাঙ্গা-ফ্যাসাৎ, দান ধ্যান খুন চুরি,
প্রেম কাম ক্ষুধা ঘুম জাগরণ শোওয়া বসা হামাগুড়ি,
ইত্যাদি যত জীবন-ব্যাপার সব মূলে একই ব্যথা,—
মৃত্যুভয়ের কারণ-সূত্রে জীবনের মালা গাঁথা।
সূত্র যেমনি টুটে,
ধূলায় ছড়ানো মালার টুক্‌রো পাঁচভূতে লয় লুটে।

আলোকের এই নেপথ্য হোতে আঁধার মঞ্চে নামি'
সে রাতে সহসা মহা-অভিনয়ে পাছে যায় কেহ থামি',
প্রতি রাতে তাই নিদ্রার ছলে ঘর্ ঘর্ সাঁই সাঁই
ভুবন ভরিয়া চলে জীবনের মৃত্যুর আখড়াই।
তবু নাহি টুটে ভয়,
অজানার সাথে চোখোচোখি হোলে না জানি কেমনই হয়!

কল্পনাতীত সেই কাল-রূপ যুগ যুগ মাথা খুঁড়ি'
কবিও পায়নি ভাবে কি ছন্দে মৃত্যুর কোন জুড়ি।
তবু মৃত্যুরে আত্মীয় কোরে রচে' যায় তারা গান,
রাতে ভূতভীত পান্থ যেমন প্রান্তরে ধরে তান।
ধ্যানের জ্ঞানের ওপার হইতে বিফল ফিরিল যারা,
নিয়ত বিকট ওঁ হ্রীং ফট্ প্রলাপ বকিছে তারা।
মরণাতঙ্ক রোগে—
কি হবে গুণীর মিছে ঝাড়ফুঁকে কবির মুষ্টিযোগে?

তড়িৎ যেমন মেঘে সঞ্চিত বেদনার শিহরণ,
আলোক যেমন অন্ধ ব্যোমের হাহাকার-কম্পন,
মিলন যেমন বিরহের ভয়ে মুখে মুখ বুকে বুক,
জীবন তেমনি মরণের ভয়ে হৃদয়ের ধুক্ ধুক্।
যত খুলে যায় পাক
মরণেরই দমে জীবনের ঘড়ি টিক্ টাক্ ঠিক্ ঠাক্।

আত্মা সহসা আত্মস্বপ্নে কালভয়ে হয় ভীত,
তখনি লভিয়া উদ্দাম গতি হয় সে জীবনাম্বিত।
সে ভয় যেমন ছুটে,
মরণপ্রবাহতাড়িত জীবনবিম্ব অমনি টুটে।
নিজেরে ছলিতে বাহাত্বরি নিতে মিথ্যা বোলো না ভাই,
মরণের আগে মরণের ভয় কারো কভু কাটে নাই॥

কবির কাব্য

সন্দেহ হয় পেয়েছ বন্ধু, কবির কু-অভ্যাস,—
যত ত্বখ পাও মিঠে স্বরে গাও দুঃখেরি ইতিহাস;
কবির সে ত্বখগান,
শুনি' দুটি কানে যিনি প্রাণে প্রাণে যত বেশী সুখ পান
তিনি তত অনুরক্ত রসিক ভক্ত সমজ্‌দার।
কবির বুকের তুখের কাব্য ভক্তে চমৎকার।
মেঘে মেঘে বাজে গুরু ক্রন্দন,—বনে বনে শিখী নাচে;
বুক ফেটে তার ঝরে আঁখিজল,—তৃষিত চাতক বাঁচে।
জ্বালিয়া জ্যোৎস্না-মরীচিকা বুকে মরুচন্দ্র সে জাগে,
পিয়াসী চকোর তাপিত পাপিয়া তারি পাশে সুধা মাগে।
মূক কাননের মনের আগুন ফুটিলে ফাগুন-ফুলে
দিকে দিকে দিকে রসিক ভ্রমর স্তবগুঞ্জন তুলে।
মহাসিন্ধুর প্রণয়ের টানে নদী পথে কেঁদে যায়,
নিরুপায় জেনে প্রতি তটতৃণে আঁকড়ি' ধরিতে চায়।
যত বেলা ওঠে তপনের কোটে বহিরন্তরদাহ,
সোহাগী কমল ডুবাইয়া গলা কহে—বঁধু ফিরে চাহ।

দিনান্তে যবে ব্যর্থ সে রবি অস্তশিখর 'পরে,
ছেঁড়া মেঘে পাতি' মৃত্যুশয়ন রক্ত বমন করে,
ওঠে ত্রিভুবন ভরিয়া তখন বৃথা গায়ত্রী গান ;
রাত্রি আসিয়া ঢেকে দেয় সেই অযাচিত অপমান।
সেই রাত্রির তারায় তারায় জ্বলে অসংখ্য জ্বালা,
আঁধার আঁচলে নিশার অশ্রু উষার শিশির-মালা!

এমনি বন্ধু ভুবনে ভুবনে চলিতেছে লুকোচুরি,
অন্তর-তারে ব্যথার কাঁপন সুরের মোড়কে মুড়ি'।
প্রকাশিতে নয়,—করিতে গোপন প্রাণের গভীর ব্যথা,
ওগো মহাকবি, রচিয়াছ বুঝি এই মহা-উপকথা?
তথাপি বন্ধু নিঠুর সত্য নিখুঁত পড়েনি ঢাকা,
ফুলে ফুলে বুঝি তোমারি দীর্ণ-হৃদয়-রক্ত মাখা!
চোখে চোখে ঝরে কার যে অশ্রু বুঝেও বুঝিনে কেউ,
বুকে বুকে ভাঙে কোন্ সে অতল বুকের দুখের ঢেউ?
কণ্ঠে কণ্ঠে কে কণ্ঠহীন কাঁদিয়া কাঁদিয়া ওঠে!
মরণে মরণে তিল তিল করি' কোন্ মহাপ্রাণ টোটে?

আছে গো আছেও সুখ ;—
খদ্যোত বিনা দেখা যাবে কেন বনের আঁধার মুখ!
মাঝে মাঝে মৃগতৃষ্ণিকা বিনা কে মাপে মরুর তৃষা!
আলেয়ার আলো নহিলে পান্থ কেমনে হারায় দিশা!
বন্ধু, বন্ধু, হে কবিবন্ধু, উপমার ফাঁস গুনি'
আসল কথাটা চাপা দিতে ভাই কাব্যের জাল বুনি॥

দেশোদ্ধার

বার বার তিনবার,——

এবার বুঝেছি চাষা ছাড়া কভু হবে না দেশোদ্ধার।

শোন্‌রে শ্রমিক, শোন্‌ ভাই চাষা,

আমাদের বুকে যত ভালবাসা

ঢালিব বিলাব তোদের দুয়ারে অকাতরে অনিবার!

তোদের দুঃখে, হায়,—

পাষাণ হ'লেও চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়।

কোরোনাকো ভাই হীন আশঙ্কা,

এবার নয়নে ঘষিনি লঙ্কা;

সত্য সত্য ত্রিসত্য করি হৃদয় তোদেরই চায়।

ওরে চিরপরাধীন!

তোরা না জানিস্‌ মোরা জানি তোর কী কষ্টে কাটে দিন।

নানা পুঁথি প'ড়ে পেয়েছি প্রমাণ

তোরাই দেশের তের আনা প্রাণ;

বৎসরে হায় বিশ টাকা আয়, তবু তোরা ভাষাহীন!

তোরাই যে ভাই দেশ,

তোদের দৈন্য-জন্ত মায়ের কঙ্কাল অবশেষ।

মহার্ঘ হ'লে বেগুন পালঙ্‌

যদিও ভিতরে চ'টে হই টং

তবু তোর সেবা দেশেরই যে সেবা মনে মনে বুঝি বেশ!

ওরে নাবালক চাষা !
আমরা তোদের ভাঙাব নিদ্রা মূক মুখে দিব ভাষা।
শ্রমিক চাষীর দুখের ফর্দ,
রচিতে ছুটিব লিলুয়া খড়্দ।
গড়িয়া আইন ভাঙি' বে-আইন জাগাইব নব আশা !

ওরে ওঠ্ ওঠ্ জেগে,—
তরুণ অরুণ-আলোকে জানা ও অজানা ব্যথায় লেগে !
সবলে স্কন্ধে তুলে নিয়ে হল,
পাঁচনে খেদায়ে বলদের দল,
প্রভাতের মাঠে কলকোলাহলে দল বেঁধে চল্ বেগে।

জুড়ে দে লাঙল ক'সে ;—
ফালের আগায় যত উঁচুনীচু সমভূম্ কর চ'ষে।
মাথা উঁচু ক'রে আছে ঢ্যালাগুলো,
মই-এর চাপনে ক'রে দেরে ধূলো ;
কাঁটার বংশ কর্‌রে ধ্বংস জোএ জোএ বিদে ঘ'ষে।

ফসল হবেই হবে !
আকাশ হইতে না নামে বৃষ্টি, পাতাল ফুঁড়িবি তবে।
আপনার হাতে বুনেছিস্ যাকে,
টেনে তুলে বলে রু'য়ে দিবি পাঁকে ;
বাজিবে মাদল ঝরিবে বাদল বর্ষার উৎসবে।

সেই দুর্যোগ উৎসব যবে ঘনাইবে চারিধার,
মেঘে ঝড়ে জলে বজ্রে বাদলে রচিয়া অন্ধকার ,—
স'রে পড়ি যদি ক্ষমা কোরো দাদা !
খাঁটি চাষা ছাড়া কে মাখিবে কাদা ?
মনে কোরো ভাই মোরা চাষা নই,—চাষার ব্যারিস্টার !

শরতে বঙ্গভূমি

আজি কি তোমার বিধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে!
হে মাত বঙ্গ, মলিন অঙ্গ
ভ'রে গেছে খানা ডোবাতে।
পারে না বহিতে লোকে জ্বর-ভার,
পেটে পেটে পিলে ধরেনাকো আর ;
দিবসে শেয়াল গাহিছে খেয়াল
বিজন পল্লী-সভাতে।
এক পাশে তুমি কাঁদিছ জননী
শরৎকালের প্রভাতে।

জননি, তোমার ভিক্ষার খাতা
পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে।
রোগে বন্যায় 'ভাণ্ডে ভবানী'
তোমার ভবনে ভবনে!
অবসর আর নাহিক তোমার,
দলে দলে ছুটে ভলন্‌টীয়ার,
লবণ ফুরায় আনিতে পান্ত,
পান্ত,—আনিতে লবণে।
জননি, তোমার চির-চাঁদা-খাতা
খুলিয়া রেখেছ ভুবনে!

গুলি' কাদাপাঁক করেছ বেবাক্
জলাশয় ঘোলা-বরণী।
পচাইয়া পাতা করিয়াছ ভাঁতা
বন-জঙ্গলা ধরণী।

ঘরে দ্বারে আর ঝোপে ঝাড়ে বনে
বাঁশী বাজে যেন সকরুণ স্বনে,
ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ঢোকে মুখে নাকে
মশক মশক-ঘরণী।
জলাশয়গুলা করিয়াছ ঘোলা
বনজঙ্গলা ধরণী।

খুলিছে আবার যমের দুয়ার
ভব-যন্ত্রণা জুড়ায়ে ;
কুটীরে কুটীরে নব নব ব্যাধি
নবীন জীবন উড়ায়ে।
দিকে দিকে মাতা ওঠে ক্রন্দন,
ঘরে ঘরে টুটে ভববন্ধন,
যমদূতচয় মুঠা মুঠা লয়—
প'ড়ে-পাওয়া প্রাণ কুড়ায়ে।
চলেছে শমন দুধারে তাহার
ভব-যন্ত্রণা জুড়ায়ে।

আয় আয় আয় যে আছ যেথায়—
কাঙালী ও রোগী উঠিয়া,
ভিক্ষার খুদ বাঁটিছে জননী
বার্লি যেতেছে ফুটিয়া।
ওঘর হইতে আয় হামা দিয়ে,
ওবাড়ী হইতে আয় খোঁড়াইয়ে,
কে কাঁদি ক্ষুধায় মায়েরে কাঁদায়,
খুদকুঁড়া খায় খুঁটিয়া ?
ভিক্ষা-অন্ন বাঁটিছে জননী
আয় তোরা সবে জুটিয়া।

মাতার কণ্ঠে কণ্টক-মালা,
ব্যথায় কাঁদিছে ডুকরি ;
তালি-মারা মেঘে আকাশআঁচল
ছিন্ন যেন সে ধুকরি।
কেড়েছে কিরীট নিঠুর পীড়নে,
কত না ছলনা হরিতে হিরণে,
কঠিন শিকল-বিকল চরণে
জননী কাঁদিছে ফুকরি।
রোগে বন্ধনে তাপে ক্রন্দনে
নিখিল উঠিছে মুখরি'।

রেলঘুম

টং টং ভোঁও ভস্ টু-ডাউন ছাড়ে, ব্যস্।
ভস্ ভস্ ঢকোর, চলে খায় টকোর।
ঘ্যোস্ ঘ্যোস্ ঘ্যোস্ ঘ্যোস্, গদিটায় দিই ঠেস্।
ঘেস্ ঘেস্ খেটে খেটে ঘুমে আসে চোখ এঁটে।
হুস্ হুস্ সাঁই সাঁই, বায়ুর বিরাম নাই,
উড়ে চলে কোন্ ঠাঁই ?
আয়ুর বিরাম নাই, থামিবে সে কোন্ ঠাঁই।

(ছোট স্টেশন)

ধকা ঠাঁই ধকা ঠাঁই, এখানে থামিতে নাই।
ঝকা ঝকা ঝাঁকি ঝাঁকি, অমন করুণ আঁখি,
কেমনে সে দিল ফাঁকি ? আর তারে পাব না কি ?

ধক্ ধক্ ধক্কা — সব কি রে ফক্কা।
ছুটোছুটি ছুটোছুটি — কাশী আর মক্কা ;—
কে জানে কাহার তরে — কোথা জাগে ধাক্কা ?

(পুলের উপর)

ঘস্—গড়্ গুড়্ গুম্ — গুড়্ গুড়্ গুম্ গুম্,
বর্ষার মরশুম্ — নদীজলে বড় ধুম্,
গুড়্ গুম্ গুড়্ গুম্ — ঝাঁপ দিয়ে পড়লুম,
সে অতলে ডুবলুম, — গুম্ গুম্, ঘুম ঘুম,
নদীতলে নির্‌ঝুম্ — নির্‌ঝুম্ চিরঘুম,—

(পুল পার)

গুড়্ গুম্—ঘচ্চো, — ঘচ ঘচ ঘচ্চো,
ওখানে কি কোচ্চো ? — বাঁধা পথে গচ্ছ।
ঘচাঘচ্ ঘত্তোর — লোহাবাঁধা পথ তোর ;
কি সাত কি সোত্তোর ; — মাঝে মাঝে—দোত্তোর—
প্রলাপ সে মত্ত'র। — উঁচু নীচু গর্ত'র

পথ নয় পথ তোর।
লোহাবাঁধা পথ তোর,
লোহাবাঁধা পথ তোর !

(পয়েণ্টস্—ক্রসিং)

ঘচাঘচ্ ঘটা ঘাই, — সে পথে ত আর নাই !
পেরেছি গো পেরেছি গো, সে পথটা ছেড়েছি গো।
ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ — কি আরাম ! ব্যস্ ব্যস্,
পায়ে মোর পথ বশ, — হাতে বাঁধা হাতযশ।
ঘ্যাস্ ঘ্যাস্—ঘট্‌কা, — ফের লাগে খট্‌কা।

কি বলছে ? দোস্তোর !
লোহাবাঁধা পথ তোর।
লোহাবাঁধা পথ তোর !
ঘটাঘর্ ঘেস্ ঘাস্
দিতে পার ঘুঁস্ ঘাঁস,
মাপ হোতে পারে ফাঁস !

ঘস্ ঘস্ ধক্কো কিসের কি দুঃখ ?
বিচার ত সূক্ষ্ম, পেতে পার মোক্ষও
ঘ'সে ঘ'সে মোক্ষ।
ঘস্ ঘস্ ঘস্ ঘস্
কি আরাম, ব্যস্ ব্যস্ !

(দূরে সিগ্‌ন্যাল ডাউন)

ঘস্ ঘস্ ম্লচ্চান্ দূরে দেয় হাতছান্ ;
কেমনে দিগন্তে কে পেরেছে জান্‌তে।
আগুবারি আন্‌তে এই পথপ্রান্তে
লাগে হাত ছানতে।
ঘস্ ঘস্ ঘশ্রাম্, হোথা চিরবিশ্রাম ?

(ছোট স্টেশন)

ঘেটা ঘ্যাঁয় ঘেটা ঘ্যাঁয়, হেথা নয় হেথা নয়।
ঘায় ঘায় গোটা গোটা হায় হায় কোথা কোথা ?
ঘরসা ঘেঁই তো আমার সে এইত।
ঘেটা ঘ্যাঁয় ঘেটা ঘ্যাঁয়, হেথা নয় হেথা নয়।
ঝকা ঝকা ঝন্ ঝন্ ওগো একি বন্ধন !
পথের কি বন্ধন।
চিরসাথী ক্রন্দন।

ঝকা ঝকা ঝাঁকি আগাগোড়া ঝাঁকি,
ঝাঁক কই ঝাঁক কই এ পথের ফাঁক কই ?
হা হা হা হা ঘণ্ঠোর—
লোহাবাঁধা পথ তোর,
লোহাবাঁধা পথ তোর।
ধা তিন্ তা তিন্ তা কিসের বা চিন্তা ?
ঝকাঝকি বকাবকি কেটে যাবে দিনটা।
ধকা ধাঁই ধাত্রি ছেয়ে আসে রাত্রি।

(অপ্ ট্রেন পাস্ করে)

ও কি ওই সম্মুখে ধেয়ে আসে মোর বুকে
খুন মাখি লাল আঁখি আন্-পথযাত্রী !
ঘচাঘচ্ ঘ্যাচ্চ হাঁচি পড়ে হ্যাঁচ্চ—
ঘর দ্বার চার ধার ভেঙেচুরে দূর্দার্
ধূমকেতু দুর্বার কোথা ছুটে যাচ্চ ?
সুনীল করুণ আঁখি দেখতে কি পাচ্চ ?
এ প্রলয়ে এ আঁধারে ওগো কোথা যাচ্চ ?

(পুলের উপর)

গুড়্ গম্ গুড়্ গম্ গুড়্ গুড়্ গম্ গম্
নিশীথিনী চম্ চম্,
উপরে জমাট মেঘ নীচে নদী দুর্দম,
গড়ে ভাঙে হর্দম,
তড়িৎ চাবুকে ছোটে ঝঞ্ঝা তুরঙ্গম,
বারি ঝরে ঝম্ ঝম্,
পৃথ্বীটা ঘেঁটে গোটা পায়ে ছেনে কর্দম,
গুড়্ গম্ গুড়্ গম্—

(পুল পার)

গুড়ুগম্—ঘচ্চুই— কোথা নেই কিচ্ছুই।
গগন ভরিয়া তারা বাগান ভরিয়া জুঁই।

(দূরে লাল সিগ্ন্যাল)

তবুও দিগন্তে আমারি কি পন্থে
কে ওই রাঙায় আঁখি কটমট দন্তে ?
কস্ কস্ কট্ কট্ আর যাওয়া দুর্ঘট।
প্রান্তর প্রান্তর অন্ধ তেপান্তর !
ঘুৎকার ফুৎকার মিছামিছি চীৎকার।
ছুটাছুটি নিষ্কাম ওরে মূঢ় থাম্ থাম্।
পথে খাসা প্রাপ্তি সহসা সমাপ্তি !

(সিগন্যাল ডাউন)

না না না না চল্ চল্ শুধু ছল শুধু ছল !
ঘস্ ঘাঁই ঘস্ ঘাঁই আর নাই আর নাই,
ভয় নাই বাধা নাই,
থির আঁখে ওই ডাকে সবুজের রোশনাই,
আর আপশোষ নাই।

(থামিবার পূর্বে স্টেশনে প্রবেশ)

ঢক্কোর ঢক্কোর ঘটা ঘটা ঢক্কোর,
চোখ বুঁজে পথ খুঁজে কত খাই টক্কোর।
ধিকি ধিক্ ধিকি ধিক্ এই পথ ঠিক ঠিক।
ধুকু ধুক্ ধুকু ধুক্ কত ভুল কত চুক্।
ধুক্ ধুকু ধুক্ ধুকু পারিনে এ পথটুকু।
ধুকু ধুকু ধকাৎ, থামলাম নির্ঘাত
মৃত্যুর সাক্ষাৎ।
যমরাজ, খোল খাতা,—
একি, এ যে কোলকাতা।

বাঁশীর গল্প

বাদলা সাঁঝে ঝোড়ো হাওয়া নুইয়ে চলে বাঁশের বন,
কোল-আঁধারে দাওয়ায় ব'সে উদাস গেনুদাসের মন।
গাঁয়ের শেষে ডোমপাড়া, আর তারপরেতে শুধুই বাঁশ,
বাঁশ-বাগানের আঁধার তীরে বাস করে ডোম খুদুই দাস।
খুদুই দাসের কতই সাধের মা-মরা এই ছেলে গেনু,
দিনমানে ধেনু চরায় রাত্তিরে সে বাজায় বেণু।
বাপ গিয়েছে চুবড়ি নিয়ে হাটবারে আজ ভিন্ন গাঁয়ে,
বাদল বেলা কাটিয়ে গেনু বেণু-বনের ছিন্ন ছায়ে
আষাঢ়-সাঁঝের আবছা আলোয় ধেনু ল'য়ে ফিরলো বাড়ী,
বাপ এখনো ফেরেনিকো, সেই দুখে কি মনটা ভারি ?
বাদ্‌লা সাঁঝে ঝোড়ো হাওয়া নুইয়ে চলে বাঁশের বন,
কোল-আঁধারে দাওয়ায় ব'সে উদাস গেনুদাসের মন।

হঠাৎ যেন ডুক্‌রে কেঁদে উঠলো সারা বাঁশ-বাগানই,
পরক্ষণেই ফুট্‌লো যেন যন্ত্রণারি অস্ফুট বাণী !
হুস্‌ হুসিয়ে ফোঁপায় কে রে দম্‌কা হাওয়ায় দমে দমে,
কট্‌কটিয়ে উঠছে ফেটে, কোন্‌ ব্যথা সে ছিল জ'মে ?
বাদ্‌লা সাঁঝে ঝোড়ো হাওয়ায় কৌতূহলে অন্যমনে
দা-হাতে সেই ডোমের ছেলে ঢুক্‌লো গিয়ে বাঁশের বনে।
বাঁশের বনে দাঁড়িয়ে শোনে বাঁশের ঝাড়ে কট্‌কটানি,
পরস্পরে জড়িয়ে ধ'রে সে কী ভীষণ ছটফটানি,
কঞ্চি ছিঁড়ে আপ্‌সে পড়ে ঝোড়ো হাওয়ার ধাক্কা খেয়ে,
টিপ্‌টিপিয়ে বাদল ঝরে ভিজে পাতার প্রান্ত বেয়ে।

আঁধার ক্রমে আসছে জ'মে, ডোমের ছেলে ঈষৎ হেসে,
কোপ্ লাগালে তল্‌দা-ঝাড়ে লম্বা পাঁপের কণ্ঠ ঘেঁসে।
ঝোড়ো হাওয়ায় অন্ধকারে বাঁশঝাড়ে বাঁশ আছ্‌ড়ে মরে,
তল্‌দা বাঁশের পাঁপটি হাতে ফিরলো গেনু আপন ঘরে।

বাপ বুঝি আজ ফিরবে না আর? জ্বালিয়ে আগুন বসলো গেনু,
ফুটো ক'রে নূতন পাঁপে বানিয়ে নেবে নূতন বেণু।
তাতিয়ে নিয়ে ভাঙা বেড়ির তপ্ত তাতাল বাগিয়ে ধ'রে,
ছ্যাক্-ছেঁকিয়ে বাঁশের বুকে নিল ছ'টা ছ্যাদা ক'রে।
বাঁশের বুকে ক্ষত'র মুখে ফুঁয়ে বাজে সাতটা স্বর,
নূতন বাঁশে নূতন বাঁশী বাজিয়ে কাটে রাত দুপুর।
গাইছে বেণু গেনুর ফুঁয়ে পরের বুকের সুখের গান,—
বাঁশবাগানে সমান চলে আষাঢ় রাতের ঝড় তুফান্।
হাসছে বাঁশী, বাজছে বাঁশী, চড়চড়িয়ে ভাঙছে বাঁশ,
হেথায় ওঠে উৎস সুরের, হোথায় কাঁদে হা-হুতাশ;
বাদল-সাঁঝের বেদন-ভরা বাঁশবাগানের তল্‌দা বাঁশই
গোটাকতক ছ্যাকায় ভুলে হ'ল ডোমের মুখের বাঁশী।

খেজুর-বাগান

চাষে আর কিছু নাই,
হুঁশিয়ার চাষা লাগালো হাজার খেজুরের চারা তাই।
ধীরে ধীরে বাড়ে খেজুরের চারা কাঁটাভরা সারা দেহ,
চাষবাস বড় লাগে না একটা, মুড়ায়ে খায় না কেহ।
দেখিতে দেখিতে মাঠ হ'তে মাঠ খেজুর-বাগানে ছায়,
ফাঁকে ফাঁকে চাষা খেজুরতলায় মটর ছোলাও পায়।
খেজুরের আঁটি প'ড়ে পরিপাটী গজায় নূতন চারা,
বুঝে নিল চাষা,—খেজুরের চাষ সকল চাষের বাড়া।

গোড়া হ'তে আগাতক্
বিষম রুক্ষ শুষ্ক কঠিন খেজুরগাছের ত্বক্।
মনে ভাবে চাষা—বাহির যখন এত বেশী কর্কশ,
কোমল্ বুকে এ লুকায়ে রেখেছে নিশ্চয় মিঠে রস।
সেদিন প্রথম হেমন্ত-সাঁঝে ঝরি' পড়ে হিমকণা,
কাঁটায় কাঁটায় খেজুরপাতায় কিসের উত্তেজনা!
ফাঁস-করা রসি বাখ্‌রায় কসি', কটিতে কাটারি গুঁজে
বড় স্নেহে চাষা খেজুর-বৃক্ষ জড়াইল দুই ভুজে।
কাণ্ড বাহিয়া স্কন্ধে উঠিয়া, দাঁড়ায়ে ফাঁসের ভরে,
কাটারি খুলিয়া খেজুরের পালা ঝোরে চাষা থরে থরে!
কামাইয়া নির্মোক—
কত-না যতনে কাটারির হুলে কেটে আঁকে দুটি চোখ।
কণ্ঠে ঠুকিয়া নলি,
খেজুর-পাতার ফাঁস ক'রে ভাঁড় বেঁধে দিল গলাগলি।
সেদিন হইতে খেজুর-বাগানে নীরবে অনর্গল
সারারাত ধ'রে খেজুরগাছের দুইচোখে ঝরে জল!
সিউলিরা ভোরে সংগ্রহ করে ভাঁড়ভরা মিঠে রস,
দিক্ হ'তে দিকে ছড়ায়ে পড়িল খেজুরগাছের যশ।
খেজুর-পালারই জ্বালে,
খেজুরতলায় বানে রস মেড়ে নাগরীতে গুড় ঢালে।
খেজুর-চাটাই পাতি'
শীতের রৌদ্রে গেঁজে-ওঠা রসে মাতালের মাতামাতি।
বান হ'তে ওঠে মিঠে সুগন্ধ ছোটে মাছি ঝাঁকে ঝাঁক,
'জিরেন্ কাটের' ছাঁকা রস নিয়ে 'নলিন' গুড়ের পাক।
পাশের কারখানায়—
নাগরীর গুড় শর্করা হয়ে নগরে চালান যায়।

চোখের অভাবে জমাট অশ্রু বুকে বেঁধেছিল বাসা,
সে চক্ষুদান করিয়া বৃক্ষে বড়লোক হ'ল চাষা।
সকল চাষের ভালো ও মন্দ হাজাশুকা আছে ভাই,
খেজুরের রস হ'ল না এবার,—কেহ কভু শোনে নাই।
কাটারির কাট্ বহি' দেহময়, দীর্ঘ শীতের রাত্তি
খাড়া দাঁড়াইয়া হাজারে হাজারে কাঁদে খেজুরের পাঁতি।

এ ধরণী ভরি' খেজুরগাছের আবাদ করিল কেবা?
নয়নের জল-জ্বাল-দেওয়া চিনি কোথা কে করিছে সেবা?
অবেলায় ঝরা অশ্রু তাহার ভাঁড় ছেপে গেঁজে ওঠে;—
সে নেশার আশে কোন্ মাতালের অধরে হাস্য ফোটে।
মোদের এখানে খেজুর-বাগানে কেঁদে কেঁদে নিশি ভোর,
না জানি সেখানে হেসে খুন্ কোন্ রসখোর তাড়িখোর!

বাস্তু

গ্রামস্থ জমীদার,—
শুভ বৈশাখে দিলে মোরে নবগৃহনির্মাণ-ভার।
সে গৃহের ভিত-পত্তন সেরে দু'পরে ফিরিতে ঘরে
সনাতন সা'র ভিটায় দেখি যে একজোড়া ঘুঘু চরে।
উর্ধ্বে সূর্য রুখিয়াছে রথ পতন-পথের বাঁকে,
রুদ্র তুরগ রশ্মি মানে না, রৌদ্রকেশর ঝাঁকে।
কচি পল্লব ছায়া বুলাইছে বুড়ো অশথের গা'য়,
'ফটিক জলে'র বুদ্বুদ ওঠে নিদাঘের কিনারায়।
সন্তর্পণে আসিয়া তখন ভিটের সন্নিকটে,—
শ্যাওড়াঝোপের আড় হ'তে দেখি,—বাস্তুঘুঘুই বটে!

মুখোমুখি ব'সে ঠোঁটে ঠোঁট ঘসে বাস্তুঘুঘুর জোড়,
গলা ফুলাইয়া ঘাড় দুলাইয়া প্রেমসঙ্গীতে ভোর।
ছুটে ছুটে যায় কুড়াইয়া পায় কত-না কিসের কণা,
এ ওরে দেখায়, মুখে গুঁজে দেয় কী সোহাগে দুইজনা!
কখনো ঘুঘুর ঠোঁটে
কোন্ উৎসব-রজনীর 'কনে-চন্দন'-কণা ওঠে!
ঘুঘুনী ছুটিয়া আসি',
ভাঙা শাঁখা খুঁটে সঁীথের সিঁদুর ঘুঘুরে দেখায় হাসি'।
জমাট রক্ত, শুকনো অশ্রু, পাণ্ডুহাসির গুঁড়ো,
বুকের ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে ভানা স্মুখের দুখের কুঁড়ো;
সনাতন সা'র পোড়ো ভিটে হ'তে আহরি' সে-সব সুধা,
প্রেমবিহ্বল ঘুঘুদম্পতি, দেখিনু, মিটায় ক্ষুধা।
বাস্তুর প্রেম-গানে
ঠিক-দুপ'রের দিগ্‌দিগন্ত কেঁদে ওঠে মূলতানে!

ভিটেয় ভিটেয় ব'সে আছে দেখি বাস্তুঘুঘুর জোড়,—
প্রেমের নেশায় রক্তিম আঁখি, ক্ষণিকের স্মুখখোর!
বিশপুরুষের বিস্মৃতি-তলে কাঁদে লাখো হাহারব,
তাহারি উপর সোহাগ-কূজন, দুজনের উৎসব!
সে মরণ-স্তূপে করি' আহরণ জীবনের ছিটে-ফোঁটা,
মিলন-পরশ-রস-রোমাঞ্চে ক্ষণে ক্ষণে হয় মোটা।
মুগ্ধ বুকের ক্ষুদ্র স্মুখের মিছে প্রেমায়ন-গানে
মুদ্রিত-আঁখি রুদ্রকালের অধরে হাস্য আনে।
সে যে বেশ জানে ভাই,—
ভিত-পত্তন ভিটে-পত্তনে কিছুই প্রভেদ নাই॥

সিন্ধুতীরে

ক্ষুব্ধ ফেনিল উত্তালোর্মিভঙ্গে সঘন-গর্জ্জৎ,
হে দূর অপার নীল পারাবার! শোনো এ কবির কৈফ্যৎ;-
কেন আসি' তব তীরে
না রচি' ছন্দে তব বন্দনা বার বার যাই ফিরে।

কেন অবিরাম উঠিছে গগনে গুরু গর্জ্জন-গান,—
কেন অশান্ত ও নীল বক্ষ চিরদোদুল্যমান,—
কেন এ ব্যাকুল ক্রন্দন তব, কেন হেন বিক্ষোভ,—
কেন তরঙ্গ-বাহু-বন্ধনে চাঁদেরে ধরিতে লোভ;—
নানা কবি আসি' নানান্ কারণ ক'রে গেছে অনুমান;—
গভীর ছন্দে শঙ্খমন্দ্রে অমর সে সব গান।

কিন্তু সিন্ধু মোর মনে জাগে—যত তোমা পানে চাই—
অকবির মতো অগভীর যত ভাবনা যা-খুশি তাই।
তাই মনে ভয় বাসি'
সে-সব প্রলাপ গাঁথি না ছন্দে, ফিরে যাই ফিরে আসি!

কভু ভাবি,—কোথা ঐরাবত সে হাবুডুবু খায় ডুবে!
অপূর্ব নারী উর্বশী হায় কোথা গেল আজ উবে'?
কে জানে লক্ষ্মী কেমন আছেন পৌঁছি' গোলোক-ধাম!
চন্দ্রমরুর মরীচিকা-সুধা-বোতলের কত দাম?
কত ভরি ছিল কৌস্তুভখানি? ইন্দ্রের পারিজাত
কী লোভে ধরার পালিতা-মাদারে দিয়ে গেল নিজ জাত?
সত্য যুগের সত্য সে সব, কবির স্বপ্নে জাগে;
শুধু, আজও চলে মন্থন,—এটা সত্য ব'লেই লাগে।

চলে মন্থন, চোখের উপরে আজও মন্থন চলে,
ভীম-নর্তনে গুরু-গর্জনে কল্লোল-কোলাহলে।
চলে মন্থন, চলে মন্থন, দোলে তাণ্ডব দোল।
ঘূর্ণামন্দ্রে ভ্রান্ত সিন্ধু উত্তাল উতরোল!
হর হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্ হুঙ্কারে ব্যোমকেশ,
বঞ্চিত শিব বিশ্বের ধনে ;—মন্থন কোথা শেষ ?
চলে মন্থন, চলে মন্থন, জলে জলে জ্বলে জ্বালা,
হর হর হর গর গর গর উগারে গরল কালা!
কী অহর্নিশ ওঠে কাল-বিষ, ত্রাহি ত্রাহি ওম্ ওম্!
গরলের ধূমে নীলাচ্ছন্ন মহা-অর্ণব ব্যোম!
চলে মন্থন, চলে মন্থন, টলে রে ব্রহ্ম-কোষ,
তা তা থৈ থৈ মাভৈঃ মাভৈঃ ভৈরব নির্ঘোষ।
ভরিয়া আকাশ-মহাগণ্ডূষে উচ্ছল নীল বিষ,
হাঁকে ধূর্জটী—'কে কোথায় চির-দুখনিশা বঞ্চিস্ ?
"আয় আয় যত চির-বঞ্চিত, একসাথে করি পান
অমৃত-সিন্ধু-মন্থনোত্থ দুর্ভাগ্যের দান!'
হা হা হা হাস্যে মহা-অম্বরে সম্বরি' জটাজাল
মহাগণ্ডূষে মহাকালকূট মুখে তোলে মহাকাল!

চলে মন্থন, চলে মন্থন, মিলায় অট্টহাসি,
অনন্ত-চুম্বনে টানে হর অনন্ত বিষ-রাশি।
কোথা উর্বশী, কোথা সুধাশশী, হায় রে দুঃস্বপন,
মরণঞ্জয় মরণ পিয়ে রে আকণ্ঠ আমরণ!
অনন্ত ব্যোমকণ্ঠে জ্বলিছে নীলকূট নিশিদিন,
বিষাচ্ছন্ন-চেতন শম্ভু বিষ-চুম্বন-লীন।

চলে বিষপান, চলে বিষদান, চলে চির-মন্থন,
অনন্ত নাগবন্ধনে ঘোরে অনন্ত ক্রন্দন!
দেবতার সুধা দেবতা হরিয়া অদৃশ্য কোন্‌খানে!
বিশ্বনাথের কণ্ঠে বিশ্ব নীল হ'ল বিষ-পানে!
তবু মন্থন, চলে মন্থন, অযাচিত অকারণ,
জীবসাথে শিব বিষ-নির্জীব, কেবা করে নিবারণ?
তাই নিরুপায় চির হায় হায়, হে সিন্ধু, তব জলে,
অমৃত-প্রয়াসে যত ওঠে বিষ তত মন্থন চলে।
তাই এ অকবি কবি,—
দেখেছে, ভেবেছে, এসে ফিরে গেছে,—
গাহেনি, আঁকেনি ছবি!

মর্ত্ত্য হইতে বিদায়

(প্রভাসে শ্রীকৃষ্ণ)

সাঙ্গ করেছি কুরুক্ষেত্র, সাঙ্গ প্রভাস আজ,
শ্মশান হয়েছে সোনার ভারত, ফুরাইল মোর কাজ।
আজি ধরিত্রী ভারবিমুক্তা,—বিধবা সন্ন্যাসিনী,
কোটি পুত্রের রক্তে রঙিন্ গেরুয়ায় গরবিনী!
পশ্চাতে কাঁদে অশ্রু-সিন্ধু আর্ত্তের হাহারোলে,
সম্মুখে হাসে জ্যোৎস্না-জোয়ার সমুদ্র-কল্লোলে।
মাঝে বেলাভূমে যাদব-কুমার লুটে সব চির-ঘুমে,
জ্যোছনা-বিহীন লাখো মরা চাঁদে আকাশের চাঁদ চুমে!
প্রলয়ের মেঘে চাঁদের বৃষ্টি হ'ল কি রে বালুবনে?
হায় নরদেহ, হায় নরহৃদি,—কাঁদাইছে নারায়ণে!

আজ রাতে মনে পড়ে,—
বৃন্দাবনের কত-না রজনী উজল চন্দ্রকরে!
যমুনার তীরে দখিন সমীরে ভাসিছে বাঁশীর সুর,
কিশোর হিয়ার কোমল কুসুমে প্রেমমধু ভরপুর।
কিশোরীর আশে দুরু-দুরু বুক তমাল-কুঞ্জবনে,
স্খলিত পাতার মৃদু মর্মরে চমকিত ক্ষণে ক্ষণে ;
কভু চেয়ে থাকা যমুনার পথে বসি' কদম্বতলে,—
ও কি দিগন্তে? অভিমন্যুর চিতা-বহ্নি কি জ্বলে?—
হায় রে মানব-মন!
বিস্মৃত-প্রায় স্মৃতির ব্যথায় বিচলিত নারায়ণ!
হাসি আসে ভেবে,—ব্রজপল্লীতে গোয়ালার সাজে নেমে
ঢালি' দুধে জল, দেবতার লীলা ঢালি' মানুষের প্রেমে!
আমার খেলার ছেঁড়া দলা ফুল ছড়ানো বৃন্দাবনে,
হয়তো মানুষ খুঁজে খুঁজে তাই কুড়াইবে সযতনে ;
হয়তো সে ফুলে আমারই অর্ঘ্য রচিবে অশ্রুজলে,
দেবহন্তের কাটা মাথা গেঁথে দেয় তারা দেবগলে।
অপূর্ব নরহিয়া,
দেবতার হাতে দুঃখ পেলেও সুখ পায় পূজা দিয়া।

তারপর,—সেই মথুরা আসিতে মগধের সাথে রণ,—
ভারত ব্যাপিয়া প্রলয়-ঝঞ্ঝা জীবন-মরণ-পণ।
হৃদয় লইয়া খেলা ছেড়ে দিয়ে প্রাণ ল'য়ে খেলা করি,
কুরুক্ষেত্রে খেলিনু রঙ্গে আসল রঙের হোরি!
শরশয্যায় পড়িয়া ভীষ্ম গণে মরণের কাল,
সংসপ্তকে পাঠায়ে পার্থে সপ্তরথীর জাল,
'হতগজে' হত হ'ল মূঢ় দ্রোণ, কর্ণে অনুজ মারে,—
কেবা কার ভ্রাতা? ধর্মের মলা রক্ত-স্নানে ছাড়ে!

তাই তো প্রভাসে আপন-রক্তে খেলিলাম শেষ-হোরি,
আজ বেলা-শেষে দেখি সাথী নাই,—পোহাইছে বিভাবরী,-
কাঁদে গান্ধারী, কাঁদে রুক্মিণী, কাঁদে ধরিত্রী আজি,
জীবনের ভার-মুক্ত মৃত্যু হাসে কঙ্কালে সাজি'।
মানুষের ত্রুটি মানুষের পাপ ঢাকিলাম নিজ পাপে ;
হায় নরদেহ, নারায়ণ হয়ে নরের মতন কাঁপে।
আজ মনে হয়,—বৃথা আসিলাম সাধের গোলোক ছাড়ি' ;
যে কাজ করিনু, হ'তো অনায়াসে পাঠাইলে মহামারী।
অতি শ্রম ক'রে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলিবার কৌশল,
বল দিয়ে যেথা আঁটা নাহি যায় সেথা প্রতারণা ছল,
প্রাণপণ প্রেম ডুবে আঁখিজলে, স্নেহ পুড়ে হয় ছাই,
যারা মরিবার তারা ম'রে আছে, যা হবার হবে তাই,
নরের হৃদয়ে হৃষীকেশ ব'সে যা করান তাই হয়,
বহ্নির মুখে পতঙ্গ-সম মানুষ কিছুই নয়,—
এ সব তত্ত্ব মানুষ তো দেখি বহুকাল হ'তে জানে,
এত ঘটা ক'রে আমার আসার না জানি কি ছিল মানে!
পাঠাইলে মহামারী—
আরো সংক্ষেপে সুলভে ভূভার-হরণ যেতো সে সারি'।

মিছে করিলাম ক্লেশ—
রোগ সারাইতে রোগীর অন্ত, ঘ'টে গেল সেই শেষ।
ত্রিযুগের ব্যথা তিন ভাগ জলে পূর্ণ করিল ধরা,
বাকি এক ভাগ ধর্মের নামে অশ্রুতে আজ ভরা!
শ্মশান হয়েছে ভারতবর্ষ, আজি ধর্মের জয়!
শব-সজ্জের মাঝে অধর্ম কোথা পাবে আশ্রয়?

মানব দানব ক্ষয় করি' সব এ মহা-শ্মশান মাঝে
চিতার আলোয় একক দেবতা শ্মশানেশ্বর রাজে।
শোক-উদ্বেল নারীর অশ্রুসাগরে করিয়া স্নান,
কন্দর্পের মাথার খুলিতে বারুণী করিব পান।
অনিরুদ্ধের হৃদয়-রক্তে ললাটে তিলক আঁকি'
ভ্রমি' চিরদিন বিশ্রামহীন আপনারে দিব ফাঁকি!
শান্ত হও রে মন!
তুমি নর নহ, তুমি নর নহ, তুমি শুধু নারায়ণ!
তুমি নারায়ণ, তুমি নারায়ণ, ধরেছ নরের কায়া,
দূর করো সব মানব-সুলভ স্নেহ প্রেম দয়া মায়া।
হের অপরূপ আপন স্বরূপ বিরাট বিশ্বময়,
বুদ্বুদ্ সম চন্দ্র সূর্য তোমাতে উদয় লয়!
বাসর শ্মশান তোমার সমান, সুখ দুখ সব মিছে,
নারায়ণ হ'য়ে নরের মতন ছুটো না মায়ার পিছে।

তবু, তবু মন টানে
সখা সহচর গাণ্ডীবধর নরোত্তমের পানে।
হায় নরদেহ, একি তোর মোহ, নারায়ণে স্নেহ পায়!
সুবল সুদাম কত ভুলিলাম,—আজও অর্জুনে চায়!
নর-নারায়ণে যে লীলা চলিছে হোক্ তার অবসান,—
সুখে থাক্ নর, নারায়ণ আজ করে মহা-প্রস্থান।

ক্ষমিও মানব! মানব-লীলায় দেবতার যত চুক্;
আজ নিশিভোরে নারায়ণ আর নরে দেখাবে না মুখ,
কেঁদো না রে আঁখি মানুষের মতো, প্রশান্ত হও মন,—
হের নরতনুবিমুক্ত তুমি গুণাতীত নারায়ণ!
দিয়ে যাই বর,—নরের যেটুকু পাইলাম পরিচয়,—
নর চিরদিন নর থাকে যেন, নারায়ণ নাহি হয়!

গঙ্গাস্তোত্র

চির-ক্রন্দনময়ী গঙ্গে !
কুলু কুলু কল কল প্রবাহিত আঁখি-জল
দেব-মানবের একসঙ্গে !
বিশ্বের ক্রন্দনে বিচলিত নারায়ণ,
আঁখি তাঁর অশ্রুতে ভরিল,—
গোলোকে হ'ল না ঠাঁই, শিবজটা বাহি' তাই
শতধারা ধরণীতে ঝরিল।
হিমগিরি-নির্ঝরে তোমার জীবন গড়ে,—
মিথ্যা মা মিথ্যা এ কাহিনী ;
যুগে যুগে নর-নারী-অফুরান-আঁখিবারি
পুষ্ট করিছে তব বাহিনী।
তব তীর-ধীর-বায়ু হরিল কত-না আয়ু,
কত আলো স্রোতোজলে মিলালো !
ভরি' তব ভাঙা পাড় কত কোটি হাহাকার
ভাঙা বুক রাঙা আঁখি ঘুমালো !
ভরা কোল করি' খালি জননীরা আনে ডালি
যুগে যুগে মাগো তোরি অঙ্কে,—
কত-না বালুর চর সে ব্যথায় উর্বর
বলি-অঙ্কিত তট-পঙ্কে !
অশ্রুপূত ও জল, পূত তব তটতল
লুপ্ত করিয়া কত কীর্তি ;
কত-না চিতার ছাই মিশাইয়া আছে, তাই
পবিত্র তব তট-মূর্তি।

তাই আনি' তব মাটি গড়ি' নিজ দেবতাটি
তোমারি সলিলে যবে পূজি মা!
যুগে যুগে যত ব্যথা মানব পেয়েছে হেথা
তারি পূজা করি যে তা বুঝি না।
তাই গাহি তব তীরে, তাই নাহি তব নীরে,
তাই চাহি ঘুমাতে ও কোলে মা!
কলো-কল্ কুলু-কুল্ এ-ধারার কোথা মূল
কোথা কূল দিস্ যদি ব'লে মা!
বন্দি ত্রিকালজয়ী গঙ্গে মূর্তিময়ী—
অনন্ত-জীব-ব্যথা-প্রবাহ!
অনাদি ও-ক্রন্দনে মিশাইনু ক্রন্দন এ,
বুঝে নে মা এ প্রাণের কী দাহ!

আলেয়া

আপন জ্বালার চকিত আলোকে
অন্ধ জলার বুকে
অলীক আলেয়া ঘুরে মরি মোরা
অহেতুক কৌতুকে।
যারে পাই নাই তারে হারাইয়া
খুঁজে ফিরি দেশে দেশে,
যা কোথাও নাই তাই খুঁজে পাই
সহসা পথের শেষে।

অকূল অশ্রু-কালীদহে মোরা
ক্ষণিক কমল-ভ্রান্তি ;
গাহনসিক্ত বিষ-বাষ্পের
দাহনদীপ্ত শ্রান্তি।'
মোরা—জ্ব'লে নিভি, নিভে জ্বলি গো!
পাগল হাওয়ার বন্ধুর স্রোতে
হাবুডুবু খেয়ে চলি গো!

সাঁঝের আঁধার ঘিরে চারিধার,
হু হু বহে ভিজে হাওয়া ;
ধিকি ধিকি ধোঁকে আকাশের কোঁকে
যত আলো এলো-পাওয়া।
দূর দিগন্তে শঙ্কিত গ্রাম
ঘুমায় তিমির মুড়ি',
ধূ ধূ প্রান্তরে তখন মোদের
সুরু হয় লুকোচুরি।
পেয়ে পথহারা নিরীহ পথিকে
পথ দেখাইয়া যাই,
মরণ-দুয়ারে পঁহুছিয়া কহি—
'পথ নাই, পথ নাই!'
মোরা—নিজে জ্বলি' পরে ছলি গো!
অচল আঁধারে চপল উল্কা
যত চলি তত জ্বলি গো!

ফেমিন্-রিলিফ

আয় আয় আয় রে !
বেলা ব'য়ে যায় রে !
দারুণ আকালে হায়, বিধাতার করুণায়—
রিলিফ্ নেমেছে ভাই গ্রামের সীমায় রে !
বেঁধে নে বেঁধে নে শিরে—
পাক-দেওয়া ছেঁড়া বিঁড়ে,
কাঁধে তুলে নে রে ভাই কোদাল ও চুব্ড়ি ;
দেখো দেখো মতি মিঞা 'পোড়োনাকো থুব্ড়ি' !
ওদিকে হতেছে বাঁধা বসোয়ার বোরো-বিল,
এদিকে হতেছে খোদা শুক্‌নো সাগর-ঝিল ।
তিন আনা চৌকা,—
ভুখা পেটে খেটে খা,
দলে দলে লেগে যা,—
কে বলে কঠিন মাটি ?   না পোষায় ভেগে যা ।
ঘরে ব'সে মড়কে
চলেছিলি নরকে,
না হয় কোদাল হাতে মরবি এ সড়কে ।
খাট্ তবে খাট্ রে !
ডোঙা পেট কোঙা ক'রে গোঙা মাটি কাট্ রে !

যা বলি তা বলি ভাই, মাটিটে কি রুগ্‌ণ !
মাংসের লেশ নাই, হাড়গোড় শুক্‌নো ।

ঝাঁ ঝাঁ করে দিক্ রে !
রোদে ফাটে টিক্‌রে,
ঠনকি টন্‌কো মাটি কোপ ওঠে ঠিক্‌রে।
হাস্তোর ভগবান্ !
দিলি কি কঠিন প্রাণ,
কাঁকুরে এ কড়া ঢ্যালা তারও চেয়ে কড়া জান !
ঠিক্ রোদে খাটি রে, কত মাটি কাটি রে,
না জানি সে কত বড় যারে দেবো মাটি রে !
—এঁই—থুড়ি, চোপ্ চোপ্ ! হেঁই মারো মারো কোপ্,
কারো 'পরে নেই কোপ, শুধু কোদালের কোপ্ !
আয় দাদা আগিয়ে, ঝুড়ি ধর্ বাগিয়ে,
তাতাপোড়া দেহখানা দিস্‌নেকো রাগিয়ে।
জোয়ান রে হেঁইয়া
ভ্যালা মোর ভেইয়া !
আমি কাটি কপাকপ্,
তুই তোল্ টপাটপ্,
মেলে ছুটো পাঁজ্‌রা—
খাঁজ্‌কাটা ঝাঁঝরা—
মাজাদোলা ছুট্‌পায়ে ফেলে আয় ঝপাঝপ্।

পিল্ পিল্ পায় পায়,
পিঁপড়ের সার যায়,—
দীর্ঘ দীঘির গায়,
হায় হায় হায় রে !
মেটে কুলি যায় রে,—
পেটের কি দায় রে !

তবু তো পেটের ঋণ
জ'মে যায় দিন দিন,—
বে-সুন রেঙ্গুন্-খুদে
সুদ শুধু যাই শুধে',
প্রাণটাকে যত কসি, ধড় করে ঝিন্ ঝিন্।

ওকি, ওরে মেষ্টা পেলো বুঝি তেষ্টা ?
তোদের কষ্ট মেটে তারই তো এ চেষ্টা।
এবারের বৈশাখ
পিপাসাটা চেপে রাখ ;
প্রাণপণ কুঁদ্‌লে
এ দীঘিটা খুদ্‌লে
নাগাৎ শ্রাবণ ভাই,
জলের কি ভাবনাই ?
যত জলকষ্ট একেবারে নষ্ট ;
তুই যদি না থাকিস্—তোরই সে অদৃষ্ট !

দফাদার মামা গো !
মাটি না এ ঝামা গো ?
যাই হোক রফামতো তোর মুখ থামাবো।
সবই জানো বাপধন ! খেটে সারাদিনটে,
রোজগার দু'আনার, খেতে পেট তিনটে।
তারও এক আধ্‌লা !.........
দাঁড়িয়ে যে বাদ্‌লা ?
ছেলেটা ? বালাই গেছে, তুই ভাই কোদ্‌লা

এই ছোঁড়া সুখলাল !
কোন্ দুখে মুখ লাল ?
মোড়লের পো ব'লে কি কম ক'রে দেবে গাল ?
এই ম'লো ছুঁড়িটা,—
ছুঁড়িটা না বুড়িটা ?—
নাহক্ হুঁচুটে প'ড়ে ভাঙে নয়া ঝুড়িটা !
কি করো রহিম চাচা এই বুড়ো বয়সে !
লুকিয়ে চৌকো চাঁচা ! ধর্মে কি সয় সে ?
আচ্ছা, বলো তো চাচা, এত যারে ডাক্‌লে—
সে বিধি মেহেরবান
হিঁদু না মোছলমান ?

পোড়াবো না গোর দেবো দেহখানি রাখলে ?
দূর হোক্—মাটি কাটো, কেবা জানে কিসে কি ;
যতই ঘুলিয়ে দাও, তেলে জলে মিশে কি ?
খেতে পাও না-ই পাও শুধু চলো কুপিয়ে,
বুড়ি বেটী মাটিটাকে আগাগোড়া চুপিয়ে ;
মায়াবিনী শয়তানী চির-বহুরূপী এ !
কা'র ধন দেয় হরি' কা'রে চুপি চুপি এ !
মারো এরে কুপিয়ে।—
বুকে বুঝি মুখ বেয়ে খুন ঝরে টুপিয়ে !
চল্ চল্ কুপিয়ে !

কেবা শোনে কার কথা ? কাঁদিস্‌নে ফুঁপিয়ে ;
কোপের উপর কোপ ফ্যাল্ ঝুপ.ঝুপিয়ে !
কোদালের মুখ হ'তে নে-রে চাপ লুফিয়ে,
চল্ মাটি কুপিয়ে ;—
চৌকোর চারকোণ ঠিক মাপ-জুপিয়ে।

খুন ঝরে টুপিয়ে রে, জোল্‌দি রে জোল্‌দি,
ওই দেখ্‌ চৌকোর চারদিকে গল্‌দি।
আমার চৌকো মেপে পাবে কেউ ফাঁক কি?
বুকে তার সাক্ষাৎ শিবরূপী সাক্ষী।
হেঁই চল্‌ কুপিয়ে,
শক্ত বেহায়া মাটি রক্তেতে ছুপিয়ে।
খাল ধরে বুকে রে!
খুন ঝরে মুখে রে!
মাটির কঠিন টানে শির পড়ে ঝুঁকে রে!
ঝিন্‌ ঝিন্‌ ঝিন্‌ ঝিম্‌—জোল্‌দি রে জোল্‌দি,
কড়া রোদে খামকা কে গুলে দিল হল্‌দি?
ডুব্‌লো কি চাকি ওই?
পূবকোণে দু'কোদাল এখনো যে বাকি ওই।
কোদাল কি হাতে নেই? নেই কুছ্‌পরোয়া,
মাটিটুকু দাঁতে কাটি এ মোদের ঘরোয়া।
নখে দাঁতে মাটি কাটি, ভ'রে নেই আঁজ্‌লো;
মাটিকাটা প্রাণ আজ মাটি পেয়ে বাঁচলো!

কাঁদিস্‌নে খোকাধন, ভাবিস্‌নে বৌ গো!
আজ তো কেটেছি মাটি পুরো এক চৌকো।
বুকে পিঠে মাটি চাপে! এ মাটি কে মাপে রে?
হক্‌ মাটি মাপ দিতে প্রাণ কেন কাঁপে রে!
মাপদার! মাপ দাও ও হাতেরি মাপা ওই
নয়নজলের আমি নিমকহারাম নই!

মৎস্য-শিকার

ওগো মেছুরিয়া ভাই !
ক্ষণেক দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে মৎস্য-শিকারে যাই।
ঘুমিয়ে ও জেগে, জেগে ও ঘুমিয়ে রাত যদি কেটে যায়,
দীর্ঘ অলস বর্ষাদিবস কাটিবারে নাহি চায়।
কর্ম্মবিহীন কাটাইলে দিন ধর্ম্মনাশের ভয় ;
তোমার সঙ্গে ভিড়ে' যাওয়া ছাড়া নাহি গত্যন্তর।
ছিপ সূতো টোপ ফাৎনা বঁড়্‌শি হরেকগন্ধী চার !—
এ অর্ব্বাচীন তোমারি উপর দিতেছে সে সব ভার।
প্রতিদিন প্রাতে একা যাও ভাই আমার ছুয়ার দিয়া,
আজিকে বন্ধু চলো গো শিকারে আমারে সঙ্গে নিয়া।

সেদিন ছু'পরে মাচার উপরে,—সে তো ব'সে ছিলে তুমি ?
মেঘ-ভাঙা রোদে বিলের শেহালা গুমটে উঠিছে গুমি'।
ওড়ে মাছরাঙা দূরে তীরস্থ জীর্ণ অশথশাখে,
সন্ধানশীল শকুনি ও চিল কেঁদে ওঠে থাকে থাকে।
চাহি' আন্‌মনে জলছবি-পানে কাটিছে তোমার দিন,
ফাৎনার সনে ক্ষণে ক্ষণে আঁখি একাগ্র, উদাসীন।
সবভোলা কোন্ স্বপনের মাঝে, ফাতার চকিত নৃত্যে
চমকি' জাগিয়া চেপে ধরো ছিপ আশা-উন্মুখ চিত্তে।
টোপ খেয়ে কভু পলায় শিকার, কখনো বঁড়্‌শি গিলে,—
চক্রচ্যুত দ্রুত চলে সূতো, কভু নিষ্ফল ঢিলে !
মেছুরিয়া উদাসীন !
পাও, না-ই পাও, আসো আর যাও, তীরে ব'সে কাটে দিন !

নদী খাল বিলে, দীর্ঘিকা ঝিলে, সব ঠাঁই ধরো মাছ,
চুনোপুঁটি রুই মৃগেল কিছুই নেইকো তোমার বাছ।
কাল বৈকালে রাজড়ার খালে 'লোভা'য় ধরিলে শোল,
পরশু প্রভাতে ক্ষেমির ডোবাতে পুঁটিতে ভরিলে খোল।
কত মতলব, নব নব টোপ, নিত্য নূতন চার,—
ঘ্যাচ্‌রা আন্‌কা ভাসা ডুবো কারো নেই তাহে নিস্তার।

মেছুরিয়া নিরদয়,—
জলের মৎস্য ডাঙায় তুলিতে কি হর্ষবিস্ময়!
নদীর ওকূল কালো হয়ে আসে শ্রাবণ-সন্ধ্যাবেলা,—
তখনো বন্ধু, ছিপটি তোমার সম্মুখে থাকে ফেলা।

চিক্কণ কালো জলে,
মুমূর্ষু আলো আহত কৃষ্ণসর্পের মতো চলে।
দূর পল্লীতে বেজে যায় শাঁখ, জ্বলি' উঠে দীপশিখা,
থামে ছায়ানট, ঢাকি' দিক্‌পট নামে মায়া-যবনিকা।

তখনো কিসের আশে,
তোমার নয়নে ঢেউএর মাথায় ফাৎনার ছায়া ভাসে?
গভীর আঁধার জলতলে কোথা ঘুমায় মাছের ঝাঁক,
বর্ষারাতেও তার মাঝে বুঝি পড়েছে কাহার ডাক!
নূতন চারের উতল গন্ধ আকুল করিল কারে?
বহু সন্ধানে পরমানন্দে তোমার ফাৎনা নাড়ে।

টানিতে তোমার ডোর,—
বঁড়শির 'কালা' বিঁধিল কপালে, কি তার কপালজোর!
'আপাল' কাটিয়া ঝাঁপায় লাফায়, ছিপের সঙ্গে খেলে,
তোমার লীলায় অকূল তাহারে কূলপানে ক্রমে ঠেলে।

মেছুরিয়া, মেছুরিয়া!
কাটে যদি রাত, কাটে না তো দিন, চলো ভাই সাথে নিয়া!
মিথ্যা বন্ধু লিখিব পড়িব, শেষটা মরিব দুখে,
তোমার মতন মৎস্য ধরিব,—খাইব পরম সুখে॥

শাওনরাতি

ওগো শাওনের রাতি, যেয়ো না!
তারাহারা, কুণ্ঠিত, কালো মেঘে গুণ্ঠিত,
নীল আঁখি মেলি' আর চেয়ো না!
যেয়ো না শাওনরাতি যেয়ো না!
আজি ওই ঝর ঝর চিরন্ত নির্ঝর,
দূর দূরান্তে ঝরে সঘনে;
অন্ধ অনন্তের ক্রন্দন-ছন্দের
সান্ত্বনা-গান ওঠে গগনে!
র'য়ে র'য়ে শন্ শন্ অশান্ত সমীরণ,
চম্ চম্ তড়িৎ-চমক!
গর গর গর্জ্জে গুরু দেয়া তর্জ্জে
চিত্তে লাগে ভীতির ধমক।
কান পেতে শোনো দেখি গগন-অরণ্যে কি
গর্জ্জে শাবক-হারা বাঘিনী?
ও কোন্ বেদিনী মেয়ে অমন কাঁদুনি গেয়ে
খেলাইছে বিদ্যুৎ-নাগিনী!

তবু শাওনের রাতি যেয়ো না!
শঙ্কা-বিরল প্রাণে ক্রন্দনে অভিমানে
ওই গান বৈ আন্ গেয়ো না!
হেরো, তোমারি চোখের জলে আমার ফসল ফলে,
মরা গাঙে ভাঙিছে ভাঙন;
তোমার হুতাশ-শ্বাসে আমার সুনিদ্ আসে,
হে উদার ব্যথিত শাওন!

যবে, গম্ভীর শ্যামকায় চঞ্চলা চমকায়,—
রস-আশা মানসে শিহরে,
রাগিয়া বিমুখ পিয়া, মেঘরবে কম্পিয়া
চকিতে চাপিয়া বুকে ধরে!

শোনো শোনো শাওনের রাতি গো!
এই যে নিবায়ু ঘরে বাতি গো!
অকূল ও কালো বুকে এ তরী ভাসিল সুখে,
ডুবে যদি কিবা ক্ষতি তায়।
হে মোর অনিদ্-সাথী শাওনের শেষরাতি!
পোহায়ো না, মিনতি তোমায়॥

পিছুহটার গান

পিছু হট্ পিছু হট্ ভাই!
না হটিয়া পিছে আগে ছুটে মিছে-
ঘটায়ো না সঙ্কট ভাই!

ভবসংগ্রামে হাঙ্গাম দেখে
হ'টে এসে উঠে বুদ্ধ,

পিছু হ'টে হ'টে ফরাসীয় মাঠে
ফতে হ'ল মহাযুদ্ধ।
হটিতে হটিতে মহাত্মা গাঁধি
হাঁটুর উপরে উঠালেন খাদি,
অসাধ্য কাজও হটযোগে আজও
ঘ'টে যায় পটাপট্‌ ভাই।

কুরুক্ষেত্রে মেলিয়া নেত্র
হঠাৎ হটিল পার্থ,—
তাইতো কলিতে অলিতে গলিতে
গীতোক্ত পরমার্থ।
পিছুহটনের গুহ্য সূত্র
কিছু লিখে গেল চণকপুত্র,—
শিং আছে যার যেয়োনাকো তার
দশহস্ত নিকট ভাই।

সম্মুখ টানে সঙ্কটপানে,
ধু ধু কর্ম্মের মরুপথ ;
পিছে বাপ দাদা ক'রে গেছে কাদা
সেথা চেপে বসা নিরাপদ্‌।
বিষ্ণুশর্ম্মা কহে মারি' বেত,—
'গণস্যাগ্রে ন হি গচ্ছেৎ' ;
গণতন্ত্রীয় এ মূলমন্ত্রে
পিছু হ'তে ঘাড় মটকাই।
কা'র ঘাড় ?—…ড্যাস্‌ ভট্‌ ভাই।
পিছু হট্‌ পিছু হট্‌ ভাই॥

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ

কত দূর, আর কত দূর ?—মোর যাত্রার কোথা শেষ ?
স্বর্গ কি ওই জীবতরুহীন তুষারের মরুদেশ ?
জানি নিভিবে না প্রজ্বলন্ত এ চিতের পরিতাপ,—
ভেবেছিনু তবু, মরণ আসিয়া জুড়াবে দেহের তাপ।
এখন বুঝেছি প্রাণের আগুন এমনই ঘিরেছে দেহ,
শীতল করিতে ব্যর্থ হইবে মৃত্যু-পরশ-স্নেহ।
ওই চিরহিমময়
স্বর্গে পশিলে সশরীরে, যদি এ জ্বালা শীতল হয়!
হোথা কি ধরণী স্বর্গের লোভে উঠিয়া উর্ধ্বমুখী
শৃঙ্গে শৃঙ্গে তরঙ্গ তুলি' সুরপুরে দিল উঁকি ?
সেথা, স্বর্লোকে কি পড়িল চোখে, হতভাগিনীর ভাগ্যে ?
কোমল সে প্রাণ আজিকে পাষাণ সীমাহারা বৈরাগ্যে।
অপার তাহার হিম-প্রান্তরে শুভ্র চিরতুষার
নিখিল অশ্রু জমাট করিয়া ঘুমায় নির্বিকার।
সব কলরব স্তব্ধ নীরব ;—ওই পথে যেতে হবে,
মর্ত্যলোকের ব্যর্থতা যত রহিয়া সগৌরবে।

ধর্মের নেশা ছিল মোর যাই পাশার নেশার সনে,
তাই পাঁচ ভাই বনবাসে যাই অকাতরে অকারণে।
সে ধর্মবলে কুরুক্ষেত্র করিনু উত্তরণ,
ক্ষুদ্র ভারতে মহাভারতের ক'রে গেনু পত্তন।
এতদিন সাথে ছিল সেই ভাই,—মহিষী যাজ্ঞসেনী,—
দশ হাতে মোরা বেঁধে দিয়েছিনু লাঞ্ছিত তার বেণী।

আজি কি তুষার-শয়নে শীতল হ'ল সে পুত্রহীনা ?
শিলা-সমাধিতে অভিমন্যুরে পার্থ ভুলিল কি না ?
হিম-ঝঞ্ঝায় শান্ত হ'ল কি ভীমের ভীষণ ক্ষোভ ?
সময় যে নাই ফিরে দেখে যাই, টানিছে স্বর্গলোভ !
অদৃষ্টে মোর লিখা,
লভিব স্বর্গ,—ধর্ম-মরুর অকরুণ মরীচিকা !
চলেছি চলিব একা ;—
তুষারের তীরে স্বর্গ-প্রাচীর ওই বুঝি যায় দেখা ?
দিকে দিকে দিকে ভাতিছে কি ওই দেবের তনুদ্যুতি ?
বুঝি শোনা যায় ইন্দ্রসভায় অপ্সরী গায় স্তুতি !
চলো চলো মন, কেন অকারণ পিছে চাহো ফিরে ফিরে ?
পথে বিলম্ব কোরো না, স্বর্গে যাবে যদি সশরীরে।
যদিও রে নিঃসঙ্গ !
পথের চিহ্ন-হীন প্রান্তরে তুষারে অসাড় অঙ্গ ;
মাঝে মাঝে বোধ হয় শ্বাসরোধ, শিলা-ঝড়ে দেহ বেঁধে ;
—কুরুক্ষেত্রে নরমেধ ? সে তো কেটেছে অশ্বমেধে !
ব্যাস বলেছেন আমি নিমিত্ত, বলেছেন শ্রীগোবিন্দ ;
চল চঞ্চল, রে অবিশ্বাসী,—বৃথা আপনারে নিন্দ।

—এইতো স্বর্গদ্বার,—
সশরীরে আমি প্রবেশিব, হায় ! সাক্ষী রবে না তার ?
দ্রোণগুরু-সুত অশ্বত্থামা, শুনেছি অমর সে তো ;
সঙ্গে আনিলে আমার স্বর্গ স্বচক্ষে দেখে যেতো।
—কে ডাকিছে পিছু ? ওরে কুকুর ! আজও সাথে আছ ভাই !
সব ছেড়েছে রে এ যুধিষ্ঠিরে, তুমি তবু ছাড়ো নাই ?

এস গো বন্ধু, পুণ্যের বোঝা হয়েছে বিষম ভারী,
ক্লান্ত এ শির, চরণ অথির, আর যে বহিতে নারি ;
ধরো, ধরো তার ভাগ,—
মোর মতো দেখি তোমারো বন্ধু স্বর্গের অনুরাগ !
তোরে আশ্রয় করিয়া ঘুরিব স্বর্গের পথে পথে ;
গরুড়পৃষ্ঠে হেরিবে মুরারি, ইন্দ্র ঐরাবতে।
ফেলিয়া মর্ত্যে ধর্মার্জিত অমূলক অপবাদ,
চলো চলো সখা, মিটাই সকায়ে স্বর্গে যাবার সাধ !
এখনো যখন যুধিষ্ঠিরের
পিছন ছাড়োনি ভাই,
কুকুর হ'লেও তুমিই ধর্ম ;
সন্দেহ তা'তে নাই !

বিভীষণ

ভাই নিয়ে এল হরণ করিয়া পরের পরমা নারী,
প্রজার মাঝারে কামুক রাজার চরম কেলেঙ্কারি !
চুপ ক'রে যদি দেখি,
বলো তবে আজ, তোমাদের মতে উচিত হইত সে কি ?
লঙ্কেশ্বরে শঙ্কা না ক'রে করেছিনু প্রতিবাদ,
যুগে যুগে তাই রটাও কি ভাই মোর নামে অপবাদ ?
পার হয়ে এল প্রবল বৈরী সাগরে জাঙাল বাঁধি' ;
লঙ্কার দশা ভাবিয়া পড়িনু ভাইএর চরণে কাঁদি'।
মরণ-দম্ভে মাতি'
সবার সমুখে সভায় বসিয়া সে ভাই মারিল লাথি !

আমি তাহা সহি নাই ;—
তোমরা কি চাও শ্রীষ্ট নিমাই হবে রাবণের ভাই ?

আর কোনো পথে সে অপমানের না দেখিয়া প্রতিকার,
গিয়েছিনু বটে রামের নিকটে শুধিতে লাথির ধার।
রাজার খাতিরে হজম করিয়া সে আত্ম-অপমান,
নিরাপৎ-বৈরাগ্যে করিলে আত্মার সন্ধান
হয়ত হইতে খুশি !—
রক্ষের দেশে সে প্রথা ছিল না, কেন মোরে করো দুষী ?

দুর্দিনে শুধু আশ্রয় নহে, মিতা ব'লে কোল দিল,
সমর-সাগরে অপরিচিতেরে তরণী সমর্পিল !
সেই পুরুষোত্তমে
দেখনি তোমরা, তাই ভাবো আমি পড়েছিনু মোহে ভ্রমে'।
ঘরের খবর রঘুবরে যদি সব ক'য়ে দিয়ে থাকি,—
মোরে দুষ' বৃথা—দেখনি তোমরা সে দু'টি কমল আঁখি।

লাথি-মারা পদে পূজি নাই, তাই কহ বিশ্বাসহন্তা ?
জানা তো ছিল না অহিংস হয়ে লাথি শুধিবার পন্থা !
কহ যে দেশদ্রোহী,—
মাটি, জল, বায়ু, পশু, পাখী, নর, বলো কারে দেশ কহি ?
মাটিটাই যদি দেশ তোমাদের—লঙ্কা তো আজও আছে ;
রাক্ষসকুলে তবু আমি আছি, রঘুকুলে কেবা বাঁচে ?
চিরজীবী আমি, ত্রেতা হ'তে হেথা দেখিতেছি ব'সে ব'সে,
কত বিষফল ফলালো মানব এই মাটি চ'ষে চ'ষে।

না বুঝে মাটিরই ফাঁকি
মাটির ঘটের সমুখে রাঘব উপাড়িতে গেল আঁখি।
সেই হ'তে লোক গড়ি' নব নব দেবতা সে মাটি নিয়ে
যুগে যুগে,প্রাণ দিল বলিদান মাটির মাদক পিয়ে।
ল'য়ে এই মৃত্তিকা
কত মহাবীর স্বহস্তে ভালে পরিল মৃত্যুটিকা।
মোহিনী মাটির অতুলন স্নেহ তিল তিল হয়ে জমা
কত না সুন্দ উপসুন্দের রচিল তিলোত্তমা।

এ যুগের চোখে পুরানো মাটির নব মায়া পুনঃ লাগে,
সে যুগের সেই মৃন্ময়ী আজ·চিন্ময়ী হয়ে জাগে।
আজি এ মাটির প্রেমে
দিকে দিকে জাতি মরণ-সাগরে স্রোতে স্রোতে আসে নেমে।
তারি আহ্বানে ডালি ভ'রে আনে ধন প্রাণ মান দেহ ;
বুকের শোণিতে শোধে তারা, হায়, এ মরা মাটির স্নেহ।

ত্রেতায় যে পূজা পেয়েছিল প্রজা, দ্বাপরে যা রাজা পায়,
কলিতে কঠিন মূক মৃত্তিকা সেই পূজা ফিরে চায়।
স্বর্গ হ'তেও গরীয়সী কি না স্বদেশ জন্মভূমি,
স্বর্গ তো নাই, কেমনে যাচাই করিবে সে কথা তুমি ?
এও বড় বিস্ময় —
গরীয়সী ফেলে দলে দলে দলে স্বর্গে না গেলে নয় !
মাটি যদি হ'ত মাতা,—
তর্পিতে তায় লাগিত কি লাখো পুত্রের কাঁচা মাথা ?
মৃৎ-রূপে-রূপে মা রাজে স্বরূপে, শুনে এই রূপকথা
দেখিলাম আমি যুগে যুগে নর সহে নব নব ব্যথা।

রক্তপিপাসা ভক্ত সাজিয়া পূজে মৃন্মহামায়া,
স্বার্থ-প্রদীপে পুরোহিত করে আরতি আপন ছায়া।
মিছে, ওরে সব মিছে,—
মাটির প্রেমের হেমকুরঙ্গ বনে বনে ছুটাইছে।

আমি চিরজীবী, যুগে যুগে ভাই মিটান্থ অনেক সাধ,
ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ, জানি সকলেরই স্বাদ।
এই বুকে আমি ধরিয়াছি সেই পরমব্রহ্ম রামে,
রাজ্য করেছি মন্দোদরীরে লইয়া আপন বামে।
রাজসূয়ে দেখি' ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের খ্যাতি,—
মরণ-দুয়ারে হেরেছি তাহার পথ-কুকুর সাথী!
কোথা সে লঙ্কা, কোথা অযোধ্যা, ইন্দ্রপ্রস্থ ধাম?
কোথা সীতারাম, কৃষ্ণার্জ্জুন? সবই এক পরিণাম!
চারিদিকে ভাঙে সাগরের বুক
তরঙ্গ কি ভীষণ!
মাঝে শুধু জ্বলে রাবণের চিতা—
চিরজীবী বিভীষণ!

নবান্ন

এসেছ বন্ধু?—তোমার কথাই জাগছিল ভাই প্রাণে,—
কাল রাতে মোর মই প'ড়ে গেছে ক্ষেতভরা পাকা ধানে।
ধান্যের ঘ্রাণে ভরা অঘ্রানে শুভ নবান্ন আজ,
পাড়ায় পাড়ায় ওঠে উৎসব, বন্ধ মাঠের কাজ।
লেপিয়া আঙিনা দেয় আলপনা ভরা মরাইএর পাশে;
লক্ষ্মী বোধ হয় বাণিজ্য ত্যজি' এবার নিবসে চাষে।

এমন বছরে রাতারাতি মোর পাকা ধানে পড়ে মই!
দাওয়ার খুঁটীতে ঠেস্ দিয়ে ব'সো,—সে দুখের কথা কই।

বোশেখ, জ্যৈষ্ঠি, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্দর, আশ্বিন,—
আশা-আতঙ্কে খেয়াল ছিল না কোথা দিয়ে কাটে দিন।
দুর্যোগে সবে বালির বাঁধনে বাঁধিনু বন্যাধারা,
বুকের রক্ত জল ক'রে কভু সেচিনু পাণ্ডু চারা।
কার্তিকে দেখি চারিদিকে,—একি! এবার তো নহে ফাঁকি!
পাঁচরঙা ধানে ছক্-কাটা মাঠ জুড়ায় চাষার আঁখি।

অঘ্রানে থাকে থাকে
কাটিয়া তোলায় খামারে গোলায় যাহার যেমন পাকে।
আমি রোজ ভাবি—ফসলটা নাবী, আরো ক'টা দিন যাক্,
ভরা অঘ্রানে ঘটে না তো কোনো দৈব দুর্বিপাক।
মরাই-সারাই শেষ ক'রে, সবে খামারে দিইছি হাত,
কাল্‌কে হঠাৎ,—
বন্ধু, দোহাই, তুলোনাকো হাই, হইনু অপ্রগল্‌ভ,—
ক্ষমা করো সখা—বন্ধ করিনু তুচ্ছ ধানের গল্প।

তার চেয়ে এস প্রভাত-আলোকে চেয়ে থাকি দূর-দূরে,—
বাঁকা নদী যেথা চরের কাঁকালে জড়ায় জরির ডুরে।
যেথায় আকাশে ভুলে নেমে আসে মানস-মরালশ্রেণী,
যেথা দিক্‌বালা শীতের বেলায় এলায় আঁচল বেণী।
উঠো না বন্ধু, অঘ্রান মাস,—তাহে নবান্ন ভাই,
আজিকার দিনে চাষার ঘরে যে কুটুম ফিরাতে নাই।
বারবেলাটুক্ কাটুক্ দেবতা, ঘুরে আসি ক্ষেতখানা,
মইভলা ভুঁই ঘেঁটে খুঁটে আনি যা' পাই ধানের দানা।

চিরান্নহীন নবান্নদিনে এসেছ আমার ঘরে,
শুভখনে শেষ অন্নপিণ্ড অর্পি' পরস্পরে,
চরম প্রণাম করিব যখন,—বন্ধু, মাথার কিরে—
ফণায়িত ক'রে আশিস্ ঢালিয়া দংশিও মোর শিরে ॥

দুঃখের পার

ঝরিছে শ্রাবণ-ধারা উপর্ঝরণ,
গগন ধরণী মেঘে ধূসর বরণ ;
দাদুরী প্রভৃতি সব
নিভৃতে করিছে রব,
পাঁচীর ছেলের শব পচে অকারণ !
এ বাদলে মরণের ছিল না মরণ ?

বিধবা ভিখারী পাঁচী, একটি ছেলে,—
তার ভালে জুটিল না ঢোঁড়া কি হেলে ;
খাঁটি বামুনেরই শাপ,
কাটিল কেউটে সাপ,
যেদিন ছ'দিন পরে পথ্য পেলে,
চ'লে প'ল মা'র কোলে মায়ের ছেলে।

পথ্য পায়নি, আজ পথ্য পেতো
কেউটের বিষে যদি সে বেঁচে যেতো।
ছাইকুড়ে মান-তলে
দীনের ফসল ফলে,

তাই তুলে চালে জলে সিজায়ে খেতো,
পাঁচী যদি শুখা কাঠ কুড়াতে পেতো।

শুখা কাঠও পেয়েছিল এই বাদলে,
তাই হয়,—যার যবে বরাত খোলে।
আনন্দে ভুখা ছেলে
ছেঁড়া কাঁথা টেনে ফেলে
ছাইকুড়ে মান খুঁড়ে যেমনি তোলে,
'মাগো!' ব'লে ছুটে এসে পড়িল ট'লে।

চেপে নামে বারিধারা উপর্ঝরণ,
পাঁচীর চ্যাঁচানি আদি হ'ল অকারণ।
স্থির হয়ে অবশেষে
ব্যাপারটা বুঝেছে সে,
তবু বেহুলার কথা হইল স্মরণ।
বিধবা মায়ে কি মানে ছেলের মরণ?

মরা-ছেলে-কোলে পাঁচী ঘরে একেলা
অকূলে ভাসিয়ে দিল কলার ভেলা!
বাদলায় বাদলায়
দিন যায় রাত যায়,
মরণ-বিজয়ী প্রেম খেলিছে খেলা;
মেঘ-আড়ে ফাঁকি দেয় শ্রাবণ-বেলা।

যে-দুখ ঘুরিয়া মরে দেহের পাকে,
পৌঁছে না আত্মার উপর-থাকে—

সে-দুখের পারাবার
পাঁচী কি হয়েছে পার?
যে-পারে বসিয়া কবি এ ছবি আঁকে,
সেথা সে পোঁছেছে কি? শুধাই কা'কে?

শর-শয্যায় ভীষ্ম

কুরুক্ষেত্রে চিরস্তব্ধ ভীষণ সমর-মন্দ্র;
অন্তিম নতি লহ ভীষ্মের অস্তোন্মুখ চন্দ্র!
বংশের মোর হে আদি-দেবতা! দাঁড়াও আঁখির আগে,
মরণ-পন্থে সন্তান তব শেষ স্নেহাশিস্ মাগে।
তুমি জানো দেব, কোন্ গূঢ় খেদে শরের শয্যা পাতি'
শিশুর মতন কাটায় ভীষ্ম দিবসের পর রাতি।
কেন একা অনাদৃত
আপনবংশ-ধ্বংসের মাঝে পড়িয়া জীবন্মৃত!
দেবব্রতের নিজ পৌরুষে অর্জিত অমরতা
হেলায় ফেলিয়া কেন চ'লে যাই—তুমি জানো সব কথা।

একে একে যবে সাত ভাই ডোবে জননীর স্নেহ-নীরে,
লীলাকৃতার্থ স্বর্গের মাতা স্বর্গে গেলেন ফিরে!
বিস্মৃতি-তলে মা'র মুখখানি আজও খুঁজি, হায় মোহ!
দেবী হয়ে নরে গর্ভে ধরিল,—এইতো অনুগ্রহ।
সেই জাহ্নবী মিটালেন যাঁর যুব-চিত্তের ক্ষোভ,
পরিণামে হায় জন্মিল তাঁর ধীবর-সুতায় লোভ!
বৃদ্ধ পিতার সে মত্ততার প্রায়শ্চিত্ত-আশে,
নবযৌবনে কামনা-নাগিনী বাঁধিনু সত্য-পাশে।

রাজ্যের লোভে বংশে যাহাতে না ঘটে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব,
পণ করেছিনু—তুমিও তাহাতে সাক্ষী ছিলে তো চন্দ্র !
আজি শর-শয্যায়
মূঢ় কিশোরের সে দৃঢ় দুরাশা মনে প'ড়ে হাসি পায় !
কৌরবকুল-গৌরব ভাবি' বিমাতার সুতে পালি',
তুমি জানো দেব, কি অগৌরবে একে একে দিনু ডালি।
'চন্দ্রবংশ নির্মূল হয়'—বিমাতা সাধিয়া কহে ;—
ইঙ্গিত বুঝি' কহিনু—'জননি, সে তো আমা হ'তে নহে।'
বিস্ময়ে শুনি,—ব্যাসমুনি মোর ঋষিজ কানীন ভাই !
—যত তেজই হায় থাক্ অনলের পোড়াতে পারে না ছাই।
খর দিবালোকে মিটে নদী-বুকে মুনির মনের আশ,
ধরণা সে লাজে আজও মাঝে-মাঝে টানে কুজ্ঝটি-বাস !
শাস্ত্র ঘাঁটিয়া সম্মতি দিনু, সহজ বুদ্ধি ঠেলে,
আমার বংশে জন্মিল এসে অন্ধ পাণ্ডু ছেলে !
শোনো দেব, মোর শরের শয্যা নহে নহে অকারণ,
কুলবধূ নিয়ে সেই কদাচার, আজিও পোড়ায় মন !
অধর্ম হ'ত ! না হয় সেদিনই লোপ হ'ত কুরুকুল ;
সাথে সাথে যত ভারত-ক্ষত্র হ'ত না তো নির্মূল।

জ্যেষ্ঠ রহিল বন্ধ করিয়া আপন অন্ধ কারা,
যৌবনযোগে পাইল পাণ্ডু পিতৃব্যের ধারা।
হীনবীর্য সে বসিয়া দেখিল বংশের অপমান,—
দেবতা আসিয়া যুবতী জায়ারে করিছে পুত্রদান !
ছিল বটে প্রথা পিতামহদের আনে ত্রিদিবের মেয়ে,
চতুর দেবতা প্রতিশোধ তাই দিল কি সুযোগ পেয়ে ?
দেব-কৃপালোভী তপঃসিদ্ধ মূর্খ মুনির বরে
ধর্ম আসিয়া অধর্ম করে মূঢ় মানবের ঘরে।

ক্ষত্রিয় যুবা মরে ক্লীব হেন বনে রমণীর বুকে।
পঞ্চ পুত্র সাথে ল'য়ে রানী ফিরে এল অধোমুখে।
পাঁচ জনে কহে পাণ্ডুসুতের পঞ্চ দেবতা পিতা!—
রোমে রোমে মোর শরের বেদন,—আজও তবু ভুলিনি তা'।
দ্বন্দ্ব বাধালো অন্ধের ছেলে দম্ভী দুর্যোধন:—
মরণ-তোরণে কেমনে কহি তা একান্ত অকারণ?
দুখ মোর এই—ক্ষত্রিয় হয়ে আশ্রয় করে ছল;
মুগ্ধ আমারে করেছিল বটে পাণ্ডব-বাহুবল।
আজিও ভুলিনি—পাঞ্চাল-ভূমে কৃষ্ণা-স্বয়ম্বরে
একক যুবক অযুত রাজায় বিমুখ করিছে শরে!
সে কি আনন্দ! প্রভাতে যখন শুনিনু পার্থ সেই।
সে যে কি লজ্জা!—দূতমুখে যবে শুনি পরক্ষণেই—

মাতার আদেশ পেয়ে

পাঁচ ভাই ভাগে বিবাহ করেছে স্বয়ম্বরের মেয়ে।
হে কুলদেবতা! তোমার অঙ্গে কত কলঙ্ক সহে?
পঞ্চপতি কি কুলগত হ'ল? ব্যভিচার কা'রে কহে?
শুধু বংশের কল্যাণ ভাবি' সে বিষও কণ্ঠে ধরি;—
শর-শয্যায় সবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।
রাজ্য লইয়া কুরু-পাণ্ডবে আবার বিবাদ বাধে;
দম্ভে ধর্মে পাশাখেলা চলে! নীরব রহিনু সাধে?
পাশার বাজীতে রাজ্য হারিয়া রাখিল পত্নী-পণ!
পুত্তলীপ্রায় দেখিনু যা সব করিল দুর্যোধন।
নির্বাক হয়ে ভাবিতেছিলাম,—কোন্ লজ্জাটা ভারী?
—পাশা জিনে' রাজা সভার মাঝারে উলঙ্গ করে নারী,—
না,—ব্যসনাসক্ত ধর্ম ওদিকে সত্যের অভিমানে
ক্ষত্র হইয়া দেখে,—পত্নীর কটির বসন টানে?

ভার্গবজয়ী ভীষ্ম সেদিনও আবার করিল ভুল,—
না করি' অস্ত্রে কুরু-পাণ্ডব একসাথে নির্মূল।
তাই সহিলাম—ফাল্গুনি যবে প্রতি ভুল গুনে গুনে,
রোমে রোমে বিঁধে দিল অপূর্ব শরের বর্ম বুনে।

কুরুক্ষেত্র-অবসানে দেব, আজও কি বলিতে হবে,
কৌরব ছাড়ি' কেন কুরুপতি বরে নাই পাণ্ডবে ?
কি নৈরাশ্যে রণভূমে পুনঃ বাহুতে পাইনি বল ?
দশ দিন ধ'রে কেন করেছিনু শুধু যুদ্ধের ছল ?
বীর্য, সত্য, মনুষ্যত্ব সবই যদি হ'ল ফাঁকি,—
মর্ত্যে কেবল অমরতা নিয়ে কতকাল বেঁচে থাকি ?
বৃথা যৌবনে কুল-কল্যাণে ত্যজিনু রাজ্য-দারা ;
মিথ্যার তরে সত্য যে করে, সে হয় সত্যহারা।
পাপকে পন্থা যে দেয় ছেড়ে, সে লভে না ত্যাগের পুণ্য,
দেবলীলা ফোটে মানুষ যখন মনুষ্যত্ব-শূন্য :—
শিখণ্ডীপিছে পার্থ যুঝিছে,—হাসে হরি রথ'পরে,
ভাগ্যে ভীষ্ম বর পেয়েছিল ইচ্ছামাত্র মরে !
তুমি কি বোঝোনি কত দুখে আর স্পর্শ করিনি ধরা ?
অসহ যাতনা, তবু কেন নাই স্বর্গে যাবারও ত্বরা !
ওগো গগনের নীরব সাক্ষী ! তব বংশের শেষ
দেখে যাবো ব'লে শর-শয্যায় প'ড়ে আছি অনিমেষ।
আজ সব সমাপন ;—
বংশের সাথে হ'ল নির্বাণ ভিতরে বাহিরে রণ।
আঁধার নিশীথে তুমিও চন্দ্র চলিলে অস্তাচলে ;
ভীষণ শ্মশানে শবাসনে যত শ্বাপদের আঁখি জ্বলে !
শোণিতগন্ধী মহাপ্রান্তরে ঝিমায় অন্ধ রাতি ;
দেহ খুঁজে মিছে আত্মা ভ্রমিছে জ্বালি' খদ্যোত-বাতি !

দিগন্তে ফুটে তোমার মৃত্যুবীভৎস মুখছবি ;—
ও কি ও ! সহসা জ্বলিয়া পলকে নিবিল কি শত রবি !
ঢাকে চারিধার সচল আঁধার, কল্লোল ক্রন্দন !
প্রলয়পয়োধি ভাঙে সৃষ্টির বেলা-বালু-বন্ধন !
ওকি দেখি পুনঃ ? পাণ্ডুভীষণ সে মহাপ্রলয়বারি
বটের পাতায় পার হ'তে চায় নিরুপায় কাণ্ডারী !
নারায়ণ ! এ কী দৃশ্য !
প্রলয়মাঝে কি বাঁচিল একাকী শর-শয্যায় ভীষ্ম !

ক্ষমা করো মোর ক্ষণিকের ঘোর হে কুলদেবতা মম !
মরণ-আহত বিহ্বলচিত ভীষ্মের ভয় ক্ষমো ।
দক্ষিণপথে বিফল হইয়া, কাল হ'তে শুনেছি গো,—
উত্তরায়ণে ছুটিবে ভ্রান্ত গগন-মরুর মৃগ ।
চির-তৃষার্ত তেজোজর্জর সেই তপনের সাথে—
জীবন ছাড়িয়া মরণ-পথের পথিক হইব প্রাতে ।
শেষবার মোর প্রণাম লহ গো চন্দ্র অস্তগত,—
তুমি জেনে গেলে কী শর-শয়নে মরিল দেবব্রত ॥

লীলাকীর্তন

জীবনে আমার যত না দ্বন্দ্ব,—কবি-অকবির লীলা এ ;
বিচিত্র তব লীলার ছন্দে দেখ তো বন্ধু মিলায়ে ।
পঞ্জরমাঝে খঞ্জনী বাজে, এস অন্তর্যামী গো !
অন্তরে বসি' লীলাকীর্তন করি আজ তুমি-আমি গো !
ভাবের আকাশে কল্পনারথে বন্ধু গো, রাতদুপুরে
গীতলোকে উড়ি' সুর-অপ্সরী নাচাই ছন্দোনূপুরে ।

রসের সাগরে পাল তুলে ধ'রে মানি না হালের যুক্তি ;—
অপরূপ-লাভে বঞ্চিত, শেষে রূপসাথে করি চুক্তি।
তনুর ভাঁটীতে অতনু-লাবণি, ফেনায়ে উঠে যা সত্ত,
লক্ষ সূক্ষ্ম পরশের নলে চুঁয়াই তা হ'তে মত্ত !

করি' নব নব ফন্দি,—
ফুলের বাহির করিয়া গন্ধে করি তারে শিশি-বন্দী।
অরূপ-কোঠায় উঠিতে রূপের চোরাসিঁড়ি রাখি লাগায়ে ;
যৌবনমধু লেহিয়া লেহিয়া প্রেমতৃষা রাখি জাগায়ে।
তুচ্ছে ধরিয়া উচ্চ করিতে লীলা, মোর লীলা, অপরূপ !
বাঁটা গন্ধের প্রলেপে ডুবায়ে ঝাঁটার কাটিতে গড়ি ধূপ।
মিলন-যামিনী বিভোল করিতে শয়ন-শিয়রে উক্ত
ধূপের কপালে আগুন জ্বালায়ে গন্ধেরে করি মুক্ত।
কোলের সেতারে ঘা দিয়ে কাঁদায়ে বেতারে ছড়াই সঙ্গীত;
অতলের তলে মুক্তা কাঁদিলে ঝাঁপ দি' হারায়ে সম্বিৎ।
প্রিয়াকণ্ঠের মিনতি যে অতি-অবশ্য-প্রতিপাল্য—
সাগর-সেচা সে মুকুতার পাঁতি সুচে বিঁধে গাঁথি মাল্য।
ফণীর ফণার মণি জিনে' আনি' সাজাই রমণী-অঙ্গ ;
মথুরার পাটে ব'সে হেরি পুনঃ ব্রজের আগুন-রঙ্গ।
পূর্ণিমা রাতে দোললীলা মাতে, অমায় দীপালি-লীলা গো !
—আছাড়ে পট্‌কা বানাই পটাসে মিশায়ে মনঃশিলা গো !
চিরদিনই আমি খাঁটি ভক্তের অকপট-চাটু-মুগ্ধ,
ভক্তির ফাঁসে বাঁধি' ভগবতী ফুঁকায় দুহাই দুগ্ধ।
কীর্তনাবেশে নাচিয়ে বাজাই মরা চামড়ার খোল গো !
কসাইখানার লভ্য খসায়ে বসাই পিঁজরাপোল গো !
দুচোখে কুড়ায়ে শারদ-স্বর্ণ-সায়াহ্ন-সৌন্দর্য,
সন্ধ্যা উৎরে প্রাণ-বন্ধুরে দিই বন্ধকী কর্জ।

লীলা এ সকলই, লীলা এ,
কাঁচায়ে নামাই পাকা ঘুঁটি, কভু পাকাই কাঁঠাল কিলায়ে।

অজানিতা-হৃদি-হরণ-কারণে ভাগীরথী হ'তে ভল্‌গা
স্বর্ণমৃগীর সোয়ার ছুটি গো বাগায়ে লোহার বল্‌গা।
লীলাবিলাসী এ মানস আমার কভু গৃহকোণে তুষ্ট—
অনামিকামূলে নামজপ সুরু করে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ!
অপাওয়া প্রিয়ার রূপায়ন করি কত রূপকের ছন্দে;—
মনের পুকুর পঙ্কে ভরাই ফুটাইতে মুখ-পদ্মে।
অগমনীয়ার গমন-স্মরণে বনের মরালী পুষি গো;
অধরা বধূর অধরের ভুলে তেলাকুচো তুলে চুষি গো!
—আর্দ্র অন্ধ চিত্তগুহায় লীলাভুজঙ্গী দোলে রে!
মাথার মণির পাণ্ডু আভায় কুণ্ডলী বাঁধে খোলে রে!
কল্পতরুর ডাল নোয়াইয়ে ফাগুন-আকাশে ফুল পাড়ি!
মেঘ্‌লা মনের ভাঙা কুঠুরিতে পুরানো স্মৃতির ঝুল ঝাড়ি!
ঘরের বাঁধনে বাহির বাঁধিতে সাধিয়া বেড়াই ঘর ঘর,
পরকে আপন করিবার লোভে, আপনারে করি নিপ্পর।
প্রেমবীক্ষণে বিম্বের মাঝে নেহারি বিশ্বডিম্ব;
জগন্নাথের কাঠামো গড়িতে কাটাই আকাঠা নিম্ব।
অসীমের সাথে সীমারে মিলাতে কত কব যত লীলা গো?
ঘরে পুষি ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরে কিনে' শালগ্রাম-শিলা গো।
অমৃত-পথের সন্ধানে হেন ঘুরিতে ঘুরিতে মর্ত্যে,
পিছলি' অকবি পড়ে যে কবির গভীর কীর্তি-গর্তে!

তোমারই লীলায় মিশানু বন্ধু,
আমার লীলার ভোল্‌ এই;
সাঙ্গ ক'রে এ লীলাকীর্তন
এস গোলে হরিবোল দেই॥

পাষাণ-পথে

জ্যৈষ্ঠতুপুর চাপিয়া বসেছে সেরা শহরের বুকে,
ইঁট-পাথরের বিরাট নগর জ্বরঘোরে যেন ধুঁকে।
আল্‌কাত্‌রার তপ্ত প্রলেপে কাত্‌রায় শিলাপথ,
গলিত সে 'লাভা' দলিত করিয়া চলিছে অগ্নিরথ।
তড়িৎ-পক্ষভরে
রুদ্ধ-শার্সি ঘরের গুমোট্ ঘরেই ঘুরিয়া মরে।
পথের দু'ধারে জনতাশূন্য সাজানো পণ্যবীথি,—
পাষাণে বাঁধানো তা'রি ফুট্‌পাথে মোর আসা-যাওয়া নিতি।

পাষাণের বুকে,—যেতে যেতে ভাবি জ্যৈষ্ঠতুপুরবেলা,—
বকুল রোপিল কোন্ অরসিক পথকর্তার চেলা?
কানন-রানীর শিশুকন্যায় হরণ করিয়া কেবা
লোহার খাঁচায় মানুষ করিয়া করায় পথের সেবা?
ছায়া বাড়াইয়া যত পথ-তরু দাঁড়াইয়া সারে সার,
তারি মাঝে হায় বকুলও বিলায় লাজুক গন্ধ তার!
শ্যামল বনের অমল স্মৃতি কি ফুলে ফুলে আজও ফুটে?
নবতৃণতরে যে চুম্ব ঝরে,—তপ্ত পাথরে লুটে।
মনে নাই তার বনের বর্ষা, শোনেনি সে কুহুতান,
দলে দলে কাক ডালে ডালে বসি' করে তা'রে অপমান।
আকাশের চাঁদ কখন্ উঠিয়া কখন্ যে ফিরে ঘর,—
পাষাণ-কারায় ফাঁক নাহি পায় বুলাইতে স্নেহকর।
ঈশানের মেঘ বিষাণ বাজায়, পুবে-মেঘে বারি ঝরে,—
জন-শ্মশানের পাষাণ-সোপানে বকুল ঝুরিয়া মরে!

জ্যৈষ্ঠদুপুরে শ্রেষ্ঠ শহরে পথ চলি আর ভাবি,—
কত-না বকুল দিল তার ফুল মিটা'তে নরের দাবি!
কত-না বকুল দিল তার ফুল, কত ফুল দিল গন্ধ!
দেবে-নরে মিলে' ফুলের কপালে লিখে দিল সেরানন্দ।
ঘ্রাণ-লোলুপের করে প্রাণ সঁপা,—সেই তো চরম সুখ,
ফুল-জীবনের পরম স্বর্গ মিলন-মথিত বুক।

যদি সে মোক্ষ চায়,—
ভক্তজনের অঞ্জলিপুটে লুটাক্ দেবতা-পা'য়!
নির্যাতনের যতনে ভুলায়ে এইমতো বারোমাস
ভক্তিবিলাসী বিলাসভক্তে চালায় ফুলের চাষ।
প্রতি সন্ধ্যায় কোটি কুসুমের অকাল মরণ পাতি',
ঘরে ঘরে নামে খাঁটি স্বর্গীয় প্রেমের কামুক রাতি।
ভোরের ভক্ত গুন্ গুন্ গাহি' বোঁটা হ'তে ছিঁড়ি' ছিঁড়ি',
চন্দন বাঁটি' ফুলে ফুল আঁটি' গাঁথে স্বর্গের সিঁড়ি।
এত শোভা এত মধু এত বাস বিফলে কেন বা যাবে?—
—অবলা ফুল যে কি বলিতে ফুটে, সে কথা কে কোথা ভাবে?

পাষাণ-পথের বকুলগন্ধে সহসা লাগিল হাঁফ,—
বুঝিনু,—এ চির-প্রবঞ্চিতের মর্মের অভিশাপ!
ফুলের গন্ধ নাই নাই ভাই,—কোমলের ব্যথা যত
কঠিনের বুকে বিফল ঘা দিলে লাগে গন্ধেরি মতো!

ছাতার কথা

বহুদিন দেখা হয়নি যে সখা, এস এস ব'সো ভাই!
ঘটেছে একটি ছোট্ট ঘটনা, তোমারে শোনাই তাই।
সেদিন বন্ধু, সজলমেঘমেদুরাম্বরতলে
ভাড়া-নৌকায় হারানু ছাতাটি ভাদুরে গাঙের জলে।
ছত্রবিহীন ভাঙা সে তরণী, উপরে ও নীচে জল,—
ছত্র মাথায় এক কোণ ঘেঁসে ব'সে আছি নিশ্চল ;—
অঝোরে ঝরিছে বাদলের ধারা, ঘনায়ে আসিছে রাতি,—
আচম্‌কা এক দম্‌কা হাওয়ায় উড়াইয়া নিল ছাতি।
মাথা ছেড়ে ছাতা উড়িয়া পড়িল ভাদুরে গাঙের টানে,
দু'বার নড়িয়া অসহায় বাঁট তলাইল কোন্‌খানে!
'ধর ধর ধর মাঝি!'
দুকূল-হানা সে গাঙে ঝাঁপ দিতে আঁধারে কে হবে রাজি?
ভাবি' নিজ বেয়াকুবি—
নিরুপায় হয়ে বসিয়া বসিয়া দেখিলাম ছাতাডুবি!

ভাদরের ধারা অধিক আদরে নামিল নগ্ন শিরে,
মেঘ-পারাবার করে পারাপার বিদ্যুৎ ফিরে ফিরে।
মুখে ফেনা উড়ে, ঘূর্নিতে ঘুরে, বাঁকে বাঁকে মাথা কুটে,
কুটোখানি কেটে দু'খানি করিয়া খরধার নদী ছুটে।
তারি বুকে ধীরে ধীরে
জল সেঁচে সেঁচে উজায় তরণী লগি ঠেলে' তীরে তীরে।
ঝোপে ঝোপে তটে অশথে ও বটে বাড়াইয়া কালো মুখ
অন্ধ-রাতের বাসিন্দা যত চেয়ে দেখে কৌতুক!

বন্ধু, বন্ধু হায় !
দিনের গরম কেটেছে তখন, কেঁদে মরি ভিজে গায়।
যত চলি আর তত ভিজি ভাই, যত ভিজি তত কাঁপি,
ভাড়া-করা ভাঙা তরীর বুকের সেঁউতিতে জল মাপি।
নায়ের তলায় ঢেউএর বসতি, ঢেউএর তলায় জল,
কে জানে কোথায় ছাতার বসতি সেই অতলের তল !

পেটের উপর বুকের বসতি, বুকের উপর মাথা,
তাহারও উপর সুখের বসতি, মাথার উপর ছাতা।
সে ছাতা কাহারও অমল ধবল, কারও-বা তা নিষ্কালি,
কারও ঝুলে তাহে মোতির ঝালর, কারও খুলে পড়ে তালি।
রোদে আর জলে, খরা কি বাদলে, সমান সাথের সাথী,—
অজানা নদীতে উজানি' চলিতে খোয়ালাম হেন ছাতি !
হোক্ শত-তালি, ছিল সে মাথালি মাথার দুখের দুখী,
আজ তারে ফেলে লগি ঠেলে ঠেলে হইলাম ঘরমুখী।
শুধু মনে পড়ে বাদলের ঝড়ে অকূলে সে উড়ে পড়া,
অতলের টানে প্রাণপণে তার আকাশ আঁকড়ি' ধরা !
চির-সেবাতুর জনের সে ব্যথা আজ বিঁধে বড় বুকে,—
রোদে জলে দেহ জর্জর, তবু কথাটি ছিল না মুখে !
নূতন ছাতার সাধ নাই ভাই, প্রতিজ্ঞা করেছি যে,—
এবারের মতো বাকি বর্ষাটা কাটাইব ভিজে ভিজে।
বন্ধু, বন্ধু, ভুলায়ো না দিয়ে নূতন সুখের প্রীতি
নানান্ দুখের তালি-দেওয়া সেই হারানো সুখের স্মৃতি !

কেতকী

এ বাদলরাতে কেন গো বন্ধু আমার শয়নঘরে ?
মোর মতো কি গো নিদ নামিল না তোমারও নয়ন 'পরে ?
বাহিরে শহরে কাঁদিছে বরষা, ভিতরে ব'সো গো ভাই !
আব্ছা আঁধারে শোনাই তোমারে কেন চোখে ঘুম নাই।

শহরের মাঝে নামিল পশলা, সাঁঝে ফিরিতেছি বাসা,
দেখিতে দেখিতে রাজপথে-পথে জল জ'মে গেল খাসা।
বৌবাজারের মোড়ে—
যেখানে ফুলের দোকানের পাশে কসাইএ মাংস থোড়ে,
যে চৌমাথায় মাথা ঘুরে যায়, খুঁজে' পায়নাকো পথ,
যেথা যাবতীয় রথের সারথি বারেক থামায় রথ,
যেখানে বন্ধু,—থাক্ বর্ণনা, আসল কথাই কহি,—
পৌঁছিয়ে সেথা সহসা কি ব্যথা উঠে যেন বুক বহি' !
বাদল-মাথায় দাঁড়ানু ক্ষণেক,—ঘুচিল মনের সন্দ,—
আমার বুকের ব্যথা নহে, এ-তো বন-কেতকীর গন্ধ !
ইতি উতি চাহি' পড়িল নয়নে, ঝুড়ির উপর উচ্চ
মালীর মাথায় কুড়ি দুই দেড় কেয়া-কুসুমের গুচ্ছ।
আসি' কাছাকাছি ওরই মাঝে বাছি' কিনে ফুল তাড়াতাড়ি
বর্ষার সাঁঝে আগাগোড়া ভিজে খুশিমনে এনু বাড়ী।
শয়নঘরের দুকে
ছিন্নবৃন্ত বনের কেতকী দুলিল মনের সুখে।.

বাহিরে তখনো ঝরিছে বর্ষা, থেকে থেকে ডাকে দেয়া,
ভিতরে আমার শয়ন-শিয়রে গন্ধ ছড়ায় কেয়া !

রাত দু'পহর, স্তব্ধ শহর, কাঁদে নিশি নিশ্চন্দ্রা,
কেতকী-গন্ধে কত কি ভাবিতে এসেছিল বুঝি তন্দ্রা।

কে জানে সে কোন্ বনে,
কাঁটার আড়ালে উঠেছিল ফুটে আঁধারে সংগোপনে!
শ্যাম-পাতে ঢাকা শ্বেত কিসলয়, তাহে ঢাকা পীত রেণু,
শ্রাবণ-সোহাগে যৌবন জাগে, বাজে গন্ধের বেণু।
এলো বায়ুরথে মত্ত ভ্রমর নূতন মধুর লোভে,
তরুমূলবাসী বিষভুজঙ্গ ফণা তুলে ফোঁসে ক্ষোভে।
বাদল দারুণ, বিধি অকরুণ,—কি হ'তে কি হ'ল হায়!
গন্ধ ধরিয়া শহরের মালী গ্রাম ছেড়ে বনে যায়!
উড়ায়ে ভ্রমর মারি' বিষধর শহরের পাকা মালী
বৌবাজারের মোড়ে বিকাইতে কেয়ায় ভরিল ডালি।
তারি মাঝে যারে বাছিয়া আদরে আমি আনিলাম ঘরে,
এ বাদল-রাতি যারে করি' সাথী কাটাই কাব্যভরে,
যার গন্ধের আনন্দে মোর নয়নে তন্দ্রা লাগে,—
না জানি কি দুখে সে তরুণ বুকে মরণের লোভ জাগে!

আধঘুমে চাহি' দেখিনু চমকি'—ঝুলিছে সর্বনাশী
নিজ অঙ্গের নীলাম্বরীতে কণ্ঠে লাগায়ে ফাঁসি!
কসিয়া কোমর বাঁধা,
অলকগুচ্ছে আধঢাকা মুখ অস্বাভাবিক সাদা!
তোমারই শপথ, কহিনু সত্য,—দেখিলাম প্রাণবন্ধো!
দেয়াল ধরিয়া বেড়াইছে ঘুরে মৃত কেতকীর গন্ধ!
হাঁকিল পাহারা,—উঠি' ধড়মড়ি দু'হাতে খসানু ফাঁসি,
ঝর ঝর ছুঁয়ে ঝরিয়া পড়িল শুষ্ক পরাগরাশি!

কাঁটা বিঁধে' হাতে বুঝিনু—স্বপন, আমারই মনের ভুল ;
দুপুর রাতের ঘুম মাটি করে ছু'পইসে কেয়াফুল !

সে হ'তে বন্ধু হায়,
এমন ঠাণ্ডা বাদল-রাতেও জেগে ব'সে আছি ঠায় !
বনের বেদনা পথে বিকাইছে,—কি মোর কপাল-ভোগ,-
গন্ধের লোভে কিনে এনে ঘরে ধরে অনিদ্রারোগ !
চোখে মুখে গায়ে কে যেন মাখায়ে দিয়েছে লঙ্কাবাঁটা,
বুকে ফুটে আছে কেয়ার গন্ধ, হাতে ফুটে আছে কাঁটা।
বাহিরের জ্বালা জ্বলায় ভিতর, ভিতর জ্বালায় বা'র,—
—জ্বলে স্তম্ভিত বিদ্যুৎ-বাতি পথে পথে সারে সার।

ওগো জাগরণ-সাথী !
কখন্ কাটিবে অনিদ-রাতি এ, নিবিবে পথের বাতি ?
রিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঘুমায় যামিনী, আমি কান পেতে থাকি,
যদি ডেকে উঠে অরুণ-বিহীন ভোরের করুণ পাখী !
ঘুম ঘুম ঘুম,—কোথায় বা ঘুম ? হায় গো বন্ধু হায় !
বাদল-মেঘেতে অস্ত-চাঁদের আদল কি দেখা যায় ?
নয়নের নিদ নয়নে রুধিতে আঁখিপাত মুদি মিছে,—
অন্ধ আকাশে উড়েছে সে কেয়াগন্ধের পিছে পিছে !
পথে পথে রাতে এই বর্ষাতে তুমিও যে ঘোরো ভাই,
তোমারেও তবে ধরেছে বন্ধু আমারই অনিদ্রাই !
মেঘে আর ঘুমে, ঘুমে আর মেঘে ডুবে গেছে যত তারা,
কোন্ কেতকীর শোকে গো বন্ধু তুমিও নিদ্রাহারা ?

সরল চণ্ডী

পুরাকালে সুরপুরে বেধেছিল সুরাসুরে
রাজ্য লইয়া ঘোর দ্বন্দ্ব,
ভীষণ মহিষাসুর সুররাজে করি' দূর,
স্বর্গের গেট্ করে বন্ধ।
রবি শশী যমরাজ ত্যজি' পুরাতন সাজ,
শিরে ধরি' অমরারি পাকৃড়ি,
ঘর-বার রাখিবারে দৈত্যের দরবারে
নিয়ে নিল ভাল ভাল চাকরি।
লভি' ইন্দ্রত্বম্ দৈত্য হয়ে গরম,
চালাইল চাবুক ও তয়্ফা ;
দেবগণ মুক্তির করে যুক্তি-স্থির,—
দাসত্ব কত কালই সয় বা ?
হোথা বীর সুরপতি ঘুরে দুঃখিত-মতি,
অপ্সরী সুধা রতি পায় না,—
ত্রিভুবন হেঁটে হেঁটে অবশেষে কেঁদেকেটে'
ভবানী-চরণে ধরে বায়না—
মা—গো, মা—গো, জাগো—রাগো—,
দৈত্য মারিয়া রাখো স্বর্গ,
নহে,—তেত্রিশ কোটি তোর পায়ে মাথা কুটি'
অমর মরিব আজি সর্ব।
স্তুতি-প্রবুদ্ধা শিবা সংক্রুদ্ধা
গর্জি' কহেন,—শুন সুরনাথ!
মারিতে অমর-অরি বলো কি উপায় করি ?
সবই অছে, শুধু মোর নেই হাত!

প্রণমি' ইন্দ্র কহে, অনুতাপে তনু দহে,
দনুজের সহ তুমি যুঝ মা!—
মোরা পাঁচজনে মিলে নিজ ভুজ কাটি' দিলে
আপনি হইবে দশভুজ মা।
শুনি' চণ্ডীর তোষ, দানবের গ্রহদোষ,
ভাগ্য-কলসী চিরছিদ্রা ;—
মায়ের সাহস পেয়ে সুরপতি নেয়ে খেয়ে
বহুকাল পরে দিল নিদ্রা।
শিব কন—শিবানি! শুনিলাম কি বাণী?
আমার মহিষে না কি মার্বে?
পরম সে শৈব, আমি পিছে রৈব,
তুমি তার কি করিতে পার্বে?
শিবানী কহেন হেসে— সত্য ক্ষেপিলে শেষে,
তোমার ভক্তে আমি মারিব!
সুখে-ঐশ্বর্যে সে তোমা ভুলেছে যে,
তাই আজ তারে আমি তারিব।

শিবসনে করি' রফা, সারিতে মহিষ-দফা
ধরে দেবী দশভুজা মূর্ত্তি ;
দৈত্যের হ'ল ক্ষয়, বকলমে রণজয়
করি' দেবগণ করে ফুর্ত্তি!
এ কথা জগজ্জন হয়েছে বিস্মরণ,
এ কথা মা নিজে গেছে ভুলিয়া ;
শুধু এ শক্তি-বীজ বাঙালী করিয়া নিজ্,
বিজয়ায় ভাঙ্ খায় গুলিয়া!

শাস্ত্র-পুরাণ-গাথা, সত্য কি মিথ্যা তা
অধম হাতুড়ে কবি কি জানি ?
বাংলার হাওয়া-জলে যে কথা ভাসিয়া চলে
সেই কথা পাঁচালীতে বাখানি,
মনে ভাবি মায়ের বাঁ পা-খানি ॥

দূর দুর্গম দুর্গের আড়ে সূর্য অস্তে নামে,—
বন্ধুর সাথে দেখা হ'ল পথে শ্রীচৌরঙ্গীধামে।
ভরা দখিনায় ভেসে চ'লে যায় বৈশাখী শনিবার,
সন্ধ্যাবিহারী শ্বেত নরনারী, হাওয়াগাড়ি অনিবার।
দখিনার ঝড়ে নু'য়ে নু'য়ে পড়ে শ্যাম পথতরুদল,
চলে তলে তলে রূপবিলাসিনী যৌবন-বিহ্বল।
ইষ্টসিদ্ধ অক্‌টর্লোনি ইষ্টকযোনি পেয়ে—
অম্বরে অঙ্গুষ্ঠ উঠায়ে উদাস রয়েছে চেয়ে।
মাঠঘেরা বাড়ী, একপাশে তারি ডালছাঁটা অশ্বত্থ,
পথভোলা এক বেহায়া কোকিল তাহে পঞ্চম-মত্ত।
বাঁকাচোরা বুড়া বলরামচূড়া ফুলে ফুলে লালে-লাল,
শ্যামল আঁধারে লম্পট হাওয়া লুটে বকুলের ডাল।
দম্‌কা দখিনা বহি' আনে শত গন্ধের সন্দেহ ;—
পাষাণ-চাপা এ শহরেরও বুকে কত বসন্ত-স্নেহ !
বৈশাখী সাঁঝে জনতার মাঝে তড়িৎ-দীপ্ত পথে
আমারে দেখিয়া থামিল বন্ধু, নামি' এল রথ হ'তে।

"এমন সময় এদিকে কোথায় ?" কহে বিস্ময় মেনে,
"তোমার ডেরা তো চিরকাল জানি ছকু-খানসামা লেনে!"
আমি কহিলাম—"চলেছিনু ভাই তোমারই যে সন্ধানে,
আজি সন্ধ্যায় মোর সাথে চলো আমার বাসার পানে।"

রাত্রি তখন অধিক হয়েছে ছকু-খানসামা লেনে,
মোড়ের মাথায় পানের দোকানে ঝাঁপ দিয়ে দিল টেনে।
আমিও বন্ধু নির্জন আঁকাবাঁকা পথে পথ চলি—
দিক ভুলে গিয়ে রাতের দখিনা ঘুরে মরে অলিগলি।
পৌঁছি' বাসায় পরিচিত সিঁড়ি বাহিলাম চুপি চুপি,
আঁধার কক্ষ আলো করিলাম জ্বালি' কেরোসিন কুপি।
মলিন আসনে বসায়ে সখায় কুণ্ঠিত সমাদরে,
রাতের মতন দুয়ার রুধিনু আমার শয়ন-ঘরে।
চরণ চাপিয়া সাশ্রুনয়নে শুধাইনু বন্ধুকে
'বলো বলো ভাই মুক্তি কোথায়? চরকা না বন্দুকে?'
হাসিয়া বন্ধু পরম যতনে অঙ্গে বুলায় কর,
কানে কানে কথা কহে অতি মৃদু গোপন গভীরতর।
স্নেহের পরশে আঁখি মুদে আসে,—গরাদের ফাঁকে ফাঁকে
সাগরের হাওয়া কাঁপায় কোণের কেরোসিন শিখাটাকে!—
তন্দ্রা আসিলে বুঝিনু—বন্ধু কহিতেছে কানে কানে,—
"চরকাও বুঝি, বন্দুকও বুঝি, মুক্তিরই নেই মানে।
ঘুমাও ঘুমাও ভাই,
জীবনে মরণে কোনোখানে কভু সত্য মুক্তি নাই।

ব্রহ্মা জপিছে মুক্তিমন্ত্র বিফলে কল্প ব্যেপে',
মুক্তি না পেয়ে ভোলা শঙ্কর মাঝে মাঝে যায় ক্ষেপে'।
জল হ'তে তুলে শুক্তি ভাঙিলে মুক্তা মুক্ত নয়,
দল বেঁধে তা'রা নূতন বাঁধনে কণ্ঠে ঝুলিয়া রয়।
রূপের অধীন দিব্য নয়ন, রেখার অধীন ছবি,
ছন্দ-অধীন স্বাধীনতা-গীতি, বন্দনাধীন কবি।
ঘুমাও বন্ধু, ঘুমাও বন্ধু, সবই বন্ধনলীলা,—
চরকা ঘোরে তো ঘোরেনাকো টাকু রসি যদি হয় ঢিলা!
সৃষ্টি তো শুধু মুক্তির গায়ে বন্ধন পাকে-পাক,—
এরই মাঝে থেকে মুক্তি বন্ধু, সৃষ্টিছাড়া সে ডাক।
বন্দুক হ'তে যে মুক্তিস্রোতে জড় কন্দুক ছোটে,
সেই মুক্তির ঘূর্ণাবর্তে তুলো সূতো হয়ে ওঠে।
আসল মুক্তি এতে ওতে তাতে নেই যে তা নিঃসন্দ,
নকলের তরে চরকা এবং বন্দুকে বৃথা দ্বন্দ্ব!
যতেক মুক্তিপন্থী,—
পুরানো গ্রন্থি শিথিল করিতে কসে দৃঢ় নবগ্রন্থি।
প্রোথিত দণ্ডে বসনখণ্ডে রঙিন বাঁধনে বাঁধি'
মিলি' তারই তলে ভাবে দলে দলে মুক্তি-সাধন সাধি।

মাটির কারায় যে তপস্যায় বীজেরা বক্ষ চিরে,
তারি ফলে উড়ে মুক্তির ধ্বজা দীঘল তালের শিরে
সেই মুক্তির আনন্দ তার আকণ্ঠ ভরে রসে,
ক্লিষ্ট মানব সে রস ভুঞ্জি' মাতাল হইয়া বসে।

কে দেখে বন্ধু, মুক্ত বীজের নিশানের তলে তলে
ফলের কারায় নব বীজ হায় বাঁধা পড়ে দলে দলে।
একক বীজের মুক্তি
সাথে বহি' আনে লক্ষ বীজের নব-বন্ধন-চুক্তি।
রসমাতালে ও মুক্তিমাতালে প্রভেদ জানিহ থোড়া,
একজন কাটে তালের আগা ও আর-জন কাটে গোড়া।

যুগ যুগ ধরি' এই বিশ্বের যতেক মুক্তিকামী
তপ্ত তাওয়ায় কাটা কই হেন বিফলে উঠিছে ঘামি'।
তার মাঝে যার বেদনা অসহ সেই ছট্‌ফট্‌ করে,
তেলের নুনের আইন না মেনে' আগুনে ঝাঁপায়ে পড়ে।

ঘোর ঘর্ঘর ঘ্যানর্‌ ঘ্যানর্‌ দ্রিমি দ্রিমি দ্রাম্‌ দ্রুম্‌!
মোর বরে তোর কানের ভিতর সমান ঢালুক ঘুম,
ঘুমা গো বন্ধু ঘুমা,—
শুনিস্‌নে ভাই মুক্তির লাগি' কাঁদিছে স্বয়ং ভূমা।
ও কাঁদনে যদি কাঁদন মিলাস্‌ থামিবে না ক্রন্দন;
দুটি ক্ষীণ বাহু, কত কাটিবি রে বন্ধনে বন্ধন?
নিশার আকাশে একা নিরুপায় মুক্তি কাঁদিছে বসি',
তারায় তারায় জাল বুনে' দিল বাঁধনের রসারসি।
মুক্তির আশে চিরক্রন্দন—তারই নাম জাগরণ,—
সে জাগরণের কত যে বেদনা, জানি তাহা মনে মন।
তাই আমি যারে ভালবাসি তারে পরাই ঘুমের টিপ্‌,
ঘুমাও বন্ধু ঘুমাও ঘুমাও, এই নিবাইনু দীপ!

যে ঘুম ঘুমায়ে শঙ্কর-আঁখি চির-আধনিমীলিত,
যে ঘুমে পাগল সাগরের হাওয়া হয় গিরিগুহাহিত,—
সেই ঘুম হ'তে এনে
তোর চোখে আজ দিলাম বন্ধু ছকু-খানসামা লেনে।
যখন ঘটিবে যে রঙ্গ চৌরঙ্গীর মোড়ে মোড়ে—
গোপনে গোপনে আপনি আসিয়া স্বপনে শোনাব তোরে।
মোর 'পরে তুই বিরূপ হ'লেও ভালবাসি তোরে ভাই,
ঘুমের পাতালে গুম্ ক'রে তোরে দ্বারে আমি জাগি তাই ॥'

হাটে

হাটে হাটে আমি ঘুরে যে বেড়াই—
সে নহে করিতে হাট ;
হাটের বক্ষে দেখে যাই আমি
কত যে কাঁদিছে মাঠ।
কত যে মাঠের আঁচলের ধনে
ভরা এ হাটের ডালা,
কত যে মাঠের ছিন্ন কুসুমে
হাটের গলার মালা।
আড়তে আড়তে বেড়াতে বেড়াতে
বাতাসে অকস্মাৎ
মনের খাতায় উলটিয়া যায়
মাঠের শ্যামল পাত।

আঁখি মুদে দেখি—মাথার ভিতর
ঘনায় শাওন-ঘোর,
নূতন ধানের ঢেউ দুলে যায়
বুকের শোণিতে মোর!
আঁখি মেলে' দেখি—চতুর কয়াল
মাপিয়া চলেছে মাল,
সূক্ষ্ম হিসাব, লোকসান লাভ,
কত ধানে কত চাল।
তুলে তৌলিয়া ঘানিতে তুলিবে,
তবে যাবে ঠিক জানা,—
সর্ষে-ক্ষেতের মাধুরী মরিয়া
বাঁধিল কেমন দানা।
কত না মাঠের কাঁচা শ্যামলতা
পাণ্ডুর হ'ল পেকে',
মাঠের মূল্য চুকাইয়ে দিয়ে
হাট নিল তারে ডেকে।

সব্জী-বাজারে আসিয়া দেখি যে—
পড়িয়া হাটের ফাঁদে
ফলে ফুলে পাতে শীতের প্রভাতে
মাঠের শিশির কাঁদে!
সোটা-বাঁধা-বাঁধা লোটে লাউ-ডগা,
মোলাম্ পালম্-আঁটি,
মূর্ছিত চিতে চাহে কি স্মরিতে
মাঠের কোমল মাটি!

সুদূর গোঠের শ্যাম-বার্তা কি
স্মরিছে রে বাতাকু ?
কচি বুক হাটে সুলভ করিতে
ফলে ফালা দিল চাকু !
মাটির বক্ষ খুঁড়ে খুঁড়ে তোলা
কত মূল, কত কন্দ,—
ধুয়ে মুছে ডালি ভরেছে রে, তবু
রয়েছে মাটির গন্ধ !
টাট্‌কা ফলের মট্‌কিয়ে বোঁটা
দেখে লয় নির্ধাস,—
গন্ধে তাহার ভেসে ভেসে আসে
মাঠের দীর্ঘ-শ্বাস।
হারায়ে হারায়ে গেরুয়া মাঠ কি
বিবাগিনী হ'ল ভাই ?
কচি বয়সেই ছাঁচি কুমড়োকে
দু'হাতে মাখালো ছাই !

শুনে' আসি আমি থর-সজ্জিত
ফলের দোকানে পশি'—
ওদেশের মাঠ কাঁদিছে নীরবে
এদেশের হাটে বসি'।
থোলোর আঙুর বোঁটা হ'তে আজও
পায়নিকো পুরো ছুটি—
মরেছে আপেল,—ফুটে' আছে তবু
দু'গালে গোলাপ দু'টি।

রসালের গালে গড়ালো অশ্রু,
আজও দাগ দেখা যায়।
কঠিন বেদানা বুকে টোল্ খে'ল
না জানি কি বেদনায়!
শিকায় টাঙানো তরমুজ নারে
বহিতে আপন ভার;
ডালায় থাকানো কিস্‌মিস্ ভাবে—
শুষ্ক জীবন তার!
বাস্‌নায় বাঁধা ফেটে পড়ে ফুটী
না জানি কি স্মৃতি-ভারে!
বাক্সয় ঢাকা আঙুরের 'মমি'
ঘুমায় রে সারে সারে!

হাটের মধ্যে নিরর্থ আমি,—
এলোমেলো মোর হাঁটা;
বামে মাথা ঠুকে চলিতে সমুখে,
চোখে পড়ে মেছোহাটা।
মেছোহাটে ঢুকে জনারণ্যের
নির্জনতার মাঝে,
গোপনচিত্তে কার নিমিত্তে
গভীর বেদনা বাজে?
কোন্ খাল-বিল-নদী-নিবাসের
কি সজল-স্মৃতি-ঘায়
ডাঙার প্রবাসে কাতর কাতল্
থেকে থেকে খাবি খায়!

কোন্ সে নিতল শীতল পঙ্কে
ছিল পাঁকালের বাসা ?
ডালার কই যে ঘেমে' ওঠে ওই,
এখনো পোষে কি আশা ?
খেলিয়া বেড়াতে জলের দুলাল,
ঢেউএর আঁচলে ঢাকা,
সন্ধ্যার মুখে পদ্মার বুকে
জালে জড়াইল পাখা।
এখনো যে দেহ রুপোর পাত্‌রে,
হীরের টুক্‌রো আঁখি—
মরণের শীত করে নিবারণ
বরফের কাঁথা ঢাকি'।
মেছোহাটে ঢুকে জন-কল্লোলে
জল-কল্লোলই শুনি,—
নির্জন তটে চেয়ে নিরুপায়
শুধু হায় ঢেউ গুনি।

মাঠের বেদন জলের কাঁদন
হাটে যে মিলিল,—তাই
হাটে হাটে আমি ঘুরে মরি বৃথা,
হাট করিনে রে ভাই।

বোঝা

কার কৈশোরে কিশোরী হইয়া
আমারে প্রথম ভুলালে প্রিয়া ?
যৌবন-যোগে দেখা দিলে ফিরে
কার কৈশোর কাহারে দিয়া ?
কার যৌবনে ঢেকে এলে তনু ?
আজি তাও পুনঃ কে লয় টানি' ?
যা নহে তোমার তাই দিতে মোরে
কেন চিরদিন প্রয়াস, রানী !
আজি নিশিশেষে ব'সে মুখোমুখি
নব পরিচয় দু-জনে লব।
নূতন করিয়া গুণ্ঠন তুলি'
মিলাবো নয়ন নয়নে তব।

আদি যুগ হ'তে যত কটাক্ষ
নীল পাখা মেলি' আকাশে উড়ে,
তব অপাঙ্গে বারেক নামিয়া
ক্লান্তি মিটায়ে গেল কি ঘুরে ?
যুগসঞ্চিত চুম্বনভারে
শ্রান্ত আনত অধর তব ;
ভেবেছিলে সখি, তোমার সে ভার
আমার অধর পাতিয়া লব।
হায় সখি হায়, আমার অধরে
উছলিয়া পড়ে এ কার তৃষা !
অসহ তাহার বহনের ভার—
নামাতে যে চাহি অহর্নিশা।

কোন্ গহনের মধুপের পাঁতি
মোর আঁখি হ'তে উড়িয়া চলে ?
গুঞ্জরে তারা তব মালঞ্চে
তোমার অচেনা পুষ্পদলে।
কোন্ অশোকের চৈতি ঝরন
ও-কপোল তলে শুকায়ে উঠে ?
কোন্ পঙ্কের পঙ্কজকলি
গরবী উরসে ফুটিয়া টুটে ?
কোন্ শেফালির একটি রাতের
দীপালি নিবিছে ওষ্ঠাধরে।
কোন্ বকুলের একটি বাদল
ওই কেশপাশে ঝুরিয়া ঝরে।

এবারের মতো শিহর ভুলিছে
কোন্ কদম্ব ও-রোমকূপে।
এবারের মতো ফুলানো ফুরায়
কোন্ চম্পক তোমার রূপে ?
কোন্ কুহুকীর কুহু কুহু কুহু
ভেঙে আসে তব কণ্ঠ-আড়ে।
কোন্ সে চাঁদের মধুপূর্ণিমা
ভোর হয়ে যায় ও-তনুপারে।
অজানা মধুপ, তারই তৃষাতরে
বহ সখি কার গন্ধশোভা ?
তাই বার বার কুঞ্জে তোমার
বসে আর ভাঙে পুষ্পসভা।

অমন করিয়া চেয়োনাকো সখি
কাঁপায়ে চোখের সজল পাতা,
ছুটি বাহু দিয়া কণ্ঠ বাঁধিয়া
বঞ্চিত বুকে রেখো না মাথা।
তনু হ'তে তনু, দীপ হ'তে দীপ,
যে অতনু-শিখা জ্বলিছে চির,
আমার বুকের জতুগৃহে তুমি
সেই দীপ আজও জ্বালায়ে ফির।
আমার বুকের জতুগৃহ-খানি
রচিত না জানি কাহার স্নেহে,
এ স্নেহের ভার এ দীপের হার
ধরি' দিব বলো কাহার দেহে?

আমরা ছু-জনে চলেছি বহিয়া,
অনাদি যুগের অনেক বোঝা,
অসীমপুরের রাজপথে-পথে
ফেরি হেঁকে হেঁকে গাহক খোঁজা।
তোমার মাথায় সুধার পশরা,
আমার মাথায় ক্ষুধার ডালা,
ক্ষুধায় সুধায় পাশাপাশি, তবু
নিবাতে পারিনে এ ওর জ্বালা।
তোমার পশরা রূপে রসে গানে
ভরা আছে যেন ফুলের ডালি,
আমার পশরা রয়েছে বোঝাই
ক্ষুধাতৃষ্ণায় অনাদি কালই।

হেঁকে চলো তুমি—চাই সুধা চাই—
ঘরে ঘরে ফুটে তৃষিত আঁখি,
আমি হেঁকে চলি—চাই ক্ষুধা চাই—
ভিড় ক'রে আসে সুধার ফাঁকি।
অমৃত-বাহিনী হায় মায়াবিনী,
ছলে বাঁধি' মোরে প্রণয়-ডোরে,
আপনার বোঝা সুবহ করিতে
কার সুধা তুই পিয়াস্ মোরে?
নূতন বোঝায় মাথা ভেরে যায়,
টলে যে চরণ, চলি কি মতে?
অধরে অধরে ধরাধরি ক'রে
মিলনের বোঝা নামাস্ পথে।

অসীম পথের নূতন পান্থে
একে একে তুই আনিস্ ডাকি',
কচি কচি শিরে বোঝা তুলে দিস্,
আমি বিস্ময়ে চাহিয়া থাকি।
পথপাশে বসি' ক্ষণেক জিরাই,
ওঠে কলরব মোদের ঘেরি'—
চাই সুধা চাই, চাই ক্ষুধা চাই—
নূতন কণ্ঠে পুরানো ফেরি!
পুনঃ কি দুরাশে তোরি পাশে পাশে
চলি মহাপথে চিরভুখারী,
হায় মায়াবিনী সুধাপশারিনী
পথিকের পথক্লিষ্টা নারী!

পারুলের আহ্বান

সাত ভাই চম্পা, জা—গো—
জা—গো—জাগো মোর সাত ভাই!
নিদাঘের ভোরে শোন্
ডাকিছে পারুল বোন্,
অরণ্যমাঝে আর রাত নাই!
চম্পা গো চম্পা গো, জাগো ভাই!

এল গেল বসন্তে কত না আগন্তুক,
জ্ব'লে গেল চূতকলি ঝ'রে গেল কিংশুক,
রাঙা পায়ে চ'লে গেল,
অশোক কি ব'লে গেল!
চম্পা গো চম্পা গো, জা—গো—!

খুলে ফেলি' তনুভরা সোনালি ফুলের রাশ
সোঁদাল ধরিল শিরে নবীন জটার পাশ,
শিমুলের লাল আঁখি
দিগন্তে দিল ফাঁকি,
চম্পা গো চম্পা গো, জা—গো—!

নবনীল অম্বরে বসন্ত নতমাথে
নবমল্লীর ডোরে ফাগুনের দিন গাঁথে ;—
সেদিন গিয়াছে চ'লে,
নিদাঘ উঠিছে জ্ব'লে,
চম্পা গো চম্পা গো, জা—গো—!

জাগে জাগে জাগে ওই নৈদাঘ সূর্য,
বাজে বাজে বাজে তার রৌদ্রক তূর্য ;
বসন্ত অবসান,
কে রাখে ফুলের মান ?
চম্পা গো চম্পা গো, জা—গো—!

পাতা হ'তে মাথা তুলি' ভাস্করে নমি' কে
চাবে সে রুদ্রমুখে চাবে নির্নিমিখে ?
কে পিয়ে অনলরাশি
হাসিবে তরল হাসি ?
চম্পা গো চম্পা গো, জা—গো—!

টগ্‌বগ্‌ ফুটে ধূপ গগনের কটাহে,
বাসন্তী কেতু তার ছোপাইবে কে তাহে ?
তুলি' নিঃশঙ্ক
কৌসুম শঙ্খ
কে বাজাবে ? চম্পা গো, জা—গো !

শূন্য কাননে কেঁদে ফিরে অনুকম্পা,—
জাগো ভাই বনে বনে বনানীর চম্পা !
ভুঁইএ ভুঁইএ ফুঁড়ে ভুঁই
ভুঁইচাপা জাগ্ তুই,
চম্পা গো চম্পা গো, জা—গো—!

দিকে দিকে সাত দ্বীপ কাঁদে সাত সাগরে,
গরবিনী পারুলের সাত ভাই জাগো রে !
ভাঙি' সুন্দর তনু,
সৌরভী জয়ধনু
টঙ্কারি' চম্পা গো, জা—গো—!

চইতের শেষ হ'তে আষাঢ়ের ওপারে
সখীদের মরুপার পায়ে পায়ে কে পারে ?
পারুলের সাত ভাই
পারে সেই চম্পাই ;
চম্পা গো চম্পা গো, জা—গো—!

বসন্ত গেছে গেছে, হাত নাই, হাত নাই,
অশান্ত গাছে গাছে রাত নাই, রাত নাই।
তোরি আসা আশা করি'
পিক গাহে আশাবরী
চম্পা গো চম্পা গো, জা—গো— !
জাগো মোর সাত ভাই, জা—গো—

বৈশাখ

নিদারুণ দাহে জ্বলি' সারাদিন
কালীয় নাগের কুটিল বিষে,
গভীর রাত্রে মৃত্যুর ঢুল
ঢুলে চৈত্রের একত্রিশে।
বহে কালিন্দী মগ্নচন্দ্রা
তমস্বিনীর অতল খাতে,
বাহে তার তরী ব্যোমের প্রহরী
কালপুরুষ সে বৈঠা হাতে ;
চাহিয়া দেখিল নির্নিমিষে—
কালিন্দীনীরে ভেসে চলে ধীরে
মৃত চৈত্রের একত্রিশে।

পূর্বতটের সূতিকাকুটীর
সহসা ভরিল শঙ্খরবে,—
মৃতবৎসার নূতন কুমার
নব বৎসর জন্ম লভে !
কালপুরুষের বৈঠা চলে,
মৌননাদিনী কালিন্দীবুকে
আঘাতে আঘাতে তারকা ঝলে।
কালের ভগিনী অয়ি কালিন্দী,
নাগকালীয়ের পরমা সখী,
শুধু ভেসে যেতে যে নামে ও স্রোতে
তার আগমন নিরর্থকই।

ঝাঁপায়ে যে দুঃসাহসী বালক
ডুব দিতে পারে ও কালোদহে,
তারি চরণের চিরলাঞ্ছনা
যুগে যুগে নাগ ফণায় বহে।
কৈ'আসে সেই বালবৈশাখ,
যে বৈশাখের গোপন ডাকে
বার বার মোরা ক্ষমা ক'রে চলি
পাঁজির পাতার অবৈশাখে?
দু'মুঠো ধূলি ও ক'টা ছেঁড়া পাতা
উড়ায়ে ঘুরায়ে তুলিবে সে কি
মামুলি মোদের প্রলয়ঝঞ্ঝা,—
যারে কহি মোরা 'কালবোশেখী'?

মোদের ভোলাতে সেও কি দোলাবে
জলডুণ্ডুভ জলদজটে,
তারও মুখে শুনে মেঘের ভেঁপু কি
ক'ব— ঈশানের বিষাণই বটে।
তারও নয়নের রোষকটাক্ষ
শূন্যগর্ভ বজ্ররবে
বিদ্রূপময়ী বিদ্যুৎসম
বারংবার কি ব্যর্থ হবে?
তার আগমনে সাগরে সাগরে
ঝাঁপ দেবে না কি মরণলুভী?
সেদিনও কি হবে আনাচে কানাচে
জীবনডোবায় হৃদয়-ডুবি?

জানি জানি দেবি, সে বৈশাখ ও
এ বৈশাখের প্রভেদ জানি,—
সে এলে কি আর খাঁচার কোকিল
গাবে নিখিলের নিদাঘবাণী ?
এবারও আসিছে গতানুগতিক,
ঊনিশের পর যেমন বিশে ;
মহাবিষুবের ধূনির ভস্ম
কোথা সে চৈত্র-একত্রিশে ?

চৈত্রান্তিক এ কালো রাত্রি
সত্যই যদি মৃত্যুমুখে,
কৈ বৈশাখী পায়ের চিহ্ন
ফুটে ফুটে ওঠে গগনবুকে ?
সংক্রান্তির জীর্ণ পাঁজর
দীর্ণ করিয়া মহোল্লাসে
পহেলা চাঁদের তিলক ললাটে
কালবৈশাখ কৈ সে আসে ?

তব তীরে বসি' অয়ি কালিন্দী,
স্তব্ধতা নব শুনি যে শুনি,—
সে বৈশাখের আশায় আকাশে
কালপুরুষের বৈঠা গুনি ॥

শাওনিয়া

(একতারার গান)

শাওন এল ওই,
থৈ থৈ শাওন এল ওই !
পথহারা বৈরাগী রে তোর
একতারাটা কই ?
থৈ থৈ শাওন এল ওই !

ফুলভরা কোন্ ভুল আঙিনায়
হায় রে ও বাউল !
ভিখ্‌মাঙনে গিইছিলি তুই
কোন্ ভাঙনের কূল !
থৈ থৈ শাওন এল ওই !

কোন্ ডালে তুই ঝুলিয়েছিলি
ভিক্ষের ও ঝুলি ?
কার মুঠিতে উঠলো রে ওই
চম্পকগুলি ?
থৈ থৈ শাওন এল ওই !

কোন্ কালো চোখের বাদলে
ভিজ্‌লো গেরু বাস ?
কোন্ শেফালির শাখায় বেঁধে
শুকিয়ে নিতে চাস ?
থৈ থৈ শাওন এল ওই !

কলঙ্ক তোর নামিয়েছিলি
কোন্ লতিকার তল ?
সংগোপনে কে ভরিলো
জুঁই-ঝরানো জল ?
থৈ থৈ শাওন এল ওই !

পা'র তলে কামিনী দলে
বাউল ছাড়া কে ?
বন্‌কেতকী ফুট্‌লো রে তোর
কোন্ পথের বাঁকে ?
থৈ থৈ শাওন এল ওই !

ঝড় জলে কোন্ কদমতলে
রাত কাটালি কাল ?
ঝর্‌লো কেশর ভর্‌লো রে তোর
ভিজে জটাজাল।
থৈ থৈ শাওন এল ওই !

বৈরাগী তোর অঙ্গ বেয়ে
বাদল ঝরোঝর্,
বকুল-বীথির ফুল-বাদলে
ভিজ্‌লো কি অন্তর ?
থৈ থৈ শাওন এল ওই !

কার করোটি কুড়িয়ে বাঁধা
তোর ও একতারা,
ফুরিয়ে যাওয়ার স্থর বিনা সে
দেয় না তো সাড়া!
থৈ থৈ   শাওন এল ওই!

একতারে আজ তার ছিঁড়ে কার
গানের ফরমাসে?
কোন্ ঠাঁইএ কণ্ঠ বাঁধিলি
কার স্থরের ফাঁসে?
থৈ থৈ   শাওন এল ওই!

শাওন গাঙের ভাঙন্ বেয়ে
ঘট ভরি' কাঁখে
কোন্ বিজলী ডেকে গেল
ঘোমটারি ফাঁকে!
থৈ থৈ   শাওন এল ওই!

তারছেঁড়া একতারার মায়া
আর কেন বা হায়,
বৈরাগী শোন্ এমন শাওন,
ভাসিয়ে দে না তায়!
থৈ থৈ   শাওন এল ওই!

কৃষ্ণা

কে তাপস প্রতিহিংসা-যজ্ঞে
কৃষ্ণবর্ত্মে ঢালিল হবি?
কন্যা কৃষ্ণা জাগিয়া বসিল
শিখা-শতদলে জন্ম লভি'।
আকাশে হইল দৈববাণী—
জতুগৃহে ওই সন্ধ্যা জ্বলিল,
সাবধান যত অসাবধানী!
অবলার দলে তুমি বলবতী
হে দেবি, আপন পুণ্যে পাপে,
আঁকিতে তোমার মর্মের ছবি
ভারত-কবিরও লেখনী কাঁপে।
যুগসঞ্চিত জঞ্জাল জ্বলে
তোমাকে পরশি', হে হুতবহ!
যুগান্তরের সর্ব নরের
হে নারি, স্তব্ধ প্রণাম লহ।
শুনিল যেদিন এই ভারতের
উদ্ধতশির ক্ষত্র সবে
তোমারে লভিতে হেঁটমুখে রহি'
আকাশে লক্ষ্য বিঁধিতে হবে,
এল দলে দলে অযুত নৃপতি
স্বয়ংবরের সে সভাতলে,
তুমি দিলে মালা—চীরবাসে ঢাকা
লক্ষ্যবেদ্ধা ভিখারী-গলে।

অপরিচিতের পার্শ্বে দাঁড়ায়ে
নির্ভয়ে নারি, হেরিলে তুমি—
যত কাপুরুষ রাজার রক্তে
রঞ্জিত হ'ল পিতৃভূমি।
জগন্নাথের শঙ্খ ধ্বনিল
তব ভিখারীর শ্রবণমূলে,
স্বর্গ হইতে বাণে ভরা তূণ
নেমে এসে তার পৃষ্ঠে দুলে!
তব দয়িতের ছদ্মবীর্যে
বিস্মিত হ'ল বিশ্ববাসী,
তুমি বিস্মিত হয়েছিলে কি না—
সে কথা জানে না বেদব্যাসই।

ভিখারীর সাথে ফিরিয়া কুটীরে
শুনিলে—তোমার পঞ্চ পতি!
নিশীথ-ঝিল্লী থামিল কাননে,—
বিকার-বিহীন তুমি গো সতি।
তুমি যে জানিতে—কে আছে পুরুষ
একা ধরে তব পূর্ণ পাণি?
উঠেছ অনলে নারীর গর্বে
নারীর গর্ভ তুচ্ছ মানি'।
বিবাহ-আসনে বামাঙ্গুষ্ঠ
দিলে তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরে,
তর্জনী তুলি' দিলে বৃকোদরে,
মধ্যমা, হাসি' পার্থবীরে,

ঈষৎ নামায়ে দিলে অনামিকা—
ধরিল নকুল হৃষ্ট মনে,
কনিষ্ঠা তব পরশ করিয়া
সহদেব স্বীয় ভাগ্য গনে।

পাঁজি পুঁথি ল'য়ে খুঁজে মুনিগণ
সতীর পঞ্চপতির হেতু,
কল্পনা গাঁথি' জন্ম হইতে
জন্মান্তরে বাঁধিল সেতু।
কেহ বলে তুমি তপস্যান্তে
পাঁচবার পতি চাহিয়াছিলে,
ভাংখোর ভোলা দিল পাঁচ বর,
তাই পাঁচ পতি ভাগ্যে মিলে।
কেহ বলে তুমি অন্য জন্মে
স্বামী লাগি পুনঃ বসিলে তপে,
পঞ্চদেবতা আসি' একসাথে
তোমারে তাঁদের হৃদয় সঁপে।
সে সব কাহিনী জানি বা না জানি
তেজস্বিনি গো তোমারে চিনি,
আপন-যোগ্য পুরুষ সৃজিতে
জন্মে জন্মে তপস্বিনী।
দেবতারা মিলে গড়িতে পারেনি
তোমার প্রাপ্য তপের নিধি,
তাই গো সাধ্বি, পঞ্চপ্রদীপে
তোমারে আরতি করিল বিধি।

মাটির গর্ভে জন্মে যে সতী,
সে দিল পরখ অনলে পশি' ;—
অনলকুণ্ডে জন্মিল যে বা,
তার সতীত্ব কোথায় কষি' ?

রাজসূয়ে যারা করেছিল রানী,
জুয়া হারি' তোমা বেচিল তা'রা ;
হে শিখারূপিণী ! না জানি কেমনে
সে দিন হওনি ধৈর্যহারা ।
মর্মান্তিক জাগরণে জাগি'
ফুটিল কি মুখে কুটিল হাসি ?—
শুনিলে যখন আজ হ'তে তুমি
নূতন রাজার পুরানো দাসী ?
দম্ভস্ফীত সে রাজশাসন
কটি হ'তে তব বসন টানে,—
হুতাশন হ'তে হুতাশনশিখা
গতাম্বু বিনা কে ছিনায়ে আনে ?
পুরুষের মাঝে বিবস্ত্রা তুমি,
ধর্মমেষেরা শাস্ত্র ভাবে !
পুরুষ ছিল কি সেই সভাতলে
যারে দেখে তুমি লজ্জা পাবে ?
শুধু বুঝে নিলে নরের রাজ্যে
কত নিরুপায় নিখিল-নারী,
প্রমোদ-রাতে ও রাজার সভাতে
রহিল সমান প্রমাণ তারি ।

সেদিন সহসা দিব্যদৃষ্টি
ফুটিল তোমার নয়ন-পাতে,
দেখিলে চাহিয়া কোনো ভেদ নাই
যুধিষ্ঠিরের শকুনি সাথে।
কর্ণে পার্থে কি পার্থক্য ?
কি ভেদ দ্রোণে ও দৌবারিকে ?
ধর্ম সে শুধু নরের জন্য
ফিরেও চাহে না নারীর দিকে।

দুঃশাসনেরই সজাতি ভীষ্ম
মর্মে সেদিন বুঝিলে মা তা'—
ক্রূর নগ্নোরু দুর্যোধন যে
বিমূঢ় গদারু ভীমেরই ভ্রাতা !
সেদিন আকাশে লিখে দিলে পণ
ক্ষণকটাক্ষে বজ্রভরা,—
নরশূন্য না করিলে কখনো
নারীর যোগ্য হবে না ধরা
তব চক্ষের বিদ্যুজ্জ্বালা
কৃষ্ণ মেঘের বক্ষে ফুটে ;
দিক্‌চক্রে কি ঘূর্ণি জাগিল ?
সারা অম্বর চরণে লুটে !
বর্ষাবারিত দাবাগ্নি সম
ভ্রম' বনে বনে মৌনমুখী,
সহিয়া নারীর সহজ গর্বে
নারীজীবনের সর্ব দুখই।

হীন পরিচয়ে কাটে কত দিন
বিরাটের হীনা রানীর ঘরে,
কামান্ধ পশু রাজার সভায়
বাম পদে তোমা প্রহার করে।
ঘরে কি বাহিরে, হে বহ্নিশিখা,
যেথা জ্বলিয়াছ সুখে কি দুখে,
পতঙ্গ-সম যত লাঞ্ছনা
ঝাঁপায়ে পড়ে কি তোমারি বুকে!
ঘুরে যায় চাকা, দূরে যায় দেখা—
প্রলয়-শীর্ষে ছুটেছ রানী!
পাঁচতুরঙ্গী মনোরথে তব
পাঁচ অঙ্গুলে বল্গা টানি'।

অক্ষৌহিণী অক্ষৌহিণী
কুরুক্ষেত্রে বাহিনী পড়ে,
পড়িল ভীষ্ম, পুড়ে গেল দ্রোণ,
ডুবিল আরুণি, শল্য মরে।
মরে কুরু, মরে পাণ্ডবদল,
মরে পাঞ্চাল নির্বিচারে,
বালকেরে ঘিরে মারে সাত বীরে,
নিবারণ সেথা কে করে কারে?
সেই নরমেধযজ্ঞ-অগ্নি
জ্বলিতেছ তুমি যাজ্ঞসেনী,
উড়াইয়া শিরে শিখার শিখরে
পুঞ্জধূমের মুক্তবেণী।

যত নারী যেথা হ'ল লাঞ্ছিতা,
প্রায়শ্চিত্ত করিল কুরু,—
রক্তসন্ধ্যা গড়ায় আকাশে,
কে লুটে আঁধারে ভগ্ন-উরু!
তবু কোথা শেষ? পঞ্চপুত্র
মরিল গুপ্ত-ঘাতক-করে—
কাঁদে ফাল্গুনি, কাঁদে বৃকোদর,
তব চোখে শুধু অগ্নি ক্ষরে।

তুমি শুনেছিলে—ব্রাহ্মণাধম
মৃত্যুরে নাকি দিয়েছে ফাঁকি,
তাই তব করে মৃত্যু-অধিক
শাস্তি তাহার রয়েছে বাকি।
দিলে অনুমতি—"নরসর্পের
লাঞ্ছিত শির খড়্গে চিরে
মিলে যদি মণি আনিবে এখনি,
উপহার দিব যুধিষ্ঠিরে।"
ক্ষতশির সেই অশ্বত্থামা
আজও ছোটে শুনি মাটির তলে,
অমর তাহার দেহদীপাধারে
কি অনির্বাণ মরণ জ্বলে!

ভারতের নর নিঃশেষ যবে
নারীমর্যাদা প্রতিষ্ঠিতে,
কে জানে সেদিন কোনো ব্যথা, নারি,
জেগেছিল কিনা তোমার চিতে।

সেই সন্ধ্যায় ফিরিলে যখন
শূন্য তোমার দেউল-তলে,—
কোথা ধূপমালা, উপচার-থালা ?
শুধু সে পঞ্চপ্রদীপ জ্বলে।
ম্রিয়মাণ তার পাণ্ডুর ভাতি
কাঁপে মন্দির-অন্ধকারে,
হবিভারে হোমকুণ্ডের শিখা
মূর্ছিত পাশে ভস্ম-আড়ে।
সে প্রদীপে আর সহে না আরতি,
সে অনলে আর বহে না হুত,
বাহিরে ঘনায় অকূল রাত্রি
নিখিল নারীর অশ্রু-প্লুত।
মন্দির ছাড়ি' দাঁড়ালে দুয়ারে
চাহিয়া সে শীত নিশীথ-নভে,—
দূরে দূরে যারা জ্বলিছে নীরবে
হাতছানি তারা দিল কি সবে ?
বাহিরিলে মহাপথে হে তাপসি,
ললাটে লিখিয়া কিসের লিখা ?
বিশ্বনারীর লাঞ্ছনা, না ও
যজ্ঞশেষের ভস্মটিকা ?

বহুযুগান্তে গগনপ্রান্তে
যুগের শঙ্খ বাজিছে ওকি !
তোমারে জাগাতে কে জ্বালে অনল
হে কৃষ্ণা, অয়ি কৃষ্ণসখি !

বেদিনী

ফাগুন-আকাশে নামে কাল-সাঁঝ
ঝোড়ো মেঘে দিক্ ঘেরা,
ওঠ্ রে বেদিনী মোট বেঁধে নিই
তুলিতে হইবে ডেরা।
দখিনার লোভে খোলা মাঠে তুই
বসালি তাঁবুর খোঁটা,
ভাঙা ফাটা ফুটো তৈজস গুটো,
সাপের ঝাঁপিটে ওঠা।
ফাগুন হাওয়া এ নয় রে বেদিনী,
দখিন হাওয়া এ নয়,
ঈশান কোণের ফণীর ফণায়
বিষের নিশাস বয়।
ওই আসে সেই ঝড়,—
ওঠ্ রে বেদিনী মোট তুলে নিয়ে
বেদিয়ার হাত ধর্।

কি হ'ল বেদিনী তোর?
উড়ো মেঘে রাখি' নিশ্চল আঁখি
কোন্ বেদনায় ভোর?
এবার সহসা উঠাইতে বাসা
কেমন করে কি মন?
মাঠে মাঠে আর ঘাটে ঘাটে ঘুরে
ক্লান্ত কি এ জীবন?

বেদিয়ার বালা সাধিয়া দিলি যে
বেদিয়ার গলে মালা,
জানিতিস্ তুই এদের বংশে
নাই যে ঘরের জ্বালা।
বেদের ধারা তো বুঝিস বেদিনী,—
যে ঘর বাঁধে সে দিনে
রাত না পোহাতে চিহ্ন তাহার
ঢেকে যায় শ্যাম তৃণে।
তবে বা কিসের লাগি
এতকাল পরে হ'লি তুই আজ
সেই ঘরে অনুরাগী ?
বেলায় বেলায় পথের খেলায়
বেদিনী রে কাটে দিন,
আমাদের 'পরে পথের কুকুর-ও
নহে কভু উদাসীন।
সিক্ত মাটির শীতল-পাটিতে,
মাথায় সাপের ঝাঁপি,
কত না রজনী কাটালি বেদিনী
ভরা বুকে বুক চাপি'।
তুই আর আমি পথে পথে ভ্রমি,
সাথে শততালি ঘর,
ঝাঁপির ভিতরে কালভুজঙ্গী
চীরসাথী শির'পর!
এ সবে কি রুচি নাই ?
ঘরের মায়ায় ঝড়ের আকাশে
নয়ন মেলিলি তাই ?

বেদের আদরে বেদিনী রে তোর
চুলে বাঁধিয়াছে জট,
তারি সোহাগের ভাঙনে ভেঙেছে
শ্যামল তনুর তট।
ফাগুন পবনে ঘুরি' বনে বনে
হাতে ছাগলের দড়ি,
বেছে বেছে তার মুখে তুলে দিস্
ফুলে ভরা বল্লরী।
গোপনে ছোপানো হৃদয় হইতে
ছিঁড়িয়া রঙিন ফালি
চির-হাঘ'রের ঘরনী রে তুই
ঘাঘ্‌রায় দিস্ তালি।
তবু যে বেদিনী বেদেরি ভক্ত—
বিস্ময় সবে মানে,
গুরুর কৃপায় বেদেরা যে হায়
মোহিনী মন্ত্র জানে।

শোন্ রে বেদিনী শোন্
সুরু হ'ল ঐ অদূর আঁধারে
গুরু গুরু গর্জন!
ঘরের মায়া সে থাকে তো এখনো
কেটে দে তাঁবুর রসি,
না হয় কাটাবো এ কালরাত্রি
খোলা মাঠে খাড়া বসি'।

আকাশ জুড়িয়া কোন্ সাপুড়িয়া
বাজায়ে চলেছে তুরী,
ঝাঁপির ভিতরে জাগিয়া সাপিনী
ভাঙিতেছে মোড়ামুড়ি।
ভেবেছে সে আজ এল নটরাজ,
নৃত্যের আহ্বান,
ডালার রসির ফাঁসে ওই দেখ,
ঘন ঘন পড়ে টান।
কেন উদাসীন আনমনা হেন
বেদিনী, বেদের মেয়ে?
দূরের বাঁশির সুরে তুইও কি রে
উঠিবি কাঁদুনি গেয়ে?

অকালে এল এ কালবৈশাখী,
কাছে আয় কাছে আয়,
যাহা নাই তারি মায়ায় বেদিনী
যা ছিল তাও যে যায়!
ছুটে যায় খুঁটো, ওড়ে ছেঁড়া তাঁবু,
টুটে যায় দড়াদড়ি,
ফুটো ভাঁড় আর কানাভাঙা হাঁড়ি,
দূরে দূরে গড়াগড়ি।
অকালের এই কালবৈশাখী—
ভেঙে দিল তোর ঘর,
সাপের ঝাঁপিটে মাথায় চাপিয়ে
বেদিনী রে হাত ধর্।

ঝড়ে ঘর ওড়ে, মাঠ তো ওড়ে না—
ভয় নাই ভয় নাই,
এ মাঠ ছাড়িয়া চল্ রে বেদিনী
আর কোনো মাঠে যাই।
হাওয়ার উজানে দিক্ ঠিক রেখে
আঁধারে আঁধারে চল্—
আকাশে খেলায় লম্বা লম্বা সাপ
পারের সাপুড়ে দল।
কি ভাবিস্ মিছে, আয় পিছে পিছে
যা হবার তাই হোক্,—
বেদে-বেদিনীরা ভয় পায় যদি—
হাসিবে গাঁয়ের লোক॥

বরনারী

শূন্য কুম্ভ সম
শূন্য জীবন মম
কাঁখে তুলে নদীকূলে এলে বরনারী ;—
কেন নামিলে না নীরে ?
বেলা প'ড়ে এল ধীরে,
চলিয়াছ ঘরে ফিরে ভরি' আঁখিবারি।
না মোরে ডুবালে জলে,
না ভাসালে লীলাছলে,
বুকে চাপি' কুতূহলে দিলে না সাঁতার।
কেঁদে কেঁদে গলা ধ'রে
ভরিয়া তুলিলে মোরে,
ঢালিলে এ খালি বুকে অশ্রুর পাথার।

পল্লীবধূর সারি
আসে হাসে ভরে বারি,
বাতাস ভরিল জলভরণের সুরে,—
কূলে বসি' অধোমুখ
তোমারি ফুলিছে বুক,
কী দুখে ও কালো আঁখি সারাবেলা ঝুরে ?
এখন চলেছ ফিরে,—
সমুখে আঁধার ঘিরে,
পিছনে সজল হাওয়া বহে ঝর-ঝর্,
ঝিল্লীরা ঝঙ্কারে,
জোনাকি ঝলক্ মারে,
বাঁকা কাঁকালের তালে নূপুর মুখর।
আঁধারে বুঝিতেছি না—
এখনো কাঁদিছ কিনা,
ভরা এ কলসভারে, ঘন বহে শ্বাস ;
তোমারি চলন-ঘায়,
মোর জল ছলকায়,
ভিজিয়া ভিজাই হায় তব কটিবাস।
পদতলে পদরেখা
যায় কি না যায় দেখা,
এ পথে চলিতে একা তনু কেঁপে ওঠে,
নাছোড়্ লতার বেড়ে
অপথে পড়িছ ফেরে,
না জানি কোমল পায়ে কত কাঁটা ফোটে
আঁধারের বাঁকে বাঁকে
মেঘেদের ফাঁকে ফাঁকে
চাঁদের কলসী কাঁখে চলে বিভাবরী ;

বনবায়ু ফিরে পাশ,
ছাতিমের ছুটে বাস,
বকুল ফেলিয়া শ্বাস ধীরে পড়ে ঝরি'।
শুনি' ও নূপুর-ধ্বনি
পথ ছেড়ে দেয় ফণী,
পেচক উড়িয়া বসে পাশের শাখায় ;
শ্বাপদ দাঁড়ায় সরি'
দু'চোখে প্রদীপ ধরি',
বাদুড় ঝুলিয়া ডালে ঘুরিয়া তাকায়।

সুন্দরি, বলো বলো—
এ পথে কোথায় চলো ?
গহন এ অরণ্যে কারে মনে পড়ে ?
তোমারি কাঁদনে-কাঁদা
তোমারি বাঁধনে-বাঁধা
কলস নামাতে বলো চলো কার ঘরে ?
চিরদিবসের চেনা
সে ঘরে কি ফিরিবে না ?
সন্ধ্যা কাঁদিয়া গেল কুটীরে যে তব ;
কাহার চরণে ঢালি'
আমারে করিবে খালি ?
আজি রাতে ডাকে তোমা কোন্ অভিনব ?
যে-তব আঁখির জল
এই বুকে টল টল,
সে জলে মিটিবে বলো কাহার তিয়াস ?

চলিয়াছ বাঁধি' মোরে
কটিতটে বাহুডোরে
কাঁকণ বাজায়ে কোন্ নূতনের পাশ ?
যদি সে নূতন ঘরে
ও-আঁখি আবার ঝরে,
যদি ও-বিম্বাধরে কাঁপে ক্রন্দন,—
তবে নারি, মাথা খাও,
মোরে হেথা ফেলে যাও,
পথমাঝে খুলে নাও ভুজবন্ধন।
ভাঙা ফুটো শূনো হই,
যেথা সেথা প'ড়ে রই,
হে মোর বেদনাময়ি, সহিতে তা পারি।
তোমার অশ্রুভার
বার বার বহিবার
শকতি নাহি যে আর—শোনো বরনারী !

মন্ত্রহীন

হে আমার জ্যোতি, হে আমার সতি,
গৃহিণি, সচিব, সখি, হে প্রিয়া,
বয়স মোদের হয়ে গেল ঢের
পারে যাবো কোন্ পাথেয় নিয়া ?
কাশী গয়া দূর, এইতো বেলুড়,
তাই বা সেখানে গেলাম কবে ?
আকাশ এদিকে হয়ে এল ফিকে
সাধুসঙ্গ সে কবে বা হবে ?

দুঃখ তোমার পঞ্চাশ পার,—
তবুও দীক্ষা নিইনি আমি,
শাস্ত্রে স্থির আছে নাকি স্ত্রীর
হয় না মন্ত্র না নিলে স্বামী।
আপনি মজিনু তোমা মজাইনু,
ক্ষমা করো মোরে মমতাময়ি,
ছুটির বেলায় আজীবন ত্রুটি
সেরে নিব তার সময় বা কই ?

তবু শোনো সতি, গোপনীয় অত
কহি আজ কিছু আশার কথা,
তোমার পতি যে মন্ত্র নেয় নি
শুনেছ যা, নহে যথার্থ তা।
আমার মন্ত্র জনম অবধি
আমারে ঘেরিয়া ঘুরিতেছিল,
তব মুখ হ'তে আমার দেবতা
সে মন্ত্র মোর শ্রবণে দিল।
সেই দিন হ'তে ওই তনু মাঝে
তনু হারাইল দেবতা মম,
জপি আমি নাম— হে আমার কাম,
হে আমার প্রেম, হে প্রিয়তম !
হে আমার জ্যোতি, হে আমার সতি,
গৃহিণি, সচিব, সখি, হে প্রিয়া,
তোমারই তনুর ঝর্‌না-ঝারায়
আজও সুশীতল আমার হিয়া।

তারই গৌরবে গরবী যে আমি,
তারই দানে ধনী করেছে যে সে,
পলাশের ঝরা পলাশে যেমন
পলাশের তলা চৈত্রশেষে।
তাহারই পরশ অমৃত-সরস,
দরশ তাহার নয়ন-রম,
সে তনু নোয়ায়ে তুমি প্রণমিলে
মনে মনে বলি—নমো হে নম,
নমো নমো নম সুন্দরতম
আমার প্রিয়ার মোহন দেহ,
যুগে যুগে দেয় পরমানন্দ,
নরকের দ্বার বোলো না কেহ।
বালগোপালের ধাত্রী ও-দেহ,
ধরা দিল মোর বাহুর পাশে,
ক্ষীর-সায়রের ওই তরঙ্গে
কত চাঁদমুখ ভাসিয়া আসে।
দেবতা আমার ভিখারী হইল
ওই ফুলে পূজা পাবার লোভে,
ওরই রসায়নে অতনু মদন
মদনমোহন মূরতি লভে।
ও-তনু আমার হেম-ধূপাধার,
রূপানল বহি' জাগিয়া থাকে,
মুঠা মুঠা মোর কামনা পুড়ায়ে
মন্দিরখানি সুরভি রাখে।
প্রিয়ার তনুর অণু-পারাবারে
তরঙ্গময় তড়িৎ নাচে,

সেথা ফুটে উঠে যে লীলাপদ্ম,
আমার দেবতা তাহাই যাচে।
ও-তনু পুড়িবে— ভস্ম উড়িবে,
সে কথা আমার অজানা নহে,
বুকে রেখে তারে চোখে'আসে জল,
তনু চুপে চুপে আমারে কহে :—
আমিই-আমার লীলাতরঙ্গে
গোপনে আপনা ভাঙি ও গড়ি,
সে ভাঙা-গড়ায় যে 'আছে' রয়েছে,
সে থাকারে 'নাই' কেমনে করি ?
শুধু ছল ক'রে লুকাই বন্ধু,
কত কাঁদো তাই দেখিব ব'লে,
কত কেঁদেছিনু সে কথা কহিতে
ফিরে ফিরে আসি তোমারি কোলে।
আছি আছি আমি, আছ আছ তুমি,
আমি প্রিয়া আর তুমি যে প্রিয়,
আমার এ রাঙা চেলীর প্রান্তে
বাঁধা আছে তব উত্তরীয়।
যা ছিল আমার সঁপেছি চরণে
বসন ভূষণ সরম মম,
এবারের এই তনুর লীলায়
পেলে কি তৃপ্তি হে প্রিয়তম ?
হে আমার জ্যোতি, হে আমার সতি,
গৃহিণি সচিব সখি হে প্রিয়া,
যে মন্ত্র তুমি কহ কানে কানে
আমার মুক্তি তাহাই দিয়া।

আমার গুরুর উপবীত নাই,
কণ্ঠে তাহার কনক-হার ;
শিরে নাই শিখা নাই জটা-জূট,
আছে বেণী আছে অলক-ভার।
কপালে নাহিকো ত্রিপুণ্ড্র-রেখা,
সিঁদূরের টিপ পরে সে ভালে।
তা ব'লে শাস্ত্র- সম্মত কি গো
ত্যাগ করা গুরু প্রৌঢ় কালে ?
তদুপরি শোনো, আমার মতন
গুরুর ভাগ্য করিল কেবা ?
রাতে দেয় কানে মুক্তিমন্ত্র
দিনে করে মোর চরণসেবা।
ধার দিয়ে তার তনুবীক্ষণ
বিশ্বরূপ সে দেখায় মোরে,
বিস্ময়ে হেরি তারি রূপ ঘেরি'
আমার রূপের জগৎ ঘোরে।
পরশিয়া নীর বৈতরণীর
সহধর্মিণী শপথ করি—
এ নহে সত্য— নাস্তিক, তাই
মন্ত্রবিহীন জীবন ধরি।
বৃন্দাবনের চিরসুন্দরে
ডুবিতে দেখেছি ও-রূপদহে,
তারে খুঁজে তাই সাঁতারি' বেড়াই,—
বিশ্বাস নাই সকলে কহে।
তোমারি মিলন- আস্বাদে মম
তাহারি বিরহ হৃদয়ে জাগে,

কত কটু তারে কহি বারে বারে,
কভু অনুরাগে, কখনো রাগে।
বন্ধু, বন্ধু, হৃদয়বন্ধু,
কেঁদে কেঁদে তারে কত যে ডাকি,
দুখের বাঁশরী বাজায় সে শুধু
সকল সুখের আড়ালে থাকি'।
সেই সুন্দর মম মনোহর
ধরা দিতে এসে দিল না ধরা,—
তবে আর সখি মিছে কেন যত
শুক্‌নো পুঁথির মন্ত্র পড়া ?
অশ্রুতে গাঁথা না-পাওয়ার ব্যথা,
সেই মালা জপি দুজনে মিলে,
এস মোর জ্যোতি, এস মোর সতি,
মন্ত্র এবার নাই বা নিলে ॥

নাস্তিক

সেই দেশ, সেই পথ, সেই শালবন,
সেই শৈলচূড়ে ঘেরা মেঘল গগন,
সে-দিনের সেই প্রিয়া আজও সহচরী,
তবু আর শ্লথ চিত্ত নাহি ওঠে ভরি'।
জানি বন্ধু, তুমি মোর নহ প্রাপণীয়,
তাই কাঁদি চিরদিন—'ধরা দিও, দিও!'
প্রাপ্তি হ'তে বুঝিয়াছি পাবো যা তা মিছে,
পাবো না যা তাই সত্য, ছুটি তারি পিছে

নিশ্চিহ্ন যৌবন ক্রমে দেহে মনে প্রাণে,
উপনেত্রে চেয়ে দেখি ধরিত্রীর পানে—
শ্যামলে শ্যামল নাই, নীলে নাই নীল,
বিস্বাদ বিবর্ণ জীর্ণ প্রাচীন নিখিল।
মহাশূন্যে ধরণীর এই ভগ্ন নায়ে
আমার শেষের দিন আসিছে ঘনায়ে।
আলোকে খুঁজিতে তোমা ছিল আশা ভয়,
আঁধারে খুঁজিতে হবে—নিরাশ নির্ভয়!

এ জীবনে যত যাহে হইনু বঞ্চিত
মরণের তীর্থে সবই হ'ল কি সঞ্চিত?
শৈশব, কৈশোর মোর, অতৃপ্ত যৌবন,
আয়ুঃ শক্তি আশা প্রেম কল্পনা মোহন,
সকলই কি গেছে ভাসি' সেই মহানীরে—
পূর্ণগ্রাস-পুণ্যস্নানে ছুটি যায় তীরে?
শ্বাস রোধি' ডুব দিয়ে, মাথা তুলে চা'বো,—
অমনি কি নবরূপে সব ফিরে পাবো?

মরণোত্থ বিস্মৃতির স্নিগ্ধ রসায়ন
ফিরে দিবে নগ্ন কান্ত শিশুর জীবন?
আবার আমারে ঘিরে হাসিবে এ ধরা?
রজনী সাজাবে তার তারার পশরা?
চিত্তমাঝে অকারণ আনন্দের দোলে
নৃত্যরসে নবতনু পড়িবে কি ট'লে?

সিন্ধুপারে অনিন্দিতা নিদ্রিতা সুন্দরী
আবার পাঠাবে মোরে স্বপনের তরী।

মৃত্যুতলে তিলে তিলে উঠিছে যা জ'মে
হয়তো ফিরিয়া পাবো জনমে জনমে
নব নব রসে রূপে। শুধু জানি হায়,
তোমারে পাইনি বন্ধু, পাবো না তোমায়।
সকলের আছ তুমি, আমার যে নাই,
হেঁয়ালির দুঃখ মোর কারে বা জানাই!
আমার কাটিবে কাল চির-তোমাহারা,
নয়ন হেরে না যথা নয়নের তারা।

তুমি ক্ষিতি, তুমি জল বায়ু অগ্নি ব্যোম,
দেহ তুমি, মন তুমি, তুমি সূর্য সোম।
স্থাবরের স্থিতি জঙ্গমের গতিধারা,
যেখানে যা-কিছু তুমি,—শুধু আমি-ছাড়া।
মাঝখানে দোলে চির-লীলা-পারাবার,
তুমি-আমি অনন্তের এপার-ওপার।
দুঃখ মোর তাই,—
হইয়া পরান-বন্ধু থাকিয়াও নাই!

পাঁকাল-বন্দনা

পাঁকের মাঝে বসত্, তবু
পাঁক লাগে না গায়ে তার,
ধর্‌তে গেলে পিছ্‌লে চলে,
ধন্য পাঁকাল নির্বিকার।
পাঁক-হারামি নয়কো এ তার,
ভণ্ডামি তার নয়কো এ,
পঙ্ক-আহার পঙ্ক-বিহার,
চামড়া তবু চক্‌চকে।
দেখতে পাবে ঝাঁড়্‌লে পরে
সনাতনের সাঁকালি।
যুগে যুগে কত পাঁকাল
করলে কত পাঁকালি,
প্রলয়-জলে বাঁচাতে বেদ
ধরেন হরি কোন্ দেহ?
পাঁকাল হয়েই এসেছিলেন
কে করে আজ সন্দেহ?
তিনিই হ'লেন ছিপের পাঁকাল,
দ্বীপের পাঁকাল পরাশর,
নীপের পাঁকাল বস্ত্রহারী,
পিপের পাঁকাল হলধর।
ধনের পাঁকাল জনক রাজা,
বনের পাঁকাল বেদব্যাস,
যাঁর কৃপাতে সাম্‌লে গেল
কুরুরাজের বংশনাশ।

রণাঙ্গনে ধনঞ্জয়ে
মহাপাঁকাল হৃষীকেশ
ভূয়োভূয়ঃ দিয়ে গেলেন
পাঁকাল হবার উপদেশ।
সেদিন হ'তে পঙ্কস্রোতে
কত পাঁকালপন্থী রে
বাঁধ্‌ল বাসা মঠে মাঠে
আশ্রমে ও মন্দিরে।
ধাতু বিচার কর্‌লে বটে
কদর্থটাই যায় মিলে,
কোনো প্রভেদ নেই কোনোদিন,
পাঁকালে ও পঙ্কিলে।
তবু কহি অসংশয়,—
শুক্‌নো ডাঙার ভণ্ডগুলোই
মাকালরূপে নাকাল হয়।
গভীর জলের পাঁকালগুলি
শুধুই জগদ্ধিতায়
পঙ্কবিলাস ক'রে থাকেন,
লেখা আছে গীতায়ও।
পাঁকাল নহে ভণ্ড ভাই!—
ছন্দে গাঁথা বন্দনাতে
সেই কথাটি বল্‌তে চাই।
উল্টোভাবে নিচ্ছ সবে
খুবই আমার হচ্ছে ভয়;
বিষয়টা খুব কঠিন ব'লেই
উল্টো বোঝা কঠিন নয়॥

চিরবৈশাখ

বন্ধু,
কাবার হতেছে বোশেখ এবার, কালবৈশাখী নাই,
রোদে ও গরমে বাসে আর ট্রামে আন্‌চান্‌ আইঢাই।
পীচে ও পাখায়, ঘরে কি ফাঁকায়, বাতাসে হুতাশে হায়,
প্রাণের পরণে শিথিল এ দেহ খসিয়া পড়িতে চায়।
এ-হেন ছু'পরে আফিসে আসিয়া হেরিলাম, কি আনন্দ,
কাল চন্দ্রের গ্রহণ হয়েছে, আজিকে আফিস বন্ধ।
ব'সে আছি তুমি আমি,
মাথায় ঘুরিছে তড়িৎব্যজনী, ললাট উঠিছে ঘামি'।
তপ্ত বোশেখে আকাশে ব'সে কে আগুন ফোয়ারা হানে?
অদূর অশথে নবপল্লব মাতে সে অগ্নি-স্নানে।
নারিকেল-শিরে ঝরে ধীরে ধীরে সেই আগুনের ঝারা,
বাগানের কোণে সূর্যমুখীরা পান করে সেই ধারা।
নিবিড় তাদের আনন্দ হেরি' মনে জাগে আজ মোর,
আমারো অঙ্গে লেগেছিল ভাই নবনিদাঘের ঘোর।
নবযৌবন সবে,—
বসন্ত ছাড়ি' যোগ দিয়েছিনু নিদাঘ-মহোৎসবে।
বাংলায় ব'সে ভালবেসেছিনু সুদূরের মরুভূমি,
সে ছিল না মোর ক্ষণিক খেয়াল সে কথা জানিতে তুমি।
দিগন্তহারা অন্তরে মম বালুর শয্যা পাতি'
আগুনের খেলা কবে হবে ব'লে কাটাইনু দিন রাতি।
মাঝে মাঝে তার জ্বলিয়া উঠিবে গগনপরশী শিখা,
দিকে দিকে তার ভুলাতে চাহিবে মায়াময়ী মরীচিকা।

মোর অন্তর-প্রান্তরে বসি' কাঁকরে শুনেছি দিন,
কবে আসিবে সে চিরবৈশাখ কালবৈশাখী-হীন।
যার ঝঞ্ঝার মঞ্জীরে নাই মল্লার স্থর-কণা,
অঙ্গ বেড়িয়া প্রতপ্ত মেঘে ফুঁসে বিহ্যুৎ-ফণা!
জগৎকেন্দ্রে প্রাণধারা যার বহিছে অনল-স্রোতে,
যার হুর্বার অগ্নিবারতা ছুটিছে আলোক-রথে।
আনন্দ যার বহ্ন্যুৎসবে নাচে উচ্ছ্রিতশিখা,
যার চরণের ঘূর্ণাছন্দ নীহারিকা-বুকে লিখা।
মহাসূর্যেরা যে-বৈশাখের শঙ্খধ্বনি শুনে,
অন্তরীক্ষ ভরি' নব নব জগতের বীজ বুনে।
আনন্দের সে অগ্নিমূর্তি ভালবেসেছিনু ব'লে
মন উঠেনিকো এই বাংলার শ্যামল স্যাঁতানো কোলে।
জলে ও আগুনে আপোষ করিয়া যে বোশেখ হেথা আসে,
যার তেজ মোরা মাপি কূপোদকে, শুক্‌নো ডাঙার ঘাসে,
যে আসে মোদের রন্ধনশালে ভিজা কাঠে চুলা জ্বালি'
ধুয়াঁর ছলনে কাঁদিয়া আকাশে মাখাতে মেঘের কালি,
আমে আর জামে ঘামে আর প্রেমে বৈশাখী সে-জীবন,
অসহ্য বোধে চিরদিন আমি চেয়েছিনু বর্জন।

বন্ধু জানো তো তুমি,—

বাংলার ছেলে ভালবেসেছিনু কেন আমি মরুভূমি।
শোনো গো বন্ধু, ঐ পশ্চিমে মামুলি মেঘের ডাক,—
দেহ ভেঙে দিল জোলো হুধ আর এই জোলো বৈশাখ।
মহাবহ্নির স্ফুলিঙ্গ আজও জ্বলিছে যা ভাঙা বুকে,
শীকরসিক্ত ঝাপ্‌টা লাগিয়া কখন সে যায় চুকে।
পঞ্চাশ পার, শুধাই আবার এখনও রাখিব আশা?
চিরবৈশাখ বাসিবে কি মোরে মিতালী ভালবাসা?

আমার হাতের তড়িতের হার উঠিবে কি বুকে ঝলি' ?
চরণ পাতিয়া লবে সে আমার আগুনের অঞ্জলি ?
সখা ব'লে সে কি বাড়াইয়া দিবে লুব্ধ শিখার কর ?
ললাটবহ্নি বহিয়া আনিবে মৃত্যুঞ্জয়ী বর ?
ব্রহ্মাণ্ডের দাহন-গর্বে গরবী করিবে মোরে ?
এই ধরণীর পঙ্কপিণ্ড নিম্নে থাকিবে প'ড়ে ?
আজও কি রাখিব আশা ?
যে মহামরুরে ভালবাসি আমি, পাব তার ভালবাসা ?
বন্ধু, হাসিছ তুমি,—
ভালবাসা যদি ফিরে দেয় তবে কিসের সে মরুভূমি ?
খুব খাঁটি কথা, গাহি তবে আমি—আনন্দ, কি আনন্দ,
রাতের চন্দ্রে গ্রহণ লাগিতে দিনের আফিস বন্ধ ।

শঙ্খ

যেথা চিরক্রন্দিত সিন্ধুর তলে
বঞ্চিতদের সঞ্চয় চলে
শত শতাব্দ নিঃশব্দের
মস্থিত হৃৎ-পঙ্ক,
সেথা সে নিভৃতে ঘনান্ধকারে
স্মরলক্ষ্মীর বন্ধনাগারে
অশ্রুভারের অতলান্তিকে
জন্মেছি আমি শঙ্খ ।

আজি প্রশান্ত মধু-সন্ধ্যায়
কে গো কল্যাণি বাজাও আমায়
তুলিয়া দু'খানি বর্তুল পাণি
শোভিত শুভ্র বলয়ে ?
উন্মুখ মুখ-মারুতের ঘায়ে
তুলিছ এ বুকে সাগর জাগায়ে !
বিদ্যুৎসম মনে পড়ে মম
মন্থনদিন-প্রলয়ে—
নীলকণ্ঠের অট্টহাস্যে
উঠেছিনু আমি শঙ্খ,
অসংখ্য মুক-শক্তিতে করি'
মুখরিত নিঃশঙ্ক।

থামায়ো না তবে, নামায়ো না আর,
ধ্বনিয়া আমারে তোলো বারবার,
তুমুল হউক আহ্বান তব
মরণে করুক্ ধন্য।
অয়ি কল্যাণী কুটীর-কন্যা,
মুক্ত করো গো বেদনবন্যা,
পার্থের রথে কুরুক্ষেত্রে
বাজুক্ পাঞ্চজন্য।
সন্ধ্যা ঘনায়, মুদ্রিত-প্রায়
পদ্মযোনির পদ্ম—
চক্রপাণির চক্রের ডরে
রজনী খুঁজিছে ছদ্ম।

রূপ কোথা আছে

শারদীয়া সপ্তমীর দিন।
কি সুন্দর আকাশের নীল!
সঙ্গিহীন স্থিরপক্ষ পাখী, নিশ্চিন্ত নির্ভরে,
ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে দূর হ'তে দূরে
মিলায়ে মিশায়ে গেল,—
অসীম বুভুক্ষু সে কি?
সোহাগ-আতুরা রূপসীর সুডোল কপোলে
প্রসাধিত ক্ষুদ্র কৃষ্ণ তিল।

রূপ কোথা আছে?

অন্দরের মুকুরে মুকুরে
চিকুর চিরিয়া যারা, কালো চুলে ঘুরায়ে আঙুল,
নিত্য বাঁধে বেণী,
বার বার শ্লথ বাস টানি'
উরসের অলপবয়সী যুগ্ম-সখী-শিরে
তুলে দেয় লাজের গুণ্ঠন,
হাসিয়া ভ্রুকুটি হাসি
শুদ্ধ করে মুকুলের কুতূহলী উন্মুখতা।

মধুর কলসে পড়ি' মধুপ-মক্ষিকা
না পারে ডুবিতে কিংবা না পারে ফিরিতে
তার মধুচক্র পানে।

ব্যোমের বৈদ্যুতমণি
বায়ুশূন্য কাচের কারায়
রাঙিয়া তুলিছে শার্সি-আঁটা বাতায়ন,—
উন্মুক্ত হাওয়ার যাত্রী প্রাচীন পতঙ্গ
মরে বৃথা মাথা কুটে।

প্রেয়সীর জীর্ণ ত্বক্,—
প্রমোদ-সন্ধ্যার সযত্ন-রচিত শয্যা
ভোরের আলোকে কুঞ্চিত মলিন শ্লথ
কুৎসিত কাতর,—
ভূর্জপত্রে লেখা পুঁথি,—
ডোর খুলে তার, স্তিমিত নয়নালোকে,
জীর্ণ ভালে ত্রিবলী টানিয়া
বার বার পাতে পাতে পাঠ
মোহমুদ্গরের শ্লোক।
সেতুর অদৃশ্য সীমা চেয়ে আছে মুখ পানে
স্তম্ভিত সবুজ আলো মেলি' অপলক।

পথপার্শ্বে মলিন দোকানে, স্বর্ণশালে,
কাঁপে পাণ্ডু দীপশিখা,
অগ্নিস্নাত অঙ্গারিকা
পাংশুকুণ্ডে ছাড়ে কালো শাড়ি,

লোহার ছেনির মুখে রূপার আশায়
কনক হতেছে কারুময়ী।
রূপ কোথা আছে ?

আকাশের নীলে,
ক্ষুধাতুর লুব্ধ শ্যেন লুকাইল
রূপসীর সুডোল কপোলে
ক্ষুদ্র কৃষ্ণতিলে।
সুদীর্ঘ দিনের ভারে, পঙ্কজের ভেরে আসে গ্রীবা,
সারা রাত্রি ধরি' তার পলাশ ঝরিয়া পড়ে
শরতের পৈত্তিক তৃষ্ণার পঙ্কিল সলিলে।
সারা রাত্রি ধরি'
মহিষের দেহদাহ দিল জুড়াইয়া
শীত-শ্যামা পল্বল-পঙ্কিনী।
রূপ কোথা আছে ?

শারদীয়া সপ্তমীর রাতি।
অবসিত আরতির ধ্বনি।
শ্রান্তোৎসব মণ্ডপের পথে
সারি সারি পট্টাম্বরা ফিরে পুরনারী।
অনাগত বাঞ্ছিতের প্রীতিকামী প্রসাধনে
আলজ্জ কুমারীদল ভেসে ভেসে চলে,
এঁকে চলে গন্ধের হিল্লোল তটে তটে।

নেচে চলে বালক-বালিকা
লজ্জার নির্লজ্জ আতিশয্যে,—
জরাজীর্ণ হাতে হাতে কুসুমের সাজি।

ম্লান জ্যোস্না—শিশিরাদ্র,
পাণ্ডুর মেঘের খণ্ড—দুঃস্মৃতির কুচি,
নিরুৎসব নীড়ে নীড়ে পাখীরা নীরব সচেতন।
আকাশের পেটিকা খুলিয়া
রংচটা বুটি-ওঠা জীর্ণ নীল শাড়ি
সাবধানে আঁটি অঙ্গে
চলিয়াছে প্রৌঢ়া রাত্রি প্রতিমাদর্শনে।
অঙ্গের ঘর্ষণে
আরণ্য পতত্রিকণ্ঠে শব্দ ওঠে—খস্ খস্ খস্;
পায়ে পায়ে পেচক-ক্রেঙ্কার,
কুহেলীর স্বেদসিক্ত ললাটে সপ্তমী চাঁদ—
দিবসের পূজাশেষে-পরা
আধ-মোছা চন্দনের ফোঁটা।
ছড়ায়ে পড়িছে খোলা পেটিকা হইতে
ভাঁজে ভাঁজে পুরাতন ভিজে গন্ধ—
শিউলীর বাস—
ঘাসে ঘাসে উঠিছে নিশ্বাস—
রূপ কোথা আছে?
ওগো, রূপ কোথা আছে!

ছায়া-চম্পক

কার্তিকের বেলা বেড়ে ওঠে,
মহানগরীর সৌধ-চূড়ে-চূড়ে।
শীর্ণ রাজপথে তীব্র হয় জনস্রোত ;
তারি তটে, বারান্দায় ঝুঁকে দাঁড়ায়ে রয়েছি অকারণে।
খরতর জনস্রোতে পড়েছে মনের ছায়া মোর,
অস্পষ্ট অস্থির ;—
তারি পানে চেয়ে আছি একান্ত একক।

সহসা ভাসিয়া এল গন্ধ কোথা হ'তে ?
আশুষ্ক চাঁপার গন্ধ যেন !
পল্লব-আড়ালে রহি' বৃন্তের বাঁধনে
যে চাঁপার সবে মাত্র ঘটেছে নির্বেদ ;
কণ্ঠলগ্ন মাল্যমাঝে জড়াজড়ি যে চাঁপারা
সহসা হারালো নিশিভোরে আসঙ্গ-হরষ-লিপ্সা,
যাদের দক্ষিণে বামে
কুৎসিত সূতার বন্ধে ব্যবধান হয়েছে প্রকট,
সূচিবিদ্ধ পাণ্ডু বৃন্তে ক্লান্ত দল পড়েছে এলায়ে,
সেই সে-চাঁপার গন্ধ কোথা হ'তে এল !
পথে ত কোথাও নাই চাঁপা ;
ঘরে নাই, আকাশে বাতাসে নাই চাঁপা,
কার্তিকে গাঁথে না চাঁপা কোনো মালাকর
সাজাতে কবরী-কণ্ঠ

মিটাতে ফুলের ক্ষুধা ফুলদানিদের ;
হেমন্তে ফোটে না চাঁপা কারো বাগিচায়
শুকা'তে শ্যামল বৃন্তে,
কিনি নাই কোনোদিন চাঁপার এসেন্স্—
তথাপি আসিছে গন্ধ আশুষ্ক চাঁপার !

চেয়ে দেখি নিম্নে জনস্রোতে
ভেঙে ভেঙে যায়, দুলে দুলে কাঁপে
আমারি মনের ছায়া অস্পষ্ট, অস্থির—
সে ছায়ার মাঝে প্রতিবিম্বে পড়েছে উলটি'
ও কি ও চম্পক-তরু !
গাছভরা ম্লান পাতা, শাখাভরা বিবর্ণ বিনত চাঁপা ফুল,
ক্লান্ত কিশলয় স্তবকে স্তবকে নম্র,—
দাঁড়ায়ে কাঁপিছে তরু জনস্রোত-তলে ।
কোন্ শ্যাম চৈতী চম্পা আমারি অন্তরে
সহসা শুকায়ে গেল ডালে মূলে ফুলে
হেমন্তের হিমাঙ্গ হাওয়ায় ?
তাহারি ছায়ার গন্ধ ভেসে এল আজ
আমার কায়ার মূলে ।

শীর্ণ পথে খরতোয় জনস্রোত ।
একা আমি দাঁড়াইয়া তটে ।
পদতলে কাঁপে ছায়া রসাতলমুখী—
অস্পষ্ট, অস্থির !—
আমার মনের, আর শুষ্ক চম্পকের ॥

কচি ডাব

'ডাব চাই, ডাব, কচি ডাব ?'
আমার বাসার ধারে হাঁকে বৃদ্ধ ঝাঁকা ঘাড়ে,
সে পথে তখন লোকাভাব।
অঘ্রানের শীত-সন্ধ্যা শ্বাসরোধী ধূম্রগন্ধা
চাপিয়াছে শহরের বুকে,
হিমাঙ্গ উত্তর বায় হাঁপের টানের প্রায়
থেকে থেকে গলিটায় ফুঁকে।

হাঁকে বৃদ্ধ—'ডাব, কচি ডাব ?'
পাগল! আজি এ সাঁঝে সঙ্কীর্ণ গলির মাঝে
উদরে উদরে অন্নাভাব ;—
সেইখানে এই শীতে কী বাতিক প্রশমিতে
কে তোমার খাবে কচি ডাব ?

কাঁদিয়া কহিল বুড়া— 'তুমি মোর বাপ খুড়া,
ঝাঁকাটায় হাত যদি দাও,
বারেক নামায়ে বোঝা, মাজাটা করিব সোজা,
ডাব তুমি নাও বা না নাও।'

বাহিরিয়া দ্বার খুলি' দু'হাত ঝাঁকায় তুলি'
নামাইয়া দিনু তার ভার ;
বসে' পড়ি' ভাঙা ধাপে থর থর বুড়া কাঁপে,
নগ্ন বুকে নুয়ে পড়ে ঘাড়।

ক্ষণেক নীরব থাকি' ক্ষীণকণ্ঠে মোরে ডাকি'
কহে বৃদ্ধ—'তবে বাবু যাই ?'—
ডাব ক'টি নামাইয়া ন্যায্য দাম হাতে দিয়া
আমি তার মুখপানে চাই।

গণ্ড ভরি' আঁখি-নীরে খালি ঝাঁকা তুলি' শিরে
গলি বেয়ে চলি গেল বুড়া,—
ঘরে ঢুকি দ্বার রুধি' অন্ধকারে চক্ষু মুদি'
কোলে তুলে নিয়ে তানপুরা,
বেসুরে ধরিনু গান,— হায়, হত ভগবান!
মোর ভাগ্যে এহেন দুর্ভোগ!
অপরের কাব্যভালে মিলাও ত কালে কালে
অনুকূল কত-না সুযোগ!
সে-সব কবির বেলা,— শ্রাবণের সন্ধ্যাবেলা,
দুয়ারে তরুণী পশারিনী,
তনুদেহে সিক্ত বাস, নয়নে মিনতি-ফাঁস,
ফুল নিয়ে করে বিকিকিনি।
আরো ভাগ্যবান যিনি আসে তাঁর পশারিনী
কোমল করুণ ক্লান্তকায়,
'শয্যা শুভ্রফেননিভ স্বহস্তে পাতিয়া দিব'—
সাধে কবি সমবেদনায়।

এ ভালে তেঁতুল-গোলা— অতিবৃদ্ধ ডাবওলা!
তাও নহে বৈশাখী দু'পরে;
মিটাতে প্রাক্তন দেনা শীতরাত্রে ডাব কেনা!
তাই কি কাটারি আছে ঘরে!

সহসা ঝনাক্ ঝান্ তানপুরে কাটে তান,
ছিঁড়ে গেল সব ক'টা তার ;
আমার শ্রবণ-মূলে অকস্মাৎ গেল দুলে'
কোন্ রুদ্র নৃত্যের ঝঙ্কার।

দারুণ শীতের সাঁঝ, হে আমার নটরাজ,
কোন্ রূপে এসেছিলে দ্বারে ?
অশ্রুর সাগরমন্থ হে আমার নীলকণ্ঠ !
ভাগ্যে ফিরাইনি একেবারে !
শীতাতপে দিগম্বর, দিশাহীন পথচর,
দেহ টলে ক্ষুধার নেশায় ;
অন্তর-শ্মশানে চিতা সারি সারি নির্বাপিতা,
তাহারই বিভূতি ফুটে গায়।
সর্বাঙ্গে হাড়ের মালা, শিরায় ফণীর জ্বালা,
গণ্ডে ঝরে জাহ্নবী উতলা।
কৃষ্ণাচতুর্দশী-শেষে তোমারি ললাটে এসে
অস্ত গেছে শেষ শশিকলা!
তোমার মাথার ভার ধরেছি যে একবার,
তাহে মোর মিটিয়াছে সাধ।
দিয়েছি তামার চাকি,— সে মোর হয়নি ফাঁকি,
সোনায় ঘটিত অপরাধ।

যে মোহিনী স্বর্ণটাটে পাতে পাতে সুধা বাঁটে,
সে যাদের করে প্রবঞ্চনা,
হে মোর বঞ্চিতরাজ, নিঃশেষে বুঝেছি আজ—
আমি যে তাদেরি একজনা।

তাই তুমি নানা ছলে আমার অন্তরতলে,
আমার দুয়ারে আঙিনায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসো, কাঁদি ব'লে ভালোবাসো,
মোর অশ্রু তোমারে কাঁদায়।
তোমায় প্রসাদকামী স্বগৃহে সন্ন্যাসী আমি,
এ জীবন নিষ্ফলে সফল—
অনাদি দুঃখের স্রোতে তোমারি নয়ন হ'তে
ঝ'রে-পড়া একফোঁটা জল ॥

জংশন স্টেশনে

মাঘের প্রভাত
উষাস্নান সারি' ছাড়িছে কুহেলি-শাড়ি
পূর্বানদীতটে। চম্পাপীত ক্ষণনগ্ন বুকে
ঘুরায়ে জড়ায়ে নিল জরীর আঁচল,
স্মিতমুখে চ'লে গেল
আলোকের অন্তরাল-পথে।

ট্রেন মোর থামিল স্টেশনে,—
জংশন স্টেশন ;—
ছাড়িয়া রাতের গদি স্প্রিংময় কোমল,
নামিনু উপলকীর্ণ সুদীর্ঘ অঙ্গনে।
বিনিদ্র রাতের সাথী
গদিকে কি বেসেছিনু ভালো?

দুর্ঘট ঘর্ঘর-ঘৃষ্ট
রজনীর লৌহপথে যেবা
গতির উৎক্ষেপ মাঝে
স্থিতির আরাম দিল মোরে,
ব্যথা কি বাজিছে বুকে ছাড়িতে তাহারে ?

•

অথবা—
লাগিছে ভালো নিদ্রাহীন রাত্রিশেষে
যাত্রীময় জংশন স্টেশনে
কঠিন কঙ্করকীর্ণ এ অপরিচয় ?
প্রাঙ্গণের কাঁটাতারে কুসুমাক্ত বিদেশিনী লতা।
অদূর প্রান্তর অজানায়,
নৃত্যপর নটেশের ডম্বরুর মতো—
চলেছে সাঁওতালী মেয়ে নাচিয়া গাহিয়া
দোলায়ে কঠিন্ তনু মুঠিম কটিতে।
উষাস্নাত মাঘের প্রভাত,
গদিআঁটা ট্রেনের কামরা,
কাঁটাতারে কুসুমাক্ত লতা,
মাঠের সাঁওতালী মেয়ে,
কারে আমি ভালোবাসি ?
ভালো কি বেসেছি কভু কারে ?
বিশ্বমাঝে কে আমার লভিল সে-প্রেম,
যে-প্রেমের
নাহি অন্ত, তল, সীমা, আদি ও ইত্যাদি ?
সে প্রেম কি কৃপণের মতো
সঞ্চয়ি' রাখিনু নিজ বুকে ?

দিক্‌হস্তী সম গর্জিয়া আসিল ট্রেন
থামি' কিছুক্ষণ
শুষ্কমুখে আকণ্ঠ করিল পান
পঙ্কিল সলিল।

ঘড়ির কাঁটায় কহে
এ ট্রেন আমার নহে।
আমার ট্রেনের বার্তা নিঃশব্দ সঙ্কেতে
হয়তো বহিয়া আসে তড়িতের তার!
সে বার্তা জানে না ওই নীলকণ্ঠ পাখী
তারে বসি' খেতেছে যে দোলা
পরম আরামে।

জংশন স্টেশনে
ওয়েটিং-রুমে দেওয়ালে মুকুর আঁটা;
কত কত প্রতিচ্ছবি ধরেছে সে বুকে!
চাহি' তার পানে
ভাবিলাম—
যারা যারা এল গেল
প্রতিবিম্ব ফেলে গেল
আয়তলোচনা বিলাসিনী,
তারা যদি আজ
ভিড় ক'রে দাঁড়ায় সম্মুখে
কাহারে বিলায়ে দিব আমার সে-প্রেম?

সহসা সম্মুখে দেখি,—
মুকুর হইতে মোর মুখপানে চেয়ে—
দাঁড়ায়ে সে রয়েছে একাকী,
যারে আমি আজনম ভালোবাসিতেছি
না বুঝিয়া না জানিয়া।
ওই তনু মম,
কখন প্রথম পেনু তারে
জননীর জঠর-আঁধারে,
নাহি পড়ে মনে।
অনালোক বায়ুশূন্য ক্লেদক্লিন্ন
জটিল অরণ্যমাঝে সুদীর্ঘ রজনী,
সেথা মোরা ফিরিতেছি খুঁজি পরস্পরে।
সহসা পরশে অনুভবি',
অন্ধ অনুরাগে
জড়ায়ে সে দিল কণ্ঠে মোর
সহস্র স্নায়ুর জালে রচিত জীবনমাল্য।
সেই ক্ষণে
বুকে বুক মুখে মুখ
লভিলাম চিরপরিচয়।

সেই হ'তে উভয়ের যাত্রা সুরু হ'ল
সুদীর্ঘ পথের।
শৈশবে খেলিনু একসাথে,
যৌবনের প্রগাঢ় মিলনে
ভুলে গেনু—কেবা সে, কে আমি।

আজ মোরা অভিন্ন এমন, এহেন তন্ময়,
নিঃসাড় হইয়া গেছে প্রেম-অনুভূতি।
রূপহীন পিপাসিতে দিয়াছে সে রূপ,—
অজীবনে দিয়াছে জীবন,—
তাই কি এমন ভালোবাসি ?
জানি আমি—নহে সে সুন্দর,
তবু মানি না তো,—তা' হ'তে সুন্দর কারে।
শয়নে, স্বপনে, সুপ্তি-জাগরণে,
তিলেক ছাড়িলে নাহি বাঁচি।
মৃত্যুময় জানিয়াও
প্রেম মোর অমর করিতে তাঁরে চাহে।
কালো অঙ্গে তার—
সযতনে বুলাইয়া ভালোবাসা
চিরকাল করি প্রসাধন।
লুকায়ে লুকায়ে দেখি তারে
গুরুজন-গঞ্জনা ভাবিয়া।
তার রোগে রুগ্‌ণ আমি,
তার শোকে আমি মুহ্যমান।
হেন অপ্রমিত প্রেমে কে কোথা প্রেমিক ?

ওই যুগ্ম আঁখি—
দেখাইল মোরে
রূপের স্বরূপ বারে বারে।
বয়সের ক্লান্তি-ভারে সে যদি আজিকে
ধ্বসিয়া বসিয়া যায়
গ্রামান্ত-প্রান্তরে গরীবের গোরের মতন,
তবে কি তাহারে ছাড়ি' ঘুরিয়া মরিব

পদ্মপলাশিনীদের পিছে পিছে ?
সে প্রেম মোদের নহে।
এ প্রেম এমনই মূঢ়, নিজে অন্ধ হয়ে
অন্ধে করে দিব্যচক্ষুষ্মান্ ;
এমনই মহান্—
আপনার গোপন যৌবনে
জরারে ভূষিত করে ;
চিরসুন্দরের পাশে
কুৎসিতের রচি' দেয় স্থান।
অপ্রমেয় মোদের এ প্রেম।

তবু হু'য়ে হবে ছাড়াছাড়ি।
এই যে জীবনরাতি ক্ষীণ দীপ জ্বালি'
কাটাই দু'জনে
দুঁহু কোড়ে দুঁহু কাঁদি বিচ্ছেদ ভাবিয়া,—
এ রজনী হবে ভোর।
মোদের মিলিত কণ্ঠে আকুল মিনতি,
কাতর ক্রন্দন,
অসহ্য যন্ত্রণাময় ছেদন-বেদন,
রুধিতে নারিবে হায় অরুণ মরণরথ।
সে রথের চক্রতলে
হতমান গতপ্রাণ প্রিয়া
যদি প'ড়ে রয় ধূলিধূসরিত,
চৌদিকে কাঁদিতে থাকে জীবনসঙ্গিনীগণ,

তবু রথে চড়ি'
একা মোরে যেতে হবে
ওপারের মধুপুরে ?
মোর প্রেম কখনো তো মানেনি মথুরা।

তার চেয়ে—
শঙ্করের মতো সতীদেহ স্কন্ধে তুলি' ল'ব,
ভ্রমিয়া বেড়াবো ত্রিভুবন
মহাশোকে অসীম নির্বেদে,
যতদিন দিকে দিকে সতীপীঠ নহে প্রতিষ্ঠিত,
যতদিন ক্রন্দনতপস্যা মম'
সে সতীরে না পারে ফিরাতে।
দারুণ সে যজ্ঞপণ্ডদিনে
দেহহারা জীব হবে সতীহারা শিব।

ঘণ্টা বাজে জংশন স্টেশনে।
আমারি ঈপ্সিত ট্রেন
আসিয়া দাঁড়ালো প্রাঙ্গণের প্রান্ত ঘেঁসি'।
চড়িনু নূতন ট্রেনে, নব কামরায় ;
ক্যুশন-কবোষ্ণ গদি স্প্রিংময় কোমল।
উড়ে গেছে নীলকণ্ঠ পাখী,—
কে জানে চলিছে কিনা শূন্য তার-তলে
আমারি ট্রেনের বার্তা অগ্রিম স্টেশনে॥

এসিয়ার আশা

বসে ছিনু নিঃসঙ্গ—
সহসা আকাশে ঘনায়ে আসিল
বিপুল শকুন-সঙ্ঘ।
ক্ষণিকে ঢাকিল রাহুল ছায়ায়
উদয়-অস্তাচল,
তাদের পাখার শ্বাসে-প্রশ্বাসে
প্রলয়ের পরিমল।
চক্ষে তাদের সুতীক্ষ্ণ কালো
রঞ্জন-আলো জ্বলে,
ন'ড়ে ন'ড়ে ওঠে নরকঙ্কাল—
মরণের তনু-তলে।
মহাদেউলের খিলান ফেটেছে,—
রবি ডুবে তারি ফাঁকে,
সেই কাল-সাঁঝে শকুনসঙ্ঘ
উড়ে চলে ঝাঁকে ঝাঁকে।

মেরু-অরোরার ঝর্ণাঝারায়—
করিয়াছে উষাস্নান,
কুরুবর্তের আকাশ ভাসায়ে
অবিরাম অভিযান।
বারেক গৌরীশঙ্কর-চূড়ে,
চিরতুষারের বুকে,

রেখে এল ক্ষণচরণচিহ্ন
বিশ্রাম-কৌতুকে।
বারেক শুনিল, বাঁকা চঞ্চুতে
ঘসি' চঞ্চল পাখা,—
দেওদারতলে সুরগঙ্গার
কুলু কুলু পিছুডাকা।
মানসসরসে মরালমিথুন
দেখালো মৃণাল তুলে,
শ্যাম-উপকূলে নারিকেল-শ্রেণী
ডাক দিল দুলে' দুলে'।
পারসী-গোলাপে গাহে বুল্‌বুল্‌
কাস্পিয়ানের পারে,
দূর ককেশাস্‌ ইশারা জানায়—
পাইনে ও পপ্‌লারে।

অবহেলি' সবাকায়—
নির্নীড়মতি নির্ভয়গতি
শকুনসঙ্ঘ ধায়।
চক্ষে কেবল সুতীক্ষ্ণ কালো
রঞ্জন-আলো জ্বলে;
ন'ড়ে ন'ড়ে ওঠে নরকঙ্কাল—
তন্বীরও তনুতলে।
ওদের ডানার ঘন মন্থনে
যত বুদ্‌বুদ্‌ ফোটে,
বিশ্বের নীল নবনীত বিষ
বুঝি ভেসে ভেসে ওঠে।

গণ্ডূষে ওরা পান করিল কি
পীতসাগরের বারি ?
লোহিতসাগরে ভরিয়া লবে কি
রাঙা হৃদয়ের ঝারি ?
কৃষ্ণসাগর উড়াইয়ে লয়ে—
কালবৈশাখী ঝড়ে
সাহারার বুক জুড়াবে কি ওরা
ঘন মেঘাড়ম্বরে ?
আকাশে আকাশে নিবাইয়া বাতি
সঞ্চারি' কালো ছায়া
অতলান্তিকে ডুবাইবে কি রে
যত প্রশান্তী মায়া ?
সাত সাগরের তলে তলে যত
বেদনা গুমরি মরে—
সে ব্যথা কি আজ হাল্‌কা হয়েছে
ওদের পক্ষভরে ?
শত শৈলের পাঁজরে পাঁজরে
পুঞ্জিত ব্যথাভার—
সহসা আকাশে ছাড়া পেয়ে হাসে ?
মুক্তির হাহাকার ?

আমার মনের বাতায়ন খুলে
বসে আছি নিঃসঙ্গ—
গরুড় যে কাজ পারেনি তা আজ
পারিবে শকুনসঙ্ঘ ?

কুয়াসা

পহেলা মাঘের অতিপ্রত্যুষ
ঘন কুয়াসাচ্ছন্ন,—
মাথা গুঁজে বসি' উনানের পাড়ে
ধুঁয়ার ছলনে কাঁদিয়া ফুঁ পাড়ে
চির-নিরশনা ধূসর-বসনা
রজনী কাহার জন্য ?

আজকে দিনের ভিজে কাঠখানা
শত আয়াসেও জ্ব'লে তো ওঠে না
আকাশের পূব্ প্রান্তে,
আজ আসিয়াছে কুয়াসাবিলীন
দিক্‌ভ্রম নিয়ে ভ্রমিবার দিন
ক্ষুধিতে ও পথভ্রান্তে !

একা চাকাভাঙা কাককেতু রথে
ভ্রমে ধূমাবতী বুভুক্ষাপথে,
—বুঝেছ ?
গগনবিহারী সে কাককণ্ঠে
হে কবি, তোমার
কোকিল-কূজন কূজেছ ?

পুষ্পের অন্তরে গন্ধের ক্রন্দন,
পুষ্পের পায়ে পায়ে বৃন্তের বন্ধন,—
কবোষ্ণ কল্পনা, ছন্দের আলপনা,
অবশ্য মিথ্যা ;
অন্ধরাজের নারী সুন্দরী গান্ধারী—
পঞ্চকন্যা হ'তে অনন্যচিন্তা !

না-রজনী না-দিবস
ধূমময় মাঘমাস,
শীতের বাতাস বহে শীতের বাতাস,
ধূমাবতী-কর হ'তে শীতের বাতাস।
অতি ক্ষুন্ময়ী ধূমাবতী ওই
রথ ছেড়ে চলে হাঁটিয়া,
রূপে রসে ভরা বিচিত্র ধরা
মুছে ফেলে জিভে চাটিয়া।

রংদার কায়া রাংতার মায়া
আব্রু ও ছায়া ঘুচেছে,
বাঁশ দড়ি খড়ে বাঁধা কবন্ধ
সুধা খেয়ে মুখ মুছেছে !
কত ক্ষতি ক্ষুধা কত লোভ ক্ষোভ
কতদিন ধ'রে চাপিয়া
এতদিনে আজ উঠিয়াছে ওই
দামোদরোদরও কাঁপিয়া।

হে কবি, এ কথা জানিতে,—
উদরাধ্মানে মাথার বৈঠিক,
আধাদৈবিক আধ্যাত্মিক,
কবিরাজ, তুমি মানিতে।

তবে বিস্ময় কিসে?
নিরাশা দুরাশা কুয়াসায় যদি
ধরণী হারায় দিশে?
কেন কর এত কুৎস?
এই কুয়াসারই বিভ্রমতলে
ফুল কি ধরেনি চৈতী ফসলে?
উর্ধ্বে ইহার নভোমণ্ডলে
ঝরে না কি আলো-উৎস?

পহেলা মাঘের অতিপ্রত্যূষ
কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন;
আজ আসিয়াছে কুয়াসাবিলীন
দিক্‌ভ্রম নিয়ে ভ্রমিবার দিন,
তা ব'লে ধরণী তপনঘরনী
যাবে কি গো উৎসন্ন?

শুভ ফাল্গুনী তিথি

সঁীথির সিঁদূরে উজলিয়া তুলি'
মধুযামিনীর স্মৃতি
অয়ি কল্যাণি, এবারও যাপিলে
শুভ ফাল্গুনী তিথি।
প্রভাতে উঠিয়া সম্বরি' বাস
হাসিয়া সলাজ হাসি
পুষ্পের প্রায় পড়ি' মোর পায়
নীরবে কহিলে—'আসি!'

'আসি' বলি' চলি' গেল দ্বারপথে
শুভ ফাল্গুনী তিথি,—
দিনের আলোকে মিলাইল ধীরে
মধুযামিনীর স্মৃতি।

তবু পড়ে মনে সেই ফাল্গুনে
চাহিলে যখন মুখে,
অবাক্ আশার নীল যবনিকা
দুলে উঠেছিল বুকে।
তখনই বুঝিনু নহ নহ তুমি
ফুল্ল গোলাপ-শাখা,
বর্ণ জ্বালিয়া গন্ধ ঢালিয়া
দুদিনে হবে না ফাঁকা।

বিফল বৃন্তে শিথিল পাঁপড়ি
পড়িবে না ঝরি' ঝরি',—
তুমি যে মনের রসাল-বনের
রোমাঞ্চ-মঞ্জরী !
ভেসে আসে তব মৃদু সৌরভ
নববসন্ত-কূলে,
কিশোর কষায় কিসলয়-রসে
পিকের কণ্ঠ খুলে।
সারা তনু ভরি' জাগে মঞ্জরী
মর্ম্মের মধুভারে,
তোমা ঘেরি' শত সম্ভাবনার
গুঞ্জন ঝঙ্কারে।

হে মোর মনের মাধবী-বনের
সহকার-মঞ্জরী,
তার পর কবে গিয়াছে ফাগুন,—
বিফলে পড়নি ঝরি।

ফাগুন টুটেছে ঝামট ছুটেছে
ধূ ধূ চৈতালী বুকে,
বার বার সখি, তোমারি ছায়ায়
এসেছি শুষ্ক মুখে।
কালবৈশাখে তড়িৎ-ঝঞ্ঝা
দিল তোমা কত ব্যথা
ছিঁড়ি' নব ফল পল্লবদল,—
নতমুখে সয়েছ তা।

আজি মন্থর নিদাঘ-কাতর
দাহন-দীর্ঘ দিন,
ক্লান্ত এখন অলিগুঞ্জন,
কোকিল কণ্ঠহীন।
তবু দিনশেষে শ্যাম-সমাবেশে
সফল মহিমা তব
মধুযামিনীর স্মৃতি-সুস্মিত
লভে রূপ অভিনব।

'আসি' বলি তোমা আশিসিয়া গেল
শুভ্র ফাল্গুনী তিথি,
নূতন সিঁদূরে কে আঁকিল সখি
পুরাতন তব সীঁথি?

বসন্ত

অবিচ্ছিন্ন কর্ম মাঝে কাটে বেলা অবকাশহীন,
সহসা তুলিতে মাথা দেখিনু বাহিরে
বাতায়নমূলে দাঁড়াইয়া ফাল্গুনের দিন।
আকাশের নীলে তার কিশোর চাহনি,
আম্রমঞ্জরীর গন্ধ,
কোকিলের কুহুচ্ছন্দ,
দখিনার মৃদুমন্দ,
গ্লানিহীন, প্রত্যাশী নবীন
ফাল্গুনের দিন।

আমাতে তোমার বন্ধু কোন্ প্রয়োজন?
এ বয়সে আর আমি যাবো না সাজাতে
ফলের চরণে ফুলের মরণডালা,
সাথীদের সাথে আর গাঁথিব না
মাধবীবধূর নিদাঘবরণ-মালা।

মধুগন্ধ ছায়ায় ছায়ায় নতমাথে ফিরে যায়
ফাল্গুনের দিন।
দূর আকাশের পাখী আকাশে বিলীন।
নামিল সন্ধ্যার ছুটি ;—
হয়তো এ জীবনের মতো
ফিরে গেল ফাল্গুনের দিন।

২

হায় হায় করে হাওয়া
চৈতালীর তীরে।
কর্মহীন কাটে দিন
নিতান্ত নির্জন
একান্ত আসক্তিহীন
ডাক্‌বাংলার একোদ্দিষ্ট খাটে।
সম্মুখে বিরাট বৃক্ষরাজি—
বাদাম শিরীষ শিশু ঝাউ অশ্বত্থ প্রাচীন ;
কর্মহীন দিন।

হাওয়ায় হাওয়ায়
ঘুরিতে ঘুরিতে বাঁকা পথে
ঝ'রে পড়ে বাকি পাণ্ডু পাতা,
প্রাচীন শিশুর আর বৃদ্ধ শিরীষের
িগত বাসন্তী কিসলয়।

ঝাউয়ের ঝাপ্সা আব্ডালে
সতর্কচরণ
কিঙ্করেরা করে সঞ্চরণ,—
দক্ষিণার অন্তঃপুরে
কালবৈশাখার নৃত্য-নিমন্ত্রণ।

নির্জন এ ডাকবাংলার,
পুরাতন এ পান্থশালার,
ঠিকানা ভুলিয়া যদি যাই—
তবে যেন আপনার হারানো ঠিকানা
সহসা কুড়ায়ে পাই
পুরাতন পত্রস্তূপ মাঝে।

রৌদ্রকরোজ্জ্বল ফেনশীর্ষ তরঙ্গবন্ধুর
সিন্ধুর সীমান্তদেশ,
বারোমাস হা হা বহে হাওয়া ;
গিরিশৃঙ্গে সারে সার
শোভিত-তুষার
ছলে দেওদার,

নিম্নে নাচে নির্ঝরিণী ;
মরু-অঙ্গে কাঁপে ছায়া শীর্ণ খর্জুরের ;
সুদূর আকাশে মিটি-মিটি জ্বলে
প্রতিবেশী ব্রহ্মাণ্ডের আকাশ-প্রদীপ।

পুরাতন পাণ্ডুপত্র
ঘুরিতে ঘুরিতে নেমে আসে,
ছত্রে ছত্রে লেখা কথা গেছে মুছে,—
অতি পরিচিত হস্তাক্ষরে·
কত আনন্দের কথা,
অশুভ সংবাদ কত,
কত আত্মনিবেদন ব্যথা অভিমান,
সান্ত্বনা আশার বাণী, শোকার্ত ক্রন্দন,
পাণ্ডু পত্রস্তূপ—
আজ তার কোনো মূল্য নাই
একান্ত আসক্তিহীন ডাকবাংলায়।

দারা পুত্র পরিবার
আমি কার কে আমার !
পঞ্চাশোর্ধ্বে এসেছি কি বনে ?
বৃন্তহীন পুষ্পসম
ফুটিয়াছে আত্মা মম
জীর্ণ পান্থশালে সংগোপনে ?

উদরের ক্ষুধা'পরে
ফেনায়ে উপছি' পড়ে
হৃদয়ের সুধাপাত্র মোর ;
বিরাট বাদাম গাছে
বিদায়ী হাওয়ার নাচে
বাদামী পাতার ছিঁড়ে ডোর।
তোমারে শুধাই বন্ধু, তোমারে শুধাই—
ক্ষুধায় পড়িল চাপা কত না সুধাই !
আজি যদি চৈত্রশেষে
অকস্মাৎ নিরুদ্দেশে
পরিচয় মিলিল কপালে,
বৃন্তহীন পুষ্পসম
ফুটে থাক্ আত্মা মম
অজানা এ জীর্ণ পান্থশালে !

নির্ঝঞ্ঝাট প্রকাণ্ড আকাশ,
নির্নিমেষ নীল অবকাশ,
হেথা বন্ধু চির-চৈত্রমাস !

ঘুমের সাথী

নয়নে ঘনালো শ্রাবণের ঘোর
বর্ষণ-ঘন রাতি,
তোমার মাঝারে খুঁজি আজি সখি,
আমার ঘুমের সাথী।
অস্তাচলের এল সংবাদ,—
ভেঙে পড়ে সেথা চেতনার বাঁধ,
সুপ্তিসাগর প্লাবন-নেশায়
সহসা উঠেছে মাতি';
এই দুর্যোগে খুঁজে ফিরি সখি
আমার ঘুমের সাথী।'

তুমি কেড়েছিলে নয়নের নিদ
মধুর মাধবী রাতে,
আষাঢ়ান্তের বিবশ দিবসও
জেগে কাটে তব সাথে।
সাধ ছিল মনে—ঘুমে দিয়ে ফাঁকি
অনিমিখ করি' অতন্দ্র আঁখি
দুটি হৃদয়ের চির-জাগরণ
লিখিব নয়নপাতে।
তাই সখি মোরা জেগে বসে ছিনু
বসন্তে বর্ষাতে।

আজও তুমি মম অনন্ততম
জাগরণ-সঙ্গিনী।
যদি কভু ভুলে পড়ি আমি ঢুলে
বাজে তব কিঙ্কিণী।

চমক ভাঙিয়া চাহি' ও-নয়ন
পান করি যেন নব রসায়ন,
অনাকুঞ্চিত নিশীথ-শয়ন,
জেগে আছ বিজয়িনী।
তুমি যে গো মোর এ জীবনভোর
জাগরণ-সঙ্গিনী।

আজি আসন্ন শ্রাবণ-প্লাবনে
জাগে প্রাণে প্রলোভন,
নিঃসাড় দেহে নিঃশেষ স্নেহে
বিবশ আলিঙ্গন।
মুদিয়া গিয়াছে আঁখি-পল্লব,
হৃদয়ে হৃদয়—নাহি অনুভব,
অধর-প্রান্তে বৃন্তচ্যুত
অচয়ন চুম্বন।
সংজ্ঞাবিহীন আসঙ্গে লীন
নিস্পৃহ তনুমন।

জানিব না সখি আছি কি না আছি,
আছ কি না আছ পাশে,
বুঝিব না—যদি হয় বিনিময়
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে।
বাহুডোরে বাঁধা তনুর ভেলায়
উদাসীন প্রেম ভাসিবে হেলায়
সুপ্তিসাগর মিশেছে যেথায়
মুক্তির নীলাকাশে।
জানিবে না সখি আছ কি না আছ,
আছি কি না আছি পাশে।

তাই আসিয়াছি তোমার দুয়ারে
খুঁজিতে ঘুমের সাথী,
অনিদ চোখের ধ্রুবতারা ওগো
নিবাও তোমার ভাতি।
শ্রাবণ-রজনী হ'ল যে নিঝুম,
ঘিরে আসে যত ফিরে-যাওয়া ঘুম,
বাদল-হাওয়ায় রাখা নাহি যায়
তোমার সন্ধ্যা-বাতি।
ঘনায় নয়নে শাওনিয়া ঘোর,
হে মোর ঘুমের সাথী।

জাগরণ—আজ চেতনার লাজ
তন্দ্রার কশাঘাতে,
তার চেয়ে হোক প্রেমের পরখ
ঘুমের নিকষ-পাতে।
আমাদের সেই সোনার আঁচড়ে
একটি কোরকে যদি রং ধরে,
মেলে যদি দল একটি কমল
নীলজল-শয্যাতে,
সার্থক হবে আমাদের ঘুম
আজি এ শ্রাবণ-রাতে॥

বাইশে শ্রাবণ, ১৩৪৮

মেঘ-চাপা পূর্ণিমা,
আর সারি সারি মুখঢাকা ক্রন্দ্যমান আলোয়
শহরের নিষ্প্রদীপ রাত শ্রাবণ-সমাচ্ছন্ন।
আলো নিব্‌ল, রাত কাট্‌ল, পূর্ণিমা ছাড়্‌ল,
কিন্তু প্রভাতের কপালে
আজ আর সূর্য উঠল না।
এম্‌নি দিনেই,
এম্‌নি শ্রাবণঘন গহন মোহে,—
কাননভূমি যখন কূজনহীন,
সকলের ঘরে যখন দুয়ার দেওয়া,—
একেলা পথিক গোপন 'তার চরণ ফেলে'
নিশার মতো নীরবে পথ চলে।

শহরে তা অশোভন, শহরে তা অসম্ভব।
পথিকের বাঁধাপথ আরও বেঁধে দেওয়া হয়েছে—
কলুটোলা স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট,
কর্নওয়ালিস স্ট্রীট হ'য়ে পথিক যাবে।
তারই একটা মোড়ে—
সহস্র নিরুপায়ের ভিড়ে দাঁড়িয়ে ভিজছি।
দূর হ'তে কানে আসছে—
বিপুল পরাজয়ের তুমুল জয়ধ্বনি!
        সহসা দেখা গেল—
মরণের কুসুমকেতন জয়রথ!
মনে হ'ল—
        কি বিচিত্র শোভা তোমার—
        কি বিচিত্র সাজ!

জয়ধ্বনির মধ্যে জোড়া জোড়া জোয়ান
আজ মৃত্যুমদে মাতাল হ'য়ে
টানছে সেই যান।
টলছে যত তাদের পা,
দুলছে তত রথের বিজয়কেতু!
হায় রে! যেন—
লটপট করে বাঘছাল,
যেন—
বৃষ রহি রহি গরজে!
বাঁধাপথে অগণ্য নগণ্যের জনতা;
তারই বুক দ্বিধা ক'রে
সিধা চলেছে মৃত্যুস্যন্দন
তার কলুটোলা স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট,
কর্নওয়ালিস স্ট্রীট পার হ'য়ে।
সেই জয়যাত্রা-পথের বাঁকে
পলকের জন্য তুমি কাছে এলে বন্ধু!
পলকের তরে চোখে পড়ল তোমার মুখ!
মরণের অভিনন্দনে
সে মুখ কি অপরূপ হয়েছে বন্ধু!
মানুষের সকল পৌরুষ-প্রয়াস
বুকের পাটায় ঘ'ষে ঘ'ষে
উঠেছে যে ব্যর্থতার চন্দন,
তাতেই হ'ল তোমার ললাট অভিলিপ্ত।
তাদের সকল প্রার্থনাকে পরিহাস ক'রে
ফুটে উঠেছে যে ফুল,
তাতেই রচিত হ'ল তোমার মাল্য!

করজোড়ে নতশিরে প্রণাম ক'রে বললাম—
বিদায় ; বন্ধু ; বিদায়।
মরণের হাতের লীলাকমল তুমি,
চলেছ আজ, জনস্রোতের তরঙ্গে তরঙ্গে,
সত্তছেঁড়া সহস্রদল পদ্মের মতোই ভেসে
শোকের বার্‌দরিয়ায়,
অগণিত নগণ্যনীয়ের নাগালের বাইরে।
পরম অভিমানে তারা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে
তাদের নিষ্ফলা ফুল।
আমি ফুল দিইনি বন্ধু,
আমাব পথে ফুলের দোকান পড়ে না।
আমি বলতে এসেছিলাম,—
হৃদয়বন্ধু, শোনো গো বন্ধু মোর—।
কিন্তু তুমি তখন
আমার কথার বাইরে চ'লে গেছ।
তাই শুধু চোখের জল মুছে
চোরের মতো চুপি চুপি ঘরে ফিরছি।
ফেরার পথে, পরাজয়ের জয়োল্লাস
মৃদু হ'তে হ'তে আর শোনা যাচ্ছে না।
শুধু তার প্রতিধ্বনি উঠছে অন্তরে,—
আজি পিঞ্জর ভুলাবারে কিছু নাহি রে।
আর সাথে সাথে
রিক্‌শওয়ালার ঠুনঠুনিতে সান্ত্বনা বাজছে—
কি বিচিত্র শোভা তোমার,
কি বিচিত্র সাজ!

রোগশয্যায়

স্বচ্ছ শরতের হাওয়া
কাঁপায় অশ্বত্থশাখা আমার এপারে।
জ্বরাতুর ক্ষীণদেহে লাগে শিহরণ,
লাগে তন্দ্রা, লাগে জাগরণ,
জীর্ণ-গৃহ, মুক্ত বাতায়ন,
চেয়ে চেয়ে দেখি—বসুন্ধরা
আকাশে ফিরিছে ফেরি করি'
রোগ শোক দৈন্যের পসরা।

ভাঙে তন্দ্রা।
জ্বরাতুর ক্ষীণদেহে লাগে শিহরণ,
পল্লীপ্রান্তে দ্বিতলের জীর্ণ বাতায়ন,
নীলাকাশ, খণ্ড খণ্ড পাণ্ডু মেঘ,
ঘুরে ঘুরে উড়িছে শকুন,
কুরে কুরে কাঠের চৌকাঠ
বাসা গড়ে চিক্কণ ভ্রমর,
সহসা উড়িয়া যায় দারুণ নির্বেদে,
ঘুরে আসে অদূর ওদের ছাদে
শুকায় যেখানে—
শিউলির বোঁটা, কমলার খোসা,
কুলোভরা পোকাধরা কুল,
মলিন মটকা থান, ভিজে নীলাম্বরী।
আকাশে শুকায় চুল অপ্রাপ্য প্রেয়সী।
চাহি পাশে,—

স্মিতহাসি আমার শ্রেয়সী
ঢেলেছে কাচের গ্লাসে ডাক্তারী দাওয়াই,
খাওয়াই তা চাই।
ফাটা প্লেটে দাড়িম্ব বিদরে,
থরে থরে রসপাণ্ডু জরগন্ধী দানা,
কোষো পেয়ারার কুচি, যদি রুচি ফিরে।

কেঁদে চ'লে গেল কানা মেঘ আকাশ-প্রান্তরে,
পূবে উবে গেল রামধনু,
ডুবে সূর্য রঙিন পশ্চিমে।
সন্ধ্যার আঁধারে চিত্তমাঝে উঠে ধোঁয়াইয়া
হারানো পুরানো মুখ বিস্মৃতি-বিকৃত,
ফুরানো দুঃখের যত অম্লমধু স্মৃতি।

ঘণ্টা উঠে বাজি,
গৃহদেব শালগ্রাম লভে নিত্যপূজা।
উদ্দেশে নোয়াতে মাথা, দেখিলাম,
ঠিকই দেখিলাম,—
পিতামহ-পিতামহী নবীন দম্পতি
চেলাঞ্চলে গ্রন্থিবাঁধা করিছে প্রণাম,—
গৃহদেব সাক্ষী শালগ্রাম।
পলক পালটি' মুছি কপালের ঘাম
দেখিলাম, ঠিকই দেখিলাম,—
কাশী গয়া বৈদ্যনাথধাম,
তীর্থঙ্কর প্রপিতামহের
অন্তিম জাহ্নবীযাত্রা, পূর্ণমনস্কাম,
গৃহদেব সাক্ষী শালগ্রাম।
ঘণ্টা উঠে বাজি, উঠে বাজি—

পূর্ব পূর্ব পুরুষে পুরুষে
যত জন্ম, যত মৃত্যু, উৎসব, ব্যসন,
শান্তি স্বস্ত্যয়ন,
ভবতু শতায়ুঃ সপ্তপদী, লাজ-বরিষণ,
মধুবাতা ঋতায়তে ;—
তারি মাঝে অক্ষুণ্ণ অম্লান
গৃহদেব সাক্ষী শালগ্রাম।

মানুষের গৃহের দেবতা তাই হওয়া চাই,—
গণ্ডকীর খরস্রোতে গড়াতে গড়াতে
অনয়ন অশ্রবণ, হস্তপদ নাই,
শিলায় শিলিত বুক বজ্রকীটবিদ্ধ,
তাই হওয়া চাই।

তবু কেন
সে দেবতা সে মানুষ সে ধরণী ছেড়ে
চ'লে যেতে হবে ভেবে শান্তি নাহি পাই?
মনে হয়—সবই ভালোবাসি,
নহে শুধু আলো, শুধু হাসি ;
অন্তরে অন্তরে বাস করে দীর্ঘ উপবাসী
যে লীলাবিলাসী,
সে আমার রোগ শোক দৈন্যেরও পিয়াসী।

রোগ তবে রোগ নয়? শোক নহে শোক?
দৈন্য সে কথার কথা তবে?
এত যে যন্ত্রণা—
এ সবই নেপথ্যবাসী আমারি মন্ত্রণা?

আকাশ নিতান্ত নীল মৃত্যুমদিরায়,
জীবনের নেশা কাঁপে তারায় তারায়।

শপথ-ভঙ্গ

শোনো শোনো শোনো মনোরমা ;
নিগূঢ় অন্তর-ব্যথা
আজ তোমা' কহিব তা
করো যদি ক্ষমা।

তোমার যৌবন গেছে,
তবু আমি আছি বেঁচে এ বড় বিস্ময় ;
আজি ওই তনুমন
কানুহীন বৃন্দাবন শুধু স্মৃতিময়।

কপালে পড়েছে আঁকা
বিদায়-রথের চাকা কুসুমকেতন,
রূপের ভিটার 'পরে
আঁখি মোর খুঁটে মরে কী হারা রতন ?

মুখপানে তুলি' বাতি
মিছে খুঁজি অর্ধরাতি সেই মুখখানি,
বাঁধা গান কেঁদে যায়,
ঠোঁটে এসে বেধে যায় সোহাগের বাণী।

ফুঁ দিয়া নিবাই দীপ,
অন্ধকারে রচি টিপ স্মৃতির কপালে,
অলক ঝালর তুলে'
শ্রবণ সাজাই দুলে, কণ্ঠ ফুলমালে।

যুঠিম কটিতে আঁটি
পরাই খয়েরী শাটি, পিঠে এলোকেশ,

অধরে চাঁদের ফালি,
কপোলে গোলাপ-ডালি নয়নে আবেশ

তনুর মুকুর ধরি'
মনের মাধুরী, মরি পলক হারায়,
থমকি চমক-মনে
দখিনের বাতায়নে ফাগুন দাঁড়ায়।

কাঁদিয়া বাঁধিয়া বুকে
শুধাই গভীর দুখে— বলো বলো প্রিয়া,
কোথায় সঞ্চিলে ধন
অতুলন সে যৌবন আমারে বঞ্চিয়া ?

ঠুনকো মণির মতো
টুকরো ছড়ানো যত আমারি এ ঘরে,
জোড়াতাড়া দিয়ে তাই
তোমারে গড়িতে চাই,—ভেঙে ভেঙে পড়ে

শপথ করিয়াছিনু
ও-তব যৌবন বিনু ধরিব না প্রাণ,
সুন্দর আনন্দপুর,
সহিব না, ও-তনুর তিল অপমান।

অনন্য অর্চনাভারে
পাষাণ করিব তারে —করিব অক্ষয়,
যতদিন আমি বাঁচি
তাহারি প্রসাদ যাচি' অর্জিব বিজয়।

সেদিন সহসা একি,
মাটির প্রতিমা দেখি হয়নি পাষাণ ;

আমারি অঞ্জলি জলে
আমার প্রতিমা গলে,— আসন্ন ভাসান !

হরিয়া আমার পূজা
যৌবনের দশভুজা ডুব দিল জলে,
মলিন নির্মাল্য প্রায়
ও-তনু পড়িয়া হায় শূন্য বেদীতলে।

তখন অঝোরে কাঁদি
লইনু আঁচলে বাঁধি পুষ্পের প্রসাদ,
ভাবি জীবনের ফের,
এই কি রে যৌবনের শেষ আশীর্বাদ ?

অদিনে দুর্গম পথে
বাকি যাত্রা ভাঙা রথে, কে আর সহায় ?
আমার মনের ভুল,
আমার পূজার ফুল মোর মুখে চায়।

স্মৃতিগন্ধ-সুমধুর
সুপবিত্র ও-তনুর করি বহুমান
শপথ ভাঙিনু প্রিয়ে
বুক হ'তে তুলে নিয়ে শিরে দিনু স্থান।

মনোময়ী শোনো প্রিয়তমা,
গহিন্‌ নিলাজ ব্যথা
মুখ ফুটে কহিনু তা,—
করিলে কি ক্ষমা ?

প্রত্যাবর্তন

কত দিন পরে মোর ভাঙা ঘরে
ফিরে এলি কি রে যৌবন ?
ফাটা ইঁটে কাঠে তাই ফুটে উঠে
বেলি-চামেলির ফুলবন।
আমতক্তার ভাঙা কবাটের বক্ষপুটে
কোন্ ফাগুনের চূতমঞ্জরী
মুকুলিয়া গুঞ্জরিয়া উঠে,
যৌবন ওরে যৌবন ?
ভোমরায় বেঁধা জীর্ণ দীর্ণ শালের কড়ি
কোন্ শাওনের ঘনবর্ষণ
বনমর্ম্মরে উঠে শিহরি',
যৌবন ওরে যৌবন !
হেলা দেওয়ালের লোণা ইঁটে ইঁটে
খসা গাঁথনির ঢিলে গিঁঠে গিঁঠে
শিশির-সুরভি মৃন্ময়ী স্মৃতি
জাগিয়া বসে,
পতঙ্গগীত পুষ্পখচিত
লতাগুল্মিত আঁচল খসে,
যৌবন !
খড়ের দোচালা পঞ্জরসার
বহিতে পারে না অশ্রুর ভার,
কোন্ বেণুরবে আজ বুকে তার
দুলে দুলে উঠে বেণুবন।

ওরে অকরুণ, তোরি তরে যাচি'
ঘরের মেয়েরে পর করিয়াছি,
পরের মেয়ের আঁচলে গিঁঠায়ে
রেখেছি মাথার মণি ;
হেমন্তহিম এ অপরাহ্ণে
ওরে যৌবন,
গাই তোরি আগমনী।

দাঁড়াইয়ে আজি জীবনসীমায়
তনয়-তনয়া-তনুসুষমায়
হেরি নববেশে
তব কল্যাণ-রূপ,
ভাঙা মন্দিরে দীপশিখা ঘিরে
আরতি-গন্ধধূপ।
রাতের মুকুলে কুণ্ঠিত লাজ,
প্রভাতপুষ্পে ফুটিয়াছে আজ
অন্তর ছাড়ি' দাঁড়ায়েছ আসি
বাহিরে ;
অঙ্গনে পথে কুটীরে দাওয়ায়—
তোরি উত্তরী উড়িছে হাওয়ায়,
ওরে চঞ্চল লীলাবিহ্বল
ফিরিছ কি গান গাহি' রে!
খেয়ালীর সেরা ওরে ক্ষ্যাপা ছেলে
ফুলের ধনুটা কোথা এলি ফেলে?
খালি তূণে আজি করেছিস্ সাজি
ভরিয়া ভোরের শেফালি,

সেবার আমারে দিয়ে গেলি ফাঁকি,
এবার হয়েছে অনুশোচনা কি ?
বুঝেছিস্ ত' রে না হেরিলে তোরে
কেন এ জীবন বিফলই ?

সম্মুখে আয়, দাঁড়া মুখ তুলে
চন্দন-ফোঁটা দিব ভ্রূর মূলে,
ভুলি' সব দুখ পরশি' চিবুক
করিব ও-মুখ চুম্বন।
মোর কাছে আজ কী তুই চাহিস ?
পূজা-অর্ঘ্য, না স্নেহ-শুভাশিস্ ?
মাথা নীচু কর্, ওরে সুন্দর,
রে জীবনাধিক যৌবন !
অমেয় হউক তোর পরমায়ু
অজেয় হউক ও-যুগল বাহু,
কুলিশকুসুম সম দুর্দম
হোক অন্তরখানি,
হে বীর কুমার, হে কল্যাণীয়,
স্বর্গ জিনিয়া মর্ত্যে আনিও,
তোমারি বিজয়শঙ্খে ধ্বনিও
কবির আশীর্বাণী।

যৌবন ওরে যৌবন,
এলি যদি ফিরে থাক্ মোরে ঘিরে
ভাঙা ঘরে রচি নন্দন ॥

দেহান্তরিত

পরপার হ'তে অপর পারের কথা :—
যে নদীর ঘাট নেই, খেয়া নেই, সেতু নেই,
সেই নদীর পারাপারের কথা।
দুস্তর নিস্তরঙ্গ খরস্রোত,
আর স্তরে স্তরে চোরাবালি ;
অকল্লোলিনী অতলস্পর্শিনী কালিন্দী
অবিদ্যুন্ময়ী মেঘমতী নদী,—
ডুব-সাঁতারে পার হয়ে এলাম।
সেই রুদ্ধশ্বাস অগাধ নিশীথ-সঞ্চরণ,
সেই নিশিতে-পাওয়া অকূল স্বপ্ন-সঞ্চরণ !
সে আর আমি, ঐকান্তিক দেহ আর প্রাণ,
মেঘমতী নদীতে ডুব-সাঁতার।
গতপ্রাণ লঘু দেহ ভাঁটিয়ে ভেসে চ'লে গেল দক্ষিণে,
হৃততনু মুক্তপ্রাণ
উজানে ডুব দিয়ে—
সাঁত্‌রে উঠল উত্তরে।
সেই সদ্য-পাওয়া পরপারের চোরাবালি হ'তে
অপর-পারকে আহ্বান করছি, আকুল হ'য়ে ডাকছি,
অকূলে ভেসে যাওয়া হে আমার দেহ,
অবসান হ'ল কত যুগ,
প্রাণ দিল কত প্রাণ,
তোমায় কি কেউ বাঁধতে পারে না ?
হে আমার প্রিয়, হে আমার অন্ধের নয়ন,
বধিরের শ্রবণ, তৃষিতের কণ্ঠ,
এসো এসো ফিরে এসো !

আমার এই পরপারের ক্রন্দন
অপর-পারের চোরাবালির চরে ঠেকে
হাহাকার ক'রে উঠল।
মনে হ'ল, সেখানে সেও কাঁদছে।
কেঁদে কেঁদে সে মাটি হ'ল,
আপন অশ্রুতে গ'লে জল হ'ল,
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ফুরিয়ে গেল তার বুকের হাওয়া,
জ্ব'লে জ্ব'লে জুড়িয়ে গেল তার পাঁজরার আগুন,
অসীম আকাশে নিবে এল তার
　　ক্লান্ত করের পঞ্চপ্রদীপে
　　পাণ্ডুশিখার থরকম্পন,
　　নিভে গেল শ্রাবণ-রাতের
　　যূথীকুঞ্জে বর্ষণ-ক্ষত খদ্যোতিকা।
তবুও উত্তর হ'তে শুনছি দক্ষিণের কণ্ঠহীন কাঁদন।
সে আমায় কেঁদে কেঁদে ডাকছে, এসো এসো,
হে আমার প্রাণের প্রাণ, নয়নের জ্যোতি, কণ্ঠের সঙ্গীত ;
সারা আকাশে আজ তোমায় চেয়ে
উড়ছে আমার অন্বেষণের আঁচল ;
ধরা দাও, ধরা দাও,—
　　ব্যর্থ ক'রে যেও না—
　　কত যুগ-যুগান্তের চুপে চুপে সুদীর্ঘ আয়োজন,
　　ছিন্ন ক'রে যেও না—
　　কত দেহ-দেহান্তের রূপে রূপে সহস্র বন্ধন।
　　　হে আমার প্রিয়তম ;
　　　এসো এসো, ধরা দাও।
অপর-পারের সেই আকুল ক্রন্দন আছড়ে পড়ছে আমার কূলে।

উত্তাল হ'য়ে উঠল চৈতন্যসাগর,
উদ্দাম হ'য়ে এল মহান্ প্রাণ-ঝঞ্ঝা ;
তলিয়ে যাচ্ছে আমার ভার,
ভেসে যাচ্ছে আমার কাঁদন,
ফেটে যাচ্ছে আমার বুদ্বুদ,
অথই চৈতন্যে অচেতন হ'য়ে এল আমার চেতনা।
এপারে ফুরিয়ে গেলাম আমি,
ওপারে জুড়িয়ে গেল সে।
মাঝে বইছে অকল্লোলিনী অবিদ্যুন্ময়ী মেঘমতী নদী,
আর তাতেই খেয়া দিচ্ছে পারাপারের ক্রন্দন।
কাঁদছে পরপার ;—
আবার কবে কুড়িয়ে পাব
ফুরিয়ে-যাওয়া আমারে,
তোমার পানে ভাসিয়ে দেব তরী ?
কাঁদছে অপর পার ;—
কবে, সে কোন্ আরাধনায়,
অতনু মোর তনুকণায়
জাগবে তীরে পঞ্চপ্রদীপ ধরি' ?
শাশ্বত এই মেঘমতী নদী
আর শাশ্বত এই পারাপারের ক্রন্দন ;
অসেতুকা কালিন্দীর কূলে কূলে
কাঁদে চখা কাঁদে চখী,
বিভাবরী পোহাল,
তিমির হ'তে তিমিরান্তরে ॥

উৎসব

দৈনিক দীনতাগুচ্ছে আঁটি বাঁধা বাঁধা
বৎসরে বৎসর—শুষ্ক তৃণস্তূপ,—
জীর্ণপ্রায় পাণ্ডু ত্রি-প্রান্তর।
সহসা বিদীর্ণ করি' তাম্র দিগন্তর
আসে না উৎসব কোনো ?
মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গ-পরশে দাহন-হরষ আনি'
ক্ষণতরে দেয় না রাঙায়ে প্রাণের আকাশ
সমস্ত শূন্যতা সুপ্রসন্ন, করি' সুপ্রকাশ ?

এসো এসো হে উৎসব !
হাসিমুখে একবার করহ আহ্বান ;—
পতিত, মাঠের মাটি
দিনেকের তরে পেয়ে প্রাণ
উঠুক প্রতিমা হ'য়ে পূজার মণ্ডপে।
তোমারি মায়ায়
একটি রজনীতরে ঝুটা রাংতায়
উঠুক ঝলিয়া মহামূল্য মাণিক্যখচিত
কষিতকাঞ্চনসমাদর।
এ মন্দিরে একদিন
সুন্দর-সুন্দরী নবীনা-নবীন
সাজিয়া আসুক সবে বিচিত্র সজ্জায়
গৌরবে গরবে অলঙ্কারে।
বহিয়া আসুক গন্ধ, মাল্য, মাঙ্গলিক।

ভুলি' নিত্য তুচ্ছতা ও কুৎসিতের স্মৃতি
এক সন্ধ্যা সুন্দরের করুক আরতি—
বাহুল্যের সহস্র শিখায়।
ধূপ দীপ শঙ্খ ঘণ্টা, পুষ্প পত্র মন্ত্র হোম দান,
নৃত্য হাসি গান,
দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্ রব—
আনো আনো আনো হে উৎসব!

কার্পণ্যকুঞ্চিত করে
তিন সন্ধ্যা কাঁচ্চা পোয়া ছটাকের জপ
একদিন ভুলাও উৎসব!
দিনেকের তরে
ভারে ভারে মণে মণে মাঠের সম্পদ
বহিয়া আনহ মোর ঘরে।
অনর্জন অসঞ্চয় ঋণ এক পাত্রে গনি'
এক রাত্রি করো মোরে ধনী,—
ঋণোজ্জ্বল পূর্ণচাঁদে পূর্ণিমা-রজনী সম।
মিথ্যা করি' ভাগ্যলিপি, লঙ্ঘিয়া বিধাতা,
বারেক করহ মোরে দাতা।
ল'য়ে তুচ্ছ অকাঞ্চন কাচে
প্রাণ যদি এতকাল বাঁচে,
কাঞ্চনে করহ আজ কাচ
কুবেরের কনক-মন্দিরে
লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে উড়ে' লাগুক ছোঁয়াচ
হা-ঘরিয়া উড়নচণ্ডীর!

তার পর ? তার পর দেখিব চাহিয়া—
তোমার বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট ভস্ম তৃণস্তূপ,
তোমার উচ্ছ্বাসবন্যা আনন্দপ্লাবন,
গেছে ভাসি'—গেছে নামি' ;—
আর—ঘিরে' চারি ধার—
সংশয়-সঙ্কুল সন্ধ্যা,—
সঙ্কট-পঙ্কিল তেপান্তর।

তা হোক, তা হোক,—
দিগন্ত নিতান্ত নিরুৎসব,
একবার এসো, হে উৎসব !

আমার বসন্ত

১

ফিরেছে ফাল্গুন।
কাঁপিছে চঞ্চল দিন
ধরণী-কপোললীন চঞ্চল অলক।
আকাশ নীলিম নিষ্পলক।
ফাল্গুনের মধ্যদিন,—ক্লান্তকণ্ঠ
থেমেছে প্রভাতী পিক, রাতের পাপিয়া।
দিগন্তে দেয়ালঘড়ি দোলায় দোলক
ধুপফোটা পাখীকণ্ঠে টক্-টকাটক্ ;—
জীবন ত হ'য়ে এল ভোর।

এ বাসন্তী ধরণীর কতটুকু পরিচিত মোর ?
ও-অনন্ত আকাশের কতটুকু ঘোর
ধরিয়াছি ভরিয়াছি আঁখির এ ক্ষুদ্র পেয়ালায় ?

বিধিবদ্ধ গণ্ডীমাঝে কি দেশে বিদেশে
যেথা যাই আসি, চোখের সম্মুখে উঠে ভাসি
মৃত্যুমুখী জীবনের জন্মগ্রামখানি।
এবার, এ জনমের মতো,
এই ত ধরণী মোর এই স্বর্গ মানি।
এরি মাঠ-ঘাট বেড়া-দেওয়া জমি
সাধ্য নাই যাই অতিক্রমি'।
বসন্ত যখনই আসে দ্বারে
তারেই নূতন ক'রে জানি।
সেই বাতায়নে, চেয়ে থাকি জগতের পানে,—
এল গেল বৈশাখ আষাঢ়,
আশ্বিন পউষ খেয়া-পার,
চলেছে ফাল্গুন—
অলক-চঞ্চল দিন সন্ধ্যার কবরীলীন,
উঠে চাঁদ ফুটে অন্ধকার,
আঁটিয়া রাতের খামে পাঠাই বিশ্বের নামে
অন্তরের আনন্দ আমার,—
আমের মঞ্জরী-গন্ধ-মাখা
আমার গ্রামের ছাপ আঁকা।

২

এসেছে ফাল্গুন ;—
মৌমাছি করিছে গুন্ গুন্,
নানান্ মর্‌শুমী ফুল শখের বাগানে
পপি ফ্লক্‌স্ হলিহক্‌স্ জিনিয়া ডালিয়া
দখিনার সোহাগ-পরশে
রঙিন্ শৌখিন্ অঙ্গ দিয়াছে ঢালিয়া,
টুন্‌টুনিরা মত্ত মধুপানে
দুলে' দুলে' নিতান্ত অজানা ফুলে ফুলে।

পপি ফ্লক্‌স্ হলিহক্‌স্—শুধাই তাদের—
তোমরা এসেছ যেথা হ'তে
সেথায় বসন্ত জাগে কিনা ?
ইতালি সুইডেন্ স্পেন ইরান জাপান
কোথা বহে কেমন দখিনা ?
যাযাবরী কৌতূহলে সর্ব বাধা ঠেলে
অপার পর্বত মরু পার হ'য়ে এলে
কত না দুর্গম পথে পথে
কোমল ফুলের পাতা ফেলে !
অতসী অপরাজিতা অশোক কাঞ্চন কুরুবক
করবী কুটজ কর্ণিকার
প্রভাতের সূর্যমুখী সান্ধ্য সন্ধ্যামণি
রাতের রজনীগন্ধা—
হ'ল পরিচয় এ-সবার সনে ?
সমাদর করেছে কি তা'রা ?

পর্য্যটন-বিহ্বল কৌতুকে
ওপারের বসন্তের মধু
উচ্ছলি' যা উঠে বুকে বুকে
তুলিয়া দিয়েছ কি তা এপারের মধুপের মুখে ?
কণ্ঠ ভরি' আনিলে যে সুর
পরদেশী বিহঙ্গের বিচিত্র মধুর,
পাতি' কান, মধ্যাহ্নের স্তব্ধ পিক শুনেছে সে গান ?
এপারের দিক্‌বদ্ধ ফাল্গুনী আকাশ
তোমাদের চোখে চোখে
পেয়েছে কি পারান্তের বাসন্তী আভাস ?

পপি ফ্লক্‌স্ হলিহক্‌স্ এ্যাস্টর্ জিনিয়া
লার্ক্‌স্পর্ ডালিয়া পিটুনিয়া,
সর্ব্বদেশে বিদেশিনী ওগো
কে বাঁধিবে তোমাদের মর্‌সুমিয়া মন ?
তোমাদেরি আলিম্পন-পথে
দেশান্তরী বসন্তের শাশ্বত ভ্রমণ।
মধুময় চিত্তে তোমাদের
নিত্যলীলা চিরবসন্তের।
তোমাদের রক্তে পীতে নীলে
উড়ে তারি উত্তরীয় নিখিলে নিখিলে।
আমারি বসন্ত কি গো রহিবে বন্ধনে—
ফাল্গুন-চৈত্রের পুটে মলয়-পর্ব্বতকূটে
অশোকে কিংশুকে, পাপিয়া কোকিলে ?
নামগোত্রগৃহহীন অবন্ধন উদাসীন
ডাক দেয় সে কোন্‌ সুন্দর ?

ফাল্গুন ভূষণ খুলে' জড়াইছে কটি-মূলে
সায়াহ্ন-গেরুয়া দিক্-অম্বর ;
মুছে ফেলে ললাটের চন্দনের ফোঁটা,
—শুক্লা প্রতিপৎ তিথি, মিছে চাঁদ ওঠা—,
মালাছেঁড়া ফুলে আকাশ ভরিল কূলে কূলে।
চলেছে সে পায়ে পায়ে গুনে'
আলোর হলের মুখে আঁধারের চষা বুকে
উদাস বৈশাখ বুনে বুনে,—
আর পিছু ডেকো না ফাল্গুনে ॥

নওজোয়ার

একি—জরার জোয়ার এল জীবনে
হুঁহু অঙ্গের তটে
খর স্রোতে উন্মূল
তীরতরু থর থর পবনে।

চোখে চোখে ছলছল
নিস্তল কালো জল
ফেনায়ে উছলি' উঠে
শুভ্র চপল কেশগুচ্ছে।
জমাতে সাঁজের পাড়ি
ত্বক্-তরঙ্গে পড়ি'
জীর্ণ প্রেমের তরী ডুবছে।

হাল ছেড়ে ভরা গাঙে
ঝাঁপ দিল যৌবন,
অতলে তলায়ে গেল
সেই তনু অতুলন,
লবণের বন্যায়
ভাস্‌ল লাবণ্য,
গহিন্‌ ভাঙন-মুখে
ভাঙা রূপগঞ্জে
নিশ্চিহ্ন্‌ যে আসন্ন।

ফাটা পাড়ে ধরে টান
গাঙপাখী ছাড়ে খোপ,
ঝুপ ঝাপ ভেঙে পড়ে
জুঁইঝাড় বেনাঝোপ,
ভাঙা ডাল ছেঁড়া ফুল
ভেসে-যাওয়া যত ভুল
কোথায় ফিরছে আজ কে জানে
চোখের সমুখ দিয়ে উজানে!

তপন ডুবছে বাঁয়ে
আবছা গেরুয়া গাঁয়ে,
ডাইনে উঠছে অমাবস্যা,
তেজ কোটালের মুখে
দু'পারে পড়েছে ঝুঁকে
চৈত্রী ধরণী নিঃশস্যা।

কূলে কূলে উঠে ফুলে
　দুঃসহ এ জোয়ার,
পরান ধরিতে নারে
　তনুধারণের ভার,—সাথী গো,
কল্লোলে ভরে কান,
কণ্ঠে কাঁদিছে গান,
চিতার আলোকে আঁখি
　রাঙায় অন্ধকার রাতি গো।

উজান জোয়ারী হাওয়া,
　হে মম বিহঙ্গমী,
সাধ্য ত নাহি আর
　দু'জনে অতিক্রমি ;
ওগো যৌবন-সখি,
　বুঝেছ কি, বুঝিছ কি ?—
দিবসেরি শুকশারী—
　রজনীর চখাচখী ?
আসিছে বাঁশির ডাক—
জীবন উজানি' যাক্,
যৌবনী অপরাধ
　তুমি ক্ষমো আমি ক্ষমি,
অবশ্যম্ভাবীরে তুমি নম' আমি নমি।
হে মম বিহঙ্গমী,
　এই নও-জোয়ারে
এমনই বা কোন্ ক্ষতি
ভেঙেচুরে ধুয়ে যদি
　অকূলে এ-কূল যায় খোয়া রে ॥

অদ্বয়

থেকে থেকে মন কেন বা এমন
ভেঙে পড়ে বৈরাগ্যে ?
বসন্ত আজ গিয়েছে যখন,—
যাক্ গে।
গেছে যৌবন এসেছে ত জরা
বহু পুণ্যের কল্যাণে ভরা
পাকা চুলে সঁাথি সিন্দূর-পরা
ঘর করে সেই কল্যাণী ;
জড়াইয়ে তারে চীনাংশুকের
অন্তরালে
আজও বাহিরাই যুগ্ম-ভ্রমণে
নিদাঘের প্রতি প্রাতঃকালে
বায়ুভূত আয়ু সন্ধানি'।

ভাগ্যবতী সে-আয়ুষ্মতীর স্বামী
নোয়া ক্ষয় দিয়ে আজও বেঁচে আছি আমি ;
বেঁচে আছে আজও আমার বসুন্ধরা,—
আমারি প্রাণের গানে রূপে রসে
গন্ধে পরশে ভরা।
আজও ত আমার আঁখির তারায়
আকাশের তারা আঁধারের চাঁদ
ডুব দিয়ে দিয়ে রূপ খুঁজে পায়,

কর পাতি' তারি দুয়ারে দাঁড়ায়
আলোর ভিখারী রবি,
পলক ফেলিয়া প্রলয়-আঁধার
পলে পলে অনুভবি।
আমারি শ্রবণ রচে নিখিলের গান,
আমারি পরশ-পুলকে বিশ্বপরাণ্
বেপথুমান্।

নিশ্বাসে মোর মালঞ্চ-কোণে
ফুটাই যোজনগন্ধা,
লীলায়িত করে দুলাই আকাশে
বিজন মনের সন্ধ্যা।
আছে এ জীবন, আছে তাই আজও সব,
মূক অতীতের মুখে তাই ফুটে
আগামীর কলরব।

মোর যৌবনে ফাগুন-পবনে
নবমঞ্জরী জাগালো যারা,
কত কুহরণ কত গুঞ্জন
কত রঞ্জনে রাগালো, তারা
একে একে গেছে চলিয়া, তবু
যায়নি কেবলই ছলিয়া গো!
নীরব সে-সব পিক-অলিদল
ছেয়ে আছে মোর অন্তরতল

তাদেরি কণ্ঠ-পরম্পরায়
ঝরা বকুলের মালা গাঁথি আর
ঋতু-বালিকারা কবরী জড়ায়
নিতি নৃত্যের উৎসবে।

মোর জীবনের দিক্-দিগন্ত ভরি'
কুহক-কণ্ঠে যত ডাকে 'কুহু কুহু',—
মাটির কবরে খুলি' আবরণ
অঙ্কুরি' উঠে শত শিহরণ,
ফুলে ফুলে আঁখি মেলিয়া মরণ
বেঁচে উঠে মুহু মুহু।

জাগে গুঞ্জন উথলে গন্ধ
রসের সাগরে রূপের ছন্দ
শতদলে উঠে দুলিয়া।
একবার ছিঁড়ে হারানো ছড়ানো
আর বার গেঁথে কণ্ঠে জড়ানো,—
আপন নির্জনে সৃজন-লয়ের
লীলা-মঞ্জুষা খুলিয়া।

আমি যদি আছি, সবই তবে আছে,
এ মোর জীবনে মরণও যে বাঁচে,
মোর দ্বারে জরা যৌবন যাচে,—
মিছে কেন বৈরাগ্য?
আমারি লীলায় যা আসে যা যায়
থাকে থাক্ যায় যাক্ গো॥

নির্বাসন

মিলন-মলিন ধূলিতললীন
ক্লান্ত এ ভালবাসায়, বন্ধু,
বাঁচাও নিবিড় সজল মেঘের
নববিরহের আশায়, বন্ধু !

পাংশু গগনে পাণ্ডুর চাঁদ,
সব-সাধ-মেটা একি অবসাদ !
জ্যোৎস্নার বালুচরে দিগ্‌বাঁধ
ঢেকে দাও কালো মেঘে ;
গুরু গুরু গুরু কাঁপাইয়া বুক
বিদ্যুৎ-ব্যথা শিহরি উঠুক,
শুষ্ক মুখের হাস্য ঝরুক্
ঝড়ের শঙ্কা লেগে।

নিদাঘ রজনী নীরবে দু'জনে
জাগি আজ,
তোমারি চরণে জুড়ি' চারি কর
নির্বাসনের নবনির্দেশ
মাগি আজ।
আজ মেঘদূত ফিরাও উজান পবনে,
অলকাক্লিষ্ট মিলনের ব্যথা
রামগিরি-গুহাভবনে।

পথে যেতে যেতে যাক্ সে কুড়ায়ে
মিলন-মথিত ফুলের মালা,
শিথিল মৌর্বী জ্রূধনুভ্রষ্ট
ব্যর্থ শরের মৌন জ্বালা।

ভিন্ন করিয়া চুম্বনরত
গততৃষা যত অধরপুট,
সিক্ত করিয়া উদাসীন যত
অনিমেষ আঁখি পল্লবে,
ছিন্ন করিয়া ক্লান্ত শিথিল
প্রাণান্ত ভুজবন্ধন
অকস্মাতের দম্‌কা হাওয়ায়
দুর্লভ করি' বল্লভে,—
নবমেঘদূত ভাসিয়া চলুক দেশে দেশে
রুদ্ধ-কক্ষ অলকা ত্যজিয়া
নিবিড়নীল নিরুদ্দেশে।

দুর্লভ করো বন্ধু আমায়
দুর্লভ করো হে,
অপরিচয়ের বিস্মৃতি-পার
করো অতিবল্লভারে আমার,
ঘননীল বাসে নবীন বিরহে
দুর্লভতর হে।

সারারাত জ্বলে সন্ধ্যার দীপ,
ছায়া প'ড়ে আছে পা'য়,

ললাটে ক্লান্তি কালিমার টিকা
নির্বাণ করো এ মিলন-শিখা,
দু'টি হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসে
নিঃশেষ করো তায়।

বাসি মুখে হাসি পঙ্কজভার
পঙ্কজে বড় লাগে গুরুভার,
ফিরে যায় যদি পঙ্কেতে তার
গহিন তিমিরতলে,
সেথা সে-আঁধারে রচিবে তপন
নূতন মৃণালে নূতন স্বপন,—
গোপন দুরাশা জানাই বন্ধু
চারি নয়নের জলে।

শেষ হ'ল নিশা, আশিস্ মাগিয়া
প্রভাতী প্রণাম সারিয়াছে প্রিয়া,
ভোরের বাতাসে আঁচল সারিয়া
চলি' যায় শুভখন,
ক্ষম' গো বন্ধু এ মম প্রলাপ,
এবার মিলনে হানো অভিশাপ,
অপলাপ হ'তে বেঁচে যাক্ প্রেম
লভিয়া নির্বাসন॥

চোখের জল

ও-চোখে মানাবে না চোখের জল আর।
কাঁদিয়া অপমান কোরো না বেদনার।

নাই সে নীলনভে বোশেখী কালো মেঘ,
নাই ত গুরু গুরু আষাঢ়-উদ্বেগ,
কোথা সে শাওনিয়া
বাতাস পূরবিয়া,
কোথা বা বিজলীর ঝলক ছলনার?
ও-চোখে আনিও না চোখের জল আর।

যে-যূথী ঝরি' পড়ি' হারালো পরিমল
তারে কি সাজে আর শিশির ঢলোঢল?
নিদাঘ-নিপীড়নে
যে বুক সমতল
সেথা কি ছলছলে কমল কহ্লার?
ও-বুকে ফেলিও না চোখের জল আর।

ও-মুখে হাসি তাও হবে যে উপহাস,
ধুতুরা পারে কি গো ফিরাতে মধুমাস?

নাই যে ধূপছায়া
নাই সে মেঘমায়া
নাই সে গৌরব হাসি কি কান্নার।
উষর ও-কপোলে বিফল জলধার।

এখন বসো আসি আসনে উদাসীন,
ঘুরায়ে চলো করে সুতায় গাঁথা দিন,
শুনো না কারা হাসে
কাঁদে ও ভালবাসে,
এখন করো শুধু জপের মালা সার।
সমুখে বহি' যাক্ গঙ্গা খরধার।

ফেলো না ফেলো না গো বিফল আঁখিজল,
কোরো না অপমান গোপন বেদনার॥

মা

মা গো—
তোমার আকাশে অশীতি ঘনায়—
আমি ভেসে চলি ষাটের টানে,
অভ্যাস বশে মা ব'লে যে ডাকি
সে-ডাকের আজ আছে কি মানে?

মা-নামের মাঝে যে-মধু লুকানো
সে-মধুর স্বাদ ভুলেছি কবে—
যৌবন-পারে কৈশোর-রেখা
তারও আড়ে দূর সে শৈশবে।

তখন ছিলে মা ধ্যেয়ানের ধন
একশ্চন্দ্র মানসাকাশে,
তব মুখপানে বাড়াতাম বাহু
বাঁধা রহি' তব বাহুর পাশে।

তোমারি তনুর অমৃতমথিত
সত্তোত্থিত নবনীসম
তোমারি বক্ষে ভাসিত তখন
দুর্লভতম সে-তনু মম।

ছিল সে অধরে দুধের তিয়াস
স্তন্য ছিল মা তোমার স্তনে,
কত চুমা ছিল তোমার মুখে মা
কত সুধা মোর সম্বোধনে।

তোমার হাসির অরুণ কিরণে
ফুটিল সে মুখে প্রথম হাসি,
তোমার মুখের ঝরা মধুভাষে
হ'ল সে কণ্ঠ কলোচ্ছ্বাসী।

ছেলে ও মায়ের সে জগৎ হ'তে
দুজনেই আজি নির্বাসিত,
জরাজর্জ্জর কায়মনোবাক্
মরণের আশে জীবন ভীত।

বিসর্জ্জিতার কাঠামো প্রণমি'
ভক্তিমূল্যে আশিস্ চাহি,
মোর মুখ চেয়ে বোঝনি কি মাতা
কতকাল তব পুত্র নাহি?

মা গো—

ছেলে ও মায়ের জগৎ হইতে
সত্য কি মোরা নির্বাসিত?
যৌবন আর শৈশব বিনা
সেথা কি সকলি অবাঞ্ছিত?

যশোদা ম্যাডোনা গণেশজননী
ভুবনেশ্বরী ষোড়শী তারা,
রূপে যৌবনে স্নেহে লাবণ্যে
মহিমান্বিতা সবাই তারা।

মা বলিতে প্রাণ করে আঁনচান—
কবি গাহে গান—যে-মায়ে দেখে,
অথই মর্ত্যে মৃত্যু জিনিল
চিত্রী যে-মার চিত্র এঁকে,

যুগ যুগ ধরি কত-না শিল্পী
পাথরে ফুটালো যে-মার ছবি,
শত সাধনায় বিমুক্তি পায়
ভক্ত যে-মার চরণ লভি',—

সবাই যে তারা যৌবনময়ী
কত গৌরব-গরব-ভরা,
তোমার ছেলের মায়ের মতন
নহে ত ব্যথিত অশীতিপরা।

শুষ্কতরুর ভগ্ন শাখায়
কাঠ-ঠোকরার ঠোকর সম
মায়ের মহিমা পারে কি রাখিতে
মাতৃনাম এ কণ্ঠে মম ?

অরূপার রূপে মায়ের স্বরূপ
ফুটায়ে তুলি যে সে ভাষা কোথা ?
কোলাহল তুলে' চেতনার মূলে
ভাঙে কালিন্দী কলস্রোতা।

করধৃত তব এ ভাঙা যষ্টি
ভাসে নিষ্প্রভ ও-আঁখি জলে,
ধূমাবতীসমা দুখিনী তুমি মা,
ষোড়শী-পূজা কি আমার চলে ?

ভগ্ন প্রাণের যা কিছু প্রণাম
ক্লান্ত ও পায়ে নামানু সতী,
পরের মায়েরে মা ব'লে ডাকিতে
জীবনে যেন মা না হয় মতি ॥

বকুলতলীর ঘাটে

রূপনদীতটে বকুলতলীর ঘাটে
সকাল আমার সন্ধ্যা হইয়া যায়,
সিনান সারিয়া ফিরিল যে ছায়াবাটে
সে অপরূপার নির্মম নিরাশায় !

সোঁতের জলের স্নান-পরিচয়
পথে আঁকিলেও থাকিবার নয়,—
ছিল না কি তার জানা ?
তবু সে ফিরিল সিক্ত বসনে
আঁটি' নবতনু সজল শাসনে,
গাঁথিয়া চরণ-চিহ্নের মালা,
না শুনি আমার মানা।
শতছিন্ন সে চিহ্নের মালা,
বক্ষে শুকালো মোর—
বকুলতলীর ঘাটের পবন
বকুলগন্ধে ভোর।

চলে রূপনদী ছলকি ছলকি
বরণে বরণে আলোক ঝলকি
পলে পলে শত বিম্ব ফলকি'
লালস-লাস্য ভরে।
চঞ্চলা নদী ফিরে বাঁকে বাঁকে,
পূবের কামনা পশ্চিমে আঁকে,
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে মানস-মরাল
ঘুরে নামে চরে চরে।

বকুলতলীর ঘাটে নদীজল
স্থির ছায়াবুকে স্রোত-চঞ্চল,
সারাখন ঝরা বকুলের সাথে
ঝরা ক্ষণগুলি ভেসে যায়।
কুহু কুহু কাঁপে সুরভি বাতাস
কাঁপে কিসলয়ে বাসন্তীবাস
গুন্ গুন্ কাঁপে পাখার আভাস
নীল নভে কলি হেসে চায়।
মোর চোখে সবই
লাগে যে ছায়ার মালা,—
মনে হয় এ ত সবই মরীচিকা :—
অন্তরে জ্বলে অপরূপা শিখা
গভীর শীতল সলিলে নাহিয়া
নিবিল না যার জ্বালা।

এই রূপনদী ফেলিয়া পিছনে
যে গেল ফিরিয়া আপন নিজনে,
মুগ্ধ কবির সাধ্য-সাধনে
ফিরালো যে হেলাভরে,
নিবানো দীপের ব্যথা হয়ে জমা
যার দুটি আঁখি হ'ল নিরুপমা,
ঝরা পাপড়ির নিতি নিবেদন
যাহার ওষ্ঠাধরে,
ফুরানো গন্ধ যার কেশপাশে
লভে চির-আশ্রয়,
হারানো কণ্ঠ যাহার মৌনে
চিরগুঞ্জনময়,
যত কিশোরীর গত কৈশোর
যে মুখের মাঝে ধেয়ান-বিভোর,—
বকুলতলীর ঘাটেতে নাহিয়া
ফিরিল সে ছায়াবাটে।
সকাল হইতে সে অপরূপার
ধেয়ানে ঘনালো সন্ধ্যা আমার,
রূপনদীতীরে তারি নিরাশার
আশ্বাসে বেলা কাটে,
বকুলগন্ধে ভরা গো, শূন্য
বকুলতলীর ঘাটে॥

কাঁদে কিশলয়

কাঁদে কিশলয়, নব কিশলয়
পাণ্ডু পাতার পাশে,
দখিনার ঝড়ে পাছে খ'সে পড়ে
বাঁধে তারে বাহুপাশে,-
আর,— কাঁদে কিশলয়।

কহে কিশলয়,—এই অবেলায়
পারি কি বিদায় দিতে ?
ভবিষ্যতের তীর্থপথের
গৈরিক গোধূলিতে ?
এখনি ওপথে যেওনাকো নামি'
হে মোর অতীত, হে মম আগামী,
এখনো বৃন্তে বাঁধা আছি আমি ;
—কাঁদে কিশলয়।

চাহে কিশলয় তরুর তলায়
ঝরা পাতাদের পানে,
অঙ্গে যে তার শ্যাম-সম্ভার
ক'দিনের কেবা জানে।
জীবনের নীলে মরণের পীতে
সেজেছে সে আজ এমন হরিতে,
সে কি শুধু বিস্মরণ বরিতে ?
—কাঁদে কিশলয়।

ভাবে কিশলয়, হেন মলয়ায়
ঈশানী পরশ লাগে
কে-নটনাথের চরণপাতের
নির্মম অনুরাগে।
কোন্ কিশোরের রাস-উল্লাস
তুলেছে এ পাতাঝরানো বাতাস?
শ্যাম অঙ্গের খসে পীতবাস।
—কাঁদে কিশলয়।

বসে কিশলয় উদাসী বেলায়
মর্মর বাতায়নে,
পাণ্ডু পাতার বৃন্তে সে তার
মর্মের ধ্বনি শোনে।
কুহু কুহু যত কুহরে কোকিল,
সঘনে শিহরে গগনের নীল,
ফুটে আঁখিকোণে শিশিরের কণা;
—কাঁদে কিশলয়।

যৌবন বঁধু অধরের মধু
মাগিছে ওষ্ঠপুটে,
ক্ষণে অক্ষণে দখিন পবনে
বুকের কাঁচুলি ছুটে।
একে একে একে জ্ব'লে উঠে দীপ
সখীরা পরিল জোনাকির টীপ,
পাণ্ডু পাতার মুকুর সমুখে
কাঁদে কিশলয়;
শ্যাম-সমাকুল কুন্তল তার তুলে বাঁধে আর
কাঁদে কিশলয়॥

ভোরের স্বপ্ন

স্বপন আমি দেখিনু শেষরাতে ;—
প্রথম দেখা তোমারি সাথে—
কুসুম-শয্যাতে।
কিশোরী তুমি, কাঁদিছ তুমি
বসিয়া মম পাশে,
সজল আঁখি মেলিয়া মুখে
কিসের প্রত্যাশে !
ভাবি,—এ কোন্ সুপুরাতন
নিরতিপরিচিতা
অপরিচয়ে নূতন হয়ে—
আপন-বিস্মৃতা !

না জানি এর কি অভিমান,
কবে কি ব্যথা করেছি দান ?
কুসুম-শেজে কাঁদিয়া এ যে
মিলনরাতি করিল ম্লান।
কাঁদিয়া কহি, নবীনা বধূ, কেঁদো না,
জীবন-পথে প্রথম রাখী
বেদনা দিয়ে বেঁধো না।

কহিতে কথা চকিতে ঘুম ভাঙে,
আধেক খোলা জানালাপারে
পূর্বাকাশ রাঙে।

পড়িল চোখে সুদূরলোকে কৃষ্ণা একাদশীর
রজনীশেষ শশীর
ক্ষয়ের বোঝা বোঝাই-দেওয়া ক্লান্ত তরীখানি
দিনের কূলে প্রভাতী তারা চলেছে গুণ টানি'।
আর্‌ছা আলো-আঁধারি ঘরে
পুরানো খাটে বিছানা 'পরে
তুমি ও আমি রয়েছি পাশাপাশি,
ক্লিষ্ট দেহ গ্রন্থিবাতে
আবরি' লেপে শীতের রাতে
ঘুমাতেছিনু দুজনে ঠাসাঠাসি।
আমার ঘুম ভেঙেছে আগে
তোমার ভাঙে নাই,
কাতর ছিলে প্রথম রাতে
বুকের বেদনায়।
পুরানো দুটি জুড়ানো দেহ
এড়ায়ে নব-জরার স্নেহ
নূতন রূপে অচেনা হয়ে মিলিল স্বপনে,
হরিণ-চোখে হারানো প্রীতি
শরণ মাগি' হ'ল অতিথি
নিশীথ-ঘন কাননে বুঝি গহিন গোপনে।

যে প্রেম সদা তনুর পাকে
ফেনার মতো ঘুরিতে থাকে,
রূপের চির ঘূর্ণা-কূপে সহসা ডুবে' যায়,
ঘুমের আড়ে স্বপন হ'য়ে
মরণ-পারে জনম ল'য়ে
নূতন তনু পেল সে বুঝি অচেত চেতনায়।

জাগো গো এ জীবনের প্রিয়া,
ডাকিছে পাখী আশ্বাসিয়া
অস্তরবি ঘুরিয়া আসে পূবে,
নিশার শেষে কিশোরী উষা
রচিছে নিজ সীঁথির ভূষা
তব সীঁথির সিঁদূরে অয়ি শুভে।
বিধির সাথে আমার বাদ,
পূর্ণ হবে তোমারি সাধ
প্রণামে নিতি উঠিছে যা' জ'মে,
এ প্রেম-হোম-ভস্মটিকা
হবে গো মম ললাট-লিখা
স্মরণ-পারে আগামী জনমে।

মিলনকামী তুমি ও আমি বাঁধিব ফিরে' ঘর
ধরণীমাঝে নূতন সাজে নবীন বধূবর।
সূচনা তারি স্বপনে এল
স্বপনবাদী কহে,
ভোরের দেখা স্বপ্ন কভু মিথ্যা নহে নহে।
ভাবি গো শুধু মনে,
পুরানো জল দেখিনু কেন
নূতন আঁখিকোণে।

মনোরমা

তোমারি মাঝে কবে যে আমি হারানু তোমারে !
বিজন তব গহন মনে হারানু মনোরমারে।

নিবিড় নীল ঝঞ্ঝামেঘে
খুঁজিয়া ফিরে কাতর আঁখি
কোথায় হায় মেলিয়া পাখা
মিলালো মোর সে নীল পাখী
ক্লান্তিহরা কণ্ঠ তার
পিয়াসী কানে পশে না আর,
চমক-হানা ধমক মাঝে
দিগন্ত মেঘান্ধকার।
গভীর অমা আঁধারতলে
হারায় স্নেহবটের ছায়া ;
রুদ্র মরু-মরীচি-ভালে
হারায় মরীচিকার মায়া,—
তেমনি আমি হারানু তোমারে,—
নিবিড় তব গহন মনে আমার মনোরমারে।

ফিরিছ আজ ছদ্মবেশে—
ভস্ম মাখি' চাঁচর কেশে,
জুলিত করি' ললিত তনু,
ত্রিবলি টানি' ললাটদেশে,

গেরুয়া করি' চীনাংশুক
রুদ্রাক্ষে ভরিয়া বুক,
উদাস করি' মায়ালু প্রাণ
কঠিন করি' কোমল হিয়া !
ধেয়ানে তাই নয়ন বুঁজি'
তোমারি মাঝে তোমারে খুঁজি,
খেয়াল-খেলা খেলিতে বুঝি
গিয়েছে খোয়া কবির প্রিয়া।

ক্ষমো এ লীলা নিঠুরতম,
ফিরায়ে দাও প্রেয়সী মম—
তোমারি সংগোপন মনে
নির্বাসনে কাঁদিছে যে,
বরষা-ঘন বিরহ-ভরে
যে প্রিয়া তার কবিরে স্মরে,
বিভ্রষ্ট-বলয় করে
কবরী নাহি বাঁধিছে যে,
ফোটা ও ঝরা কদম কেয়া
বাহিছে যার দুখের খেয়া,
পুরব বায়ে স্মৃতির দেয়া
গাহিছে যার ব্যথার গান ;
তোমারি নিতি-ছদ্মতলে
যাহার হৃদি পদ্মদলে
গুমরে মধু স্মরিয়া তার
ভ্রমর-মুখে মাধবী পান,
ফিরায়ে দাও সে মনোরমা যে তব মনে নির্বাসিত
ডুবিয়া বিস্মরণী-নীরে মরণে আজো বরেনি সে-ত।

জানি গো জানি কবির গীতি
ঢেউএর বুকে আকাশী চাঁদ,
জানি যে তার প্রিয়ার প্রীতি
স্রোতের মুখে বালির বাঁধ।
যেতে যে হবে একা ও একা
কাহারো সাথী হব না কেহ,
যাবার আগে বারেক দেখা,—
জানি গো জানি ছলনা এহ।
তবু যে সেই দেখার তরে
ঝাপসা আঁখি ঝুরিয়া মরে,
নিমেষ-হারা নিমেষ লাগি
তারকা হ'তে তারকা খুঁজি,
হাজারো বার দেখেছি যারে—
আবারও চাই দেখিতে তারে।
শেষের দেখা যদি বা থাকে
দেখার শেষ নাই গো বুঝি।

দাঁড়ানু তাই দেউলমূলে অকূল যেথা কল্লোলিছে।
পাঁজর-ভাঙা পাষাণ ঘাটে ভাঙিছে ঢেউ ঢেউ-এর পিছে;
সন্ন্যাসিনি, তোমারে ঘেরি সন্ধ্যা উঠে পিঙ্গলিয়া,—
লুপ্তকারু অভ্রভেদী
দেউল,—সে কি শূন্য-বেদী?
দুয়ার খোলো প্রদীপ জ্বালো দেখিবে কবি কবির প্রিয়া—
তোমারি মাঝে তোমারে, আর
হারানো মনোরমারে তার॥

সমাধান

যৌবনে আমি করিনু ঘোষণা,—
"প্রেম ব'লে কিছু নাই,
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।"
সেই সমাধান সমাগত যবে আজ,
আসন্নপ্রায় জড়ত্বে লাগে কোন্ চেতনার ঝাঁজ?
যে-হুতাশনের হুতাশে আমার শুকাইল যৌবন,
যে-পিপাসা মোর রূপ-কূপোদকে নহিল নির্বাপণ,
বৈশাখী তাপে তুলসীর ঝারি,—
যে-সিনান মোরে করে মরুচারী,
যে-দাবদাহনে বাহন করিয়া এ জীবন পোড়ালেম,—
আজ মনে হয় এ দগ্ধ ভালে সেই ছিল মোর প্রেম।
যারে বলেছিনু—নাই,
চেতনার কূলে বসি' চিতামূলে গায়ে মাখি তারি ছাই।

সেই এসেছিল মোর যৌবনে বৈরাগী বেশ ধরি',
বক্ষে তাহার বেদনার হার চক্ষে অশ্রু ভরি'!
হাতে একতারা গলা ধরা-ধরা গান গেয়ে সে যে কান্ত;
রুক্ষ চাঁচরে ঘুরাইয়ে বাঁধা ছেঁড়া উড়ানির প্রান্ত।
ছিল না ত তার পিঠে ফুলধনু,
পীত উত্তরী-পিনদ্ধ তনু,
কোথা ফুলসাজ কোথা বীণা বেণু?—চিনিতে পারিনি তারে।

মিলিয়া পাড়ার ছেলে-মেয়েগুলা
পথে যেতে তার গায়ে দিত ধুলা ;
আউল বাউল এ কোন্ উদাসী চলেছে ভবের পারে !

আজ পথে-পথে ধুলা ঘেঁটে মরি খুঁজে তারি পদচিহ্ন,
ঘাটে ঘাটে ডুবি,—যদি হাতে ঠ্যাকে তারি উত্তরী ছিন্ন।
কাঁটার আঘাতে কোঁটায় কোঁটায়
পথের প্রান্তে বোঁটায় বোঁটায়
রক্ত কুসুম যত ফুটেছিল কোথায় তাদের খুঁজি ?
তারি চক্ষের ছুটি জলধার
বক্ষে তাহার রচিল যে-হার
কোন্ নদীজলে খর স্রোত-তলে সে হার হারালো বুঝি।

চিরতরে হায় ঝঙ্কার-হারা
কোথা প'ড়ে আছে ভাঙা একতারা,
মুখর মুখের করোটির পারা কোন্ শ্মশানের কোণে ?
আজ কি কাহারো ধনুকের গুণ
জাগাতে পারে না ক্ষণিক ফাগুন ?
তড়িৎ-চকিত লাগাতে আগুন মূক কিংশুকবনে ?

আজও বরষার নাহি যে অন্ত,
শীত-শঙ্কিত দ্বারে হেমন্ত ;—
এ অকালে কে জাগাবে বসন্ত জীয়াতে আমার প্রেম ?
পথে পথে শুধু দিতে নিতে দুখ
আঁখি মেলে কভু দেখিনি যে-মুখ,
পেলে ক্ষণতরে বুকে টেনে তারে আর বার হারাতেম।

চিবুক ধরিয়া কহিতাম—ক্ষমো
সারা জীবনের অপরাধ মম,
সাথে-সাথে ছিলে সহচর সম, তবু বলেছিনু—নাই ;
বহু বিলম্বে এখন বুঝেছি—
তোমারে ঠেলিয়া তোমারে খুঁজেছি;
দূর দুর্গমে কত যে যুঝেছি যদি তব দেখা পাই।

আজ চেতনার কুজ্ঝটি-কূলে
নির্বাপিত এ তব চিতামূলে
যৌবন-বেচা জরা বিনিময়ে জড়ত্ব বরিয়াছি,
কুক্ষণে কহা এ মুখের কথা
এতকালে এ কপালে ফলিল তা,
প্রার্থিত সেই শেষ সমাধান আসিয়াছে কাছাকাছি।

তুমি নাই তুমি নাই তুমি নাই,—
উঠে ঢেউ পড়ে ঢেউ,—
চেতনে ও জড়ে কাঁদে গলা ধ'রে,
দরদী নাহিকো কেউ ॥

যূথীগন্ধ

আষাঢ় রাতের আর্দ্র তিমিরে নিবিড় শীতল স্নেহ ;
যূথীগন্ধের আহ্বানে মোর পরান ছাড়িল দেহ।
বাতায়নতলে প্রভাতে নিতুই
রাতের বাদলে ফুটিয়া যে জুঁই
মাটিতে লুটায়—ছুঁই বা না ছুঁই, এ গন্ধ তার নয় ;
এ যে দুর্গম গহনের ঘ্রাণ
পশিলে মর্মে যার আহ্বান
গেহী ছাড়ে গেহ, দেহ ছাড়ে প্রাণ না মাগিয়া পরিচয়।
পড়িয়া রহিল লঘুগুরুভার,
উড়িয়া চলিল পরান আমার,
মরণ-সাগরে কোথা জাগে তার অভিনব দ্বীপপুঞ্জ !
দিক্‌পারে কোথা সে নিরুদ্দেশ
তালী-তমালের নীল সমাবেশ,
পাঠালো এমন শীতল গন্ধ কোথাকার যূথীকুঞ্জ ?
এ যূথীগন্ধ জুড়ালো আমার যত-না যাতনা জ্বালা,
ছিঁড়িয়া ছড়ালো রাঙায় কালোয় রঙানো গুঞ্জামালা।
এই গন্ধেরি মন্থর স্রোতে
না জানি ভাসিয়া আসে কোথা হ'তে
যত ঝরা জুঁই মরা খদ্যোতে তারায় আকাশ ভরি'।
নৈঃশব্দ্যের না মিলে পরশ,
দু'পাখায় কাঁপে অরূপ অরস,
শুধু গন্ধেরি সন্ধানে প্রাণ হবে কি দেহান্তরী ?
যে-যূথীকুঞ্জ পাঠালো এমন সৌরভী আহ্বান
সে-কুঞ্জতল লভিলেও প্রাণ পাবে না কি নির্বাণ ?

মুক্তি

শুনিয়াছিনু—উদিবে তুমি তিমির-নিশি-শেষে,
সূর্যসম সুদূরাচলে নবীন কোন প্রাতে।
অকস্মাৎ না-চলা পথে দাঁড়ালে দ্বারে এসে
শ্রাবণ-ঢাকা অন্ধকার চতুর্দশী রাতে!
আধেক ঘুমে ডাকিয়া বলো—
খোলো গো দ্বার খোলো,
আজিকে এই অসময়েই সময় মোর হোলো।

দেখেছি ব'লে পড়ে না মনে, কেমনে তবে চিনি?
বিশ্বভরা অন্ধকার বাদল-ঝরা রাতি—
স্মরণে নাই কণ্ঠ ওই শুনেছি কোনো দিনই,
শঙ্কা জাগে এ দুর্যোগে হইতে তব সাথী।
এখনো চোখে কত যে ঘুম,
ক্লান্তিভরা দেহ,
শয়ন-কোণে স্বপন বোনে ছিন্ন যত স্নেহ।

তবুও তুমি হানিছ কর দাঁড়ায়ে মম দ্বারে;
শুক্লশশী চতুর্দশী, যায় না মুখ চেনা।
অপরিচিতে না বরি যদি অদীপ আঁধিয়ারে
এ রাতে আর পুরানো পথে একা কি ফিরিবে না?
অরুণ-আলো সাজে যে শুধু
ঊষার হাসিমুখে,
নিশীথ-রূপে এলে কি তাই আঁধারে-কাঁদা বুকে?

দুঃখঘন শতাব্দীর অন্ধকার মাখি'
বক্ষে ধরি' অসংখ্যের অশ্রুবারিধারা
অসিত নভ-তপন নব, শ্রাবণে মুখ ঢাকি'
আপন হ'য়ে গোপন পথে দুয়ারে দিলে নাড়া।
গভীর রাতে প্রণতি সাথে
স্বীকার করি' ল'ব
সর্বসম্ভাবনাময় ও-কালো-রূপ তব।

বাছোনি তিথি, অতিথিতম, আসিতে মম দ্বারে,
আরতি-দীপ ফুলের মালা কোথা বা এত রাতে?
ব্যোমবিথার অন্ধকার বসিয়া মেঘপারে—
তোমারি তরে তারার হারে অযুত রবি গাঁথে।
কিরণ-রথে অরুণ সম
আসোনি,—নাহি ক্ষতি,
শ্রাবণ-রাতে পেয়েছি আজ ব্যথার মতো ব্যথী।

অপরিচিত সুহৃদ্বর,
তোমারি কর ধরি'
বাহির হ'নু বর্ষা-মাথে অজানা পথ'পরি॥

সুপ্তিলোক

স্বপনে দুঃস্বপ্ন ভাঙি'
কাঁদিয়া উঠি' কহিনু আমি,—
        স্বপ্ন তবে সত্য ? তুমি নাই !

বুলায়ে হাত সান্ত্বনিয়া
গভীর স্নেহে কহিলে প্রিয়া,—
        ছি ছি ছি, অত অধীর হোলে তাই ?

বক্ষে মুখ লুকায়ে কহি,—
কেমনে বল শান্ত রহি ?
        তোমারে শেষে হারাতে যদি হোল !

অসহ মম এ জাগরণ,
কর গো এরে দুঃস্বপন,
        ও-মুখ হোতে নাই-এর ঢাকা খোল।

ঘামিয়া-ওঠা ললাট 'পরে
আঁকিয়া স্নেহ ওষ্ঠাধরে
        কহিলে,—তবে এবার আমি যাই ?

পরম সেই পরশ-ঘায়—
চমকি ঘুম ভাঙিয়া যায়,
        দেখিনু,—আছ, যদিও পাশে নাই।

স্বস্তিভরে দুর্গা স্মরি'
উঠিয়া বসি শয্যা'পরি,
        পড়িল মনে গিয়াছ তুমি দূরে ;

বলিয়া গেছ,—ক'দিন পরে
আসিবে ফিরি আপন ঘরে
শৈশবের স্বজন-ঘর ঘুরে।
সহসা বুকে শঙ্কা জাগে,—
স্বপ্ন, যেটা ভাঙিল আগে,
সেটা না এটা সত্য? কেবা জানে!
অঘোর যার ঘুমের গাঙে
স্বপন মাঝে স্বপন ভাঙে
জাগার তার কি আছে হায় মানে?
এই যে গিয়ে ঘুরিয়া আসা
এ বাসা হোতে আরেক বাসা
যেমন ভাবি গিয়াছ তুমি মম
এ দেহে কিবা বিদেহে হোক্
সবই কি নয় সুপ্তিলোক?
স্বপন মাঝে স্বপন-ভাঙা সম?
শ্রাবণ-নিশি স্বপনে দেখে,—
কৃষ্ণা শশী অরুণ মেখে—
ধূসর হোয়ে উষায় মিশে যায়।
চলন্ত মেঘান্তরালে
জড়ায়ে পাখা জ্যোছনা-জালে
কাতর চাঁদ উপায় নাহি পায়।
অগণ দুঃস্বপন-ছাওয়া
ঘুরিয়া আসে ঘুমের হাওয়া,
শূন্য শেজে নয়ন আসে বুজে,
স্বপন হোতে স্বপনে যাই,
কখনো আছ, কখনো নাই,
নাই-এর মাঝে থাকারে মরি খুঁজে।

সত্য হও, সত্য হও,
তুমি ত শুধু স্বপনই নও,
তপন-রূপে ভাঙাও মম সুপ্তি,
দীপ্ত তব কিরণ লেগে
জাগুক বেলা শ্রাবণ-মেঘে,
লাগুক মুখে আলোকময়ী মুক্তি ॥

খোলা কথা

শুধালে ত কহি প্রিয়, অপরাধ নাহি নিও,
যৌবন গেছে গেছি বেঁচে ;
তোমার প্রেমের ভার দিবারাতি বহিবার
গুরু দায় আজ ফুরায়েছে।
এই দেহ এই মন সাজায়েছি অনুখন
তোমার মনের মতো করি',
পাছে তুমি পাও ব্যথা কয়েছি সুখেরই কথা
গতনিদ্ কত বিভাবরী।
জাগর-ক্লান্তি ভুলি' লইয়া পায়ের ধূলি
দিনের সেবায় দেছি মন,
কত কাঁটা পা'য় পা'য় ঢেকেছি তা আলতায়
গঞ্জনা করি' আভরণ।
কহিনি মনের সাধ, ঘটে পাছে অপরাধ,
তুমি যে সদাই ক্ষুধাতুর ;
দেহ দিয়া প্রাণ দিয়া সাজিয়া প্রাণপ্রিয়া
সুধায় করেছি ক্ষুধা দূর।

শুকায় নি ভিজে চুল, তবু তাহে গুঁজি ফুল
রচিয়াছি সাঁজের কবরী,
সারিয়া হাতের কাজ করেছি রাতের সাজ
তোমার রজনী দিতে ভরি'।
বাড়াতে তোমারি মান করিয়াছি অভিমান
ছু'নয়ান ভরি' জলে ছলে ;
কভু সাজি অপরাধী চরণে পড়েছি কাঁদি
তুমি তাই ভালবাস বোলে।

ভুলিয়া স্বজনগণে জপিয়াছি একমনে
এ প্রাণ তোমারে শুধু চায় ;
উজাড় করিয়া তনু কত ফুলই যোগায়নু
মালা গাঁথি' পরাতে তোমায়।
জীবন করিয়া ক্ষয় সযতনে সঞ্চয়
করেছি তোমারি যত দান,
সকল বেদনা ভুলে হাসিয়া দিয়েছি তুলে
তব কোলে তব সন্তান।

বার বার মা হবার ব্যথা নহে বুঝাবার,
তাও হায় দিয়ে যায় ফাঁকি,
সহসা চোখের জলে ধুয়ে যায় পলে পলে
হৃদয়-শোণিতে যারে আঁকি।

লালন-পালন-ভার সেও নহে বুঝাবার
কত দুখ কত জাগরণ!
এক বুকে ছেলে জাগে, আর বুক বাপে মাগে,
যুবতীর এহি যৌবন!
যে প্রেম যে যৌবন পুঁথি-পাতে সুলোভন
জীবনে তা কোথায় বা রহে?

যে দুঃস্বপ্ন ঘোর বহিনু আকৈশোর
যৌবন তারেই ত কহে।
সেই যৌবন তরে পরম আকূতি ভরে
তিলেক সহনি বিচ্ছেদ।
পড়িয়া ধাঁধায় তার, হায় বিধি বিধাতার,
প্রেম বোলে চলে নারীমেধ!
সেই যৌবন মম সেই প্রেম, প্রিয়তম,
চ'লে গেছে তুমি কাঁদো তাই,—
আমি যে বেঁচেছি প্রিয়, দু'পায়ের ধুলা দিও,
তারে আর ফিরিয়া না চাই।
যৌবন নিবাইয়া যে বিধি জুড়া'ল হিয়া—
সে বিধি নারীর হিতকারী,
যদি পায়ে থাকে মতি, যদি আমি হই সতী,
আর যেন নাহি হই নারী॥

হেন প্রীতি

এ বয়সে হেন প্রীতি কভু নাহি শুনি,
বুক পাতি' মাগি লয় বুকের আগুনি।
ক্ষীণ দিঠি ভরি হেরে ধরিয়া চিবুক
ব্যথাবিমধুর বলি-বলয়িত মুখ।
কে জানে কি আছে দুটি জরাভরা দেহে,
জুড়ায় একের দাহ অপরের স্নেহে।
এ উহারে দেখে যেন কভু দেখে নাই,
এই বুঝি শেষ দেখা ভাবে দুজনাই।
কেবা কারে আগে ছাড়ে ভয়ে কাঁপে প্রাণ,
নিমিখ না ফুরাইতে যুগ অবসান।
কৃশ তনু দুরু দুরু ক্ষীণ বাহু-ডোরে
দীপমুখে শিখা যেন মধুনিশি-ভোরে।
বিস্মিত যৌবন জানায় প্রণাম ;
কবি কহে, হেন প্রীতি এই দেখিলাম॥

বৃন্দাবনে

একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে গোপ-গোকুলে
দেবেরও দুর্লভ্য দেবতা ;
যখন খুশি দেখিত যে-সে মাঠে বাটে নদীকূলে,
শিহরে দেহ স্মরিয়া সে কথা।
নগ্ন তনু কটিবসনে আঁটিয়া, করে পাচনি
রাখাল সনে করিতে রাখালী,
সন্ধ্যা হোলে ফিরাতে গাভী গরীব গোপ-বাছনি
যমুনাজলে গোধূলি পাখালি'।

ভাবিত মায় মন কি যায় এমন ছেলে পাঠাতে
রোদে ও জলে গোরুর পিছনে,
ভাবিত পিতা গোয়ালা যদি না খাটে বাপ-বেটাতে
মরিতে হবে অন্নবিহনে।
লুব্ধ ছেলে সুযোগ পেলে খাইতে ছানা নবনী,
ক্ষুধার দায়ে লুকায়ে চুরায়ে,
পড়িলে ধরা প্রহার দিত ধৈর্যহারা জননী,
পড়িতে কেঁদে ধুলায় গড়ায়ে।
খেলেনা ছিল বাঁশের বাঁশী বাজাতে বসি বিপিনে,
শুনিত ধেনু শষ্প-কবলে,
বাহবা দিত রঙ্গভরে, তুমি যে কে তা না চিনে,
মিলিয়া যত সুদাম সুবলে।
এমনি তব কাটিত দিন গোপনে গোপ-ভবনে
সুখে ও দুখে হাসিয়া কাঁদিয়া,
খুঁজিত যত ধ্যানী ও জ্ঞানী মন্দিরে তপোবনে
কত না শত মন্ত্র ফাঁদিয়া।

সহসা কবে না জানি সাড়া জাগিল সারা গোকুলে,
বাঁশরী-রবে শিহরে বনানী!
কুহরে পিক, বিহরে অলি মালতী চাঁপা বকুলে,
যমুনাজল বহিল উজানি'!
ফুল্ল নীপ বাড়ায়ে ছায়া দাঁড়াল পথ-কিনারে,
বধূরা চলে ভরিতে গাগরি,
গাঁয়ের যত আহীরী মেয়ে এ দেখে চেয়ে উহারে,
সহসা সবে রূপসী নাগরী!
চিরকিশোরে হেরিয়া যত হৃদয় হোল কিশোরী,
উথলে প্রেম আকাশে বাতাসে,

বাজিছে বাঁশী দু'কূল নাশি', ক্ষুধা ও তৃষা বিসরি'
ছুটেছে সবে রুদ্ধ নিশাসে।
বৃন্দাবনে সুন্দরের চলেছে নিতি আরতি,
জানে না কেহ সে কথা বাহিরে,
মথুরাপটে রচিত হবে যে যুগমহাভারতী
সেদিনও তার চিহ্ন নাহি রে।
সেদিন শুধু বৃন্দাবনে কানুর বেণু শুনিয়া
সখা ও সখী সঁপিছে তনু প্রাণ,
ঋষির মুখে সেদিনও কোথা উঠেনি বাণী ধ্বনিয়া—
কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান!
ধরি মদনমোহন তনু ফিরিছ বৃন্দাবনে,
মরি গো মরি ধ্যানের দেবতা!
যখন খুশি দেখিছে যে-সে পথে ঘাটে উপবনে,
কাঁদিয়া মরি স্মরিয়া সে কথা।

কাঁদিয়া মরি জড়ায়ে ধরি' পাথরে গড়া চরণে,
পাষাণ বুকে কুসুম দুলায়ে,
কাঁদিতে থাকি মুরতি আঁকি' অদেখা রূপ স্মরণে
স্বপন দিয়ে আপনা ভুলায়ে।
ছন্দ বাঁধি' মরিছে কাঁদি' যুগে ও যুগে কবিরা
রচিয়া গানে তোমারি কাহিনী,
ফুকারি কাঁদে গুমরি সাধে মুরলী বীণা অধীরা,
ভকত-আঁখি অশ্রুবাহিনী।
মিলে না দেখা সুন্দরের কিছুতে কোথা ভুবনে,
বিশ্ব ভরি গুমরে সে ব্যথা,
যখন খুশি দেখিত যে-সে যে-রূপ বৃন্দাবনে
সে আজি শুধু ধ্যানের দেবতা॥

দুবেলা দুমুঠো

দুবেলা দুমুঠো পেটে খেয়ে শুধু বেঁচে থাকা।
বাঁচার বাহিরে—
অস্তসূর্য, অপরাহ্ণিক ধূম্র আকাশ
অনাদ্যন্ত ধু ধু ফাঁকা।
হে বন্ধু, কহ কোন্ পথে মোর
এ দুঃশান্তি পথিক হবে?
এ ঔদাস্য এ নৈরাশ্য এ অতৃপ্যতা
বাণী পাবে বল কোথায় কবে?
অমা রজনীর অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
তারায় তারায় নিমেষপাতের ছন্দে ছন্দে
দৈন বিধবা নিশিগন্ধার
নবজাগরণে সগৌরবে?
অথবা,—ক্লান্ত সুষুপ্ত সবদুঃখহরণ
মহামরণের অগৌরবে?
কোথায় কবে?

অষ্টপ্রহর অবিশ্রান্ত মরিছে খেটে,
দুবেলা দুমুঠো কদন্ন তবু জুটে না পেটে;
জানি জানি আমি জানি
নিদ্রাহারা সে মহাশূদ্রের রুদ্র ক্ষুধার বাণী।
কিন্তু বন্ধু,—
ঘোলা জলে নেমে পানা ঠেলে নিতি
'ওঁ গঙ্গেতি' প্রাতঃস্নান,
বিগতস্পৃহ পাকস্থলীতে

যেন তেন দুটো অন্নদান,
ছেঁড়া স্তাকড়ায় বেঁধে বয়ে মরা
চোরাই রত্ন দীপ্তিমান!
নাহি জানি নাহি জানি
এই জীবনের বাণী॥

কবি নহি

আমার কবিতা তোমরা পড়নি কেহ,
পড়িলে কখনো বলিতে না মোরে কবি।
কবি যে হবে সে জেনো নিঃসন্দেহ
বাংলায় বোসে ভাবে না সাহারা গোবি।
চারিদিকে মোর শ্যামল গন্ধ গীতি,
কত হাসিমুখ কত স্নেহ কত প্রীতি,
আলো-ছায়া সুখ-দুখ;
সে-সবে আমার নেশা ধরিল না চোখে,
মন বসিল না প্রেমের অলকা-লোকে,
ভরিল না খালি বুক।
কবি নহি আমি, কবি নহি তথাকথিত,
যে-ব্যথা জীবনে সব ছন্দের অতীত,
আমি সে ব্যথায় চির-ব্যথিত।

কে আমার বুকে চিরতৃষাজর্জর
চাহে শুধু দূর স্থন্দর মরীচিকা?
বৃথা ডাকে তারে বাপী কূপ সরোবর,
অন্তরে জ্বলে অনির্বাপ্য শিখা।

সে শিখা টলে না দুঃখের কালো ঝড়ে,
তর্জনী তুলি' জ্বলে তা বাসর ঘরে ;
কে তারে বুঝিবে বলো ?
সূর্যের মতো নির্বাক আহ্বানে
শিশিরকণায় কহে সে যে কানে কানে
আমি জ্বলি তুমি জ্বলো।
কবি নহি আমি, কবি নহি তথাপ্রথিত,
অনাসৃষ্টির ঘন মন্থনে মথিত
আমি অনাদি ব্যথায় ব্যথিত।

জানি না সে ব্যথা কবে হবে কোথা শেষ,
শুধু জানি আমি ধরেছি নিরুদ্দেশ
অনন্ত ছায়াপথ,
বধির বিধাতা যেথা অনলাক্ষরে
লিখিয়া চলেছে তিমির-ললাট 'পরে
মানুষের দাসখৎ।
কবি নহি আমি, করিনি ছন্দে গ্রথিত
যে বিধি-বিধান প্রতিবিধানের অতীত।
আমি মহাবন্ধনে ব্যথিত॥

জন্মদিন

মেঘের আড়ালে আষাঢ়-দিবস চুপি চুপি চলে যায় ;
অপরিচিতের মতন এবারও বিদায় দিবি কি তায় ?
আবাহন-হীন এ আষাঢ়-দিন বার বার গেছে চলি,
নয়নধারায় করিয়া সিক্ত কোন' কথাটি না বলি'।
এবার সাধিয়া শুধাও তাহারে কি চাহে সে বলিবারে,
জীবনে যাহারে করনি স্মরণ বরণ করহ তারে।
তারি বক্ষের সজলশ্বাসে ভরি লহ তব বুক,
এই দিনটির দর্পণে দেখ্ সারা জীবনের মুখ।
আজিকার কালো রবিশশাঙ্কে হয়নি কলঙ্কিত,
কাল-সাগরের কৃষ্ণকমল পূর্ণ প্রস্ফুটিত !
ঢলঢল তার নির্মম শোভা সনির্বন্ধে ডাকে,
তারি গন্ধের মেদুর ছন্দে সকল গগন ঢাকে ;
তারি বুকে নেমে আলোকের পাখা হোল গুঞ্জনহীন,
মর্মের কোষে তপন তারকা তারি মধুপানে লীন।
চিরকলঙ্কী ওরে কবি, তোর কি সৌভাগ্য বল্—
এই দিনটির মৃণালে ফুটিল হেন সহস্রদল !
পেরেছিস কি রে চিন্‌তে ?
মরণ-কমল ফুটে আছে ওই জন্মদিনের বৃন্তে।
চেয়ে থাক্, চেয়ে থাক্—
বন্দনাহীন অর্ঘ্যবিহীন নিশ্চল নির্বাক॥

পরাভব

এ-যে মরণের ভ্রূকুটি-ভয়াল
মুখোশ আঁটিয়া মুখে
চিরজীবনের বন্ধু আমার
দাঁড়াইলে পথ রুখে!
সতিমির সংকীর্ণ সরণি,
বলহীন আমি একা,
ভীম ভৈরব বীরপুঙ্গব,
তাই কি মিলিল দেখা?
আতঙ্কে আমি কালঘার্ম ঘামি'
টলিয়া পড়িব পায়ে,
তখন তোমার পরশ-অমৃত
লাগিবে সে মৃত কায়ে।
জীবন থাকিতে বন্ধুর সাথে
দেখা বুঝি হোতে নাই?
চিরবুভুক্ষু তৃষিতজনেরও
'খাবি' খাওয়া চাইই চাই?
তাই বুঝি হেরি আজ,—
আপাদমস্তে, নমো নমস্তে,
যুদ্ধং-দেহি সাজ!

কোথায় লুকালে ফোটা মালতীর
পরিমল মনোহর?
কোথায় শুকালে ঝরা বকুলের
অফুরান নির্ঝর?

নবনীলনভে শ্যামরূপাভাস,
কুহু-কণ্ঠের ধ্বনি ?
শিশিরে শিশিরে ঝরানো ছড়ানো
অশ্রু-পরশমণি ?
সকলি ঘুচায়ে দাঁড়ালে আমার
ভুবন আঁধার করি'
বন্ধুর পাশে বন্ধু কি আসে
বিভীষিকা-রূপ ধরি ?
দীর্ঘ দুখের পশরা মাথায়
জরাভারে দেহ কাঁপে ;
হে নওজোয়ান, এখন এসেছ
শক্তির পরিমাপে ?
পুরুষ হইয়া হেন কাপুরুষে
বন্দি বন্ধু বলি',
সে দুঃখে এই ভিজে ভস্মও
উঠিতে চাহে যে জ্বলি'।
জানি তা হবার নয়,—
এবারেও সেই মুখোশধারীর
মায়াযুদ্ধেরই জয়।
তবু যে যুঝেছি, আজও যুঝিতেছি,
সেই মোর গৌরব ;
মানুষের মতো মানুষেরই হয়
বার বার পরাভব ॥

ভোর হ'য়ে এল

ভোর হ'য়ে এল কবি তোর।
নীড়ছাড়া বনপাখী
করে দূরে ডাকাডাকি,
খোপে খোপে কাঁদে কবুতর।

জীবন-রজনী শেষে দাঁড়ায়েঁ শিয়রদেশে
মরণ-অরুণ ওই চাহিয়া নির্নিমেষে ;
তোরই ঘুম ভাঙাতে
তোরই পথ রাঙাতে
বাহিয়া তিমিরতরী এল সে।
যে-আলো নয়নাতীত সেই-আলো হাতে তার,
যে-বোঝা বহনাতীত সেই বোঝা মাথে তার,
তোরই জ্বালা সহিতে
তোরই বোঝা বহিতে
এতদিনে অবসর পেল সে।

রবি শশী জ্বেলে জ্বেলে এই যে রজনী জাগা,
কেঁদে হেসে ভালবেসে এই যত ভালো লাগা,
কোজাগরী অভিনয়—
আর নয় আর নয়,
ঘুরিয়ে দে এ দুয়ারে চাবি রে!

আজ আর ডাকিস্‌নে ভক্তের ভগবানে,
স্থখে দুখে মুখে বুকে কোথায় সে সে-ই জানে ;
এল যে-করুণাময়
আঁখিভরা বরাভয়,
নম' সে অবশ্যম্ভাবীরে ।

ওরে কবি, নব-প্রভাতে
রবিশশীতারা-জ্বালা
রজনীর দীপমালা
নিবিছে অরুণ প্রভা-তে ॥

সমাপ্ত